CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-34 ■ 8 November, 2025 ■ আগরতলা ৮ নভেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ২১ কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

বন্দেমাতরম-এর ১৫০ বছর পূর্তিতে বর্ষব্যাপী কর্মসূচির সূচনা

এই গান ভারতের আত্মসম্মান ও ঐক্যের প্রতীক ঃ প্রধানমন্ত্রী

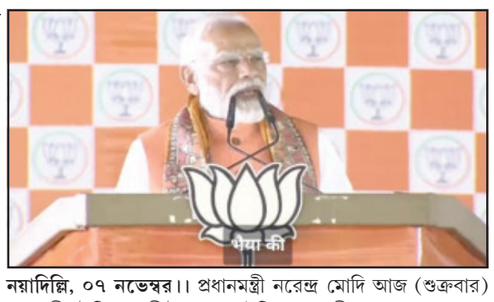

নয়াদিল্লি, ০৭ নভেম্বর।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ (শুক্রবার) রাজধানীর ইন্দিরা গান্ধী ইনডোর স্টেডিয়ামে জাতীয় গানের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বছরব্যাপী উদ্‌যাপনের সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দাসত্বের যুগে 'বন্দে মাতরম' হয়ে উঠেছিল ভারতের জাগরণের কণ্ঠস্বর এমন এক ঘোষণা, যা বলেছিল মা ভারতীর শৃঙ্খল ভাঙবে তাঁরই সন্তানদের হাতে।

মোদি বলেন, মানবজাতির চিরন্তন যাত্রাপথে আমরা নানা সময়ে নতুন শিক্ষা নিয়েছি। সেই শিক্ষার ওপর ভিত্তি করেই আমাদের সভ্যতার মূল্যবোধ ও আদর্শ গড়ে উঠেছে। আমাদের পূর্বপুরুষ, ঋষি-মুনি ও মহাপুরুষরা আমাদের এক অনন্য সাংস্কৃতিক পরিচয় দিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, সুজলাং সুফলাং, মালয়জ শীতলাং, শস্যশ্যামলাং, মাতরম!' এই পংক্তিতে মাতৃভূমির প্রতি প্রণাম নিবেদন করা হয়েছে, যিনি সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও প্রাচুর্য্যে ভরপুর। এই ভূমিই ভারতের সহস্রাব্দ প্রাচীন পরিচয় বহন করে।

প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, ১৮৭৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বন্দে মাতরম' প্রকাশ করেন তাঁর সাময়িকী বঙ্গদর্শন-এ। অনেকে ভেবেছিলেন এটি কেবল একটি গান। কিন্তু ধীরে ধীরে এটি হয়ে উঠেছিল ভারতের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর, কোটি কোটি ভারতবাসীর জাগরণের প্রতিধ্বনি, বলেন মোদি।

তিনি বলেন, অত্যন্ত কঠিন সময়েও, যখন দেশে হতাশা ও ধ্বংস নেমে এসেছিল, তখনও বঙ্কিমবাবু স্বপ্ন দেখেছিলেন এক সমৃদ্ধ ভারতের। তিনি বিশ্বাস করতেন, ভারত আবারও তার সোনালি যুগে ফিরবে। সেই বিশ্বাস থেকেই তিনি উচ্চারণ করেছিলেন 'বন্দে মাতরম'।

মোদি আরও স্মরণ করিয়ে দেন, স্বাধীনতা আন্দোলনে এই গান কীভাবে বিপুল অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। "বীর সাভারকরসহ বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী একে অপরকে 'বন্দে মাতরম' ☛৫ এর পাতায় দেখুন

প্রকাশ্যে বিএসএফের গাড়ি ভাঙচুর

জওয়ানদের উপর হামলা, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৭ নভেম্বর।। প্রকাশ্যে বিএসএফের গাড়ি ভাঙচুর ও জওয়ানদের উপর হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়ালো বিশালগড়ে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বিশালগড় নিউ মার্কেট এলাকার সাপ্তাহিক গবাদি পশুর হাটে।

সূত্রের খবর, কামথানার দিক থেকে গরুবোঝাই একটি গাড়ি বিশালগড়ের দিকে আসছিল। কামথানা বিওপির বিএসএফ জওয়ানরা গাড়িটিকে থামানোর চেষ্টা করলে, চালক নির্দেশ উপেক্ষা করে গাড়িটি দ্রুতগতিতে পালানোর চেষ্টা করে। পথে গাড়িটি বিশালগড় বাজারে প্রবেশের সময় দুটি গাড়িতে ধাক্কা মারে। এরপর কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিউ মার্কেট এলাকায় সাপ্তাহিক গরুর বাজারে গিয়ে পৌঁছায়।

তৎক্ষণাৎ বিএসএফের টহলদল

ঘটনাস্থলে পৌঁছালে, সেখানে উপস্থিত কিছু ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে বলে অভিযোগ। মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। স্থানীয় কিছু গরুর কারবারি বিএসএফের গাড়ি ঘিরে ধরে ভাঙচুর চালায় এবং জওয়ানদের উপর আক্রমণ করে বলে জানা গেছে।

এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। বাজার এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এদিকে এই ঘটনায় আহত হয়েছেন কয়েকজন বিএসএফ জওয়ান।

তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়েছে।

ঘটনার পর স্থানীয় প্রশাসন ও বিএসএফ উভয় পক্ষই বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। ঘটনার নেপথ্যে কারা যুক্ত, তা খুঁজে বের করতে তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আইন হাতে তুলে নেওয়া কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।

স্থানীয় মহলের মত, এভাবে প্রকাশ্যে নিরাপত্তা বাহিনীর উপর হামলার ঘটনা প্রশাসনের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। এলাকায় আবারও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি উঠেছে।

আগামী প্রজন্মের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত করার নতুন অঙ্গীকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ নভেম্বর।। "বন্দে মাতরম" গান ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের মানুষের স্বাধীনতার আন্দোলনে মুক্তির মন্ত্র হিসেবে পরিগণিত হয়। আসমুদ্র হিমাচল ভারতীয়দের মধ্যে দেশাত্মবোধের ভাবনার উন্মেষে "বন্দে মাতরম" গানের অবদান অবিস্মরণীয়। আজ সচিবালয় প্রাঙ্গণে বন্দেমাতরম গান রচনার ১৫০ বছর পূর্তির রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা। অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর এই গানের প্রেক্ষাপট নিয়ে একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠান উপলক্ষে ১৫০ জন শিল্পী বন্দে মাতরম গানটি পরিবেশন করেন। বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে নয়াদিল্লিতে আয়োজিত কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। এই অনুষ্ঠান সচিবালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

অনুষ্ঠানের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক

সাহা বলেন, গত ১ অক্টোবর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা "বন্দে মাতরম"-এর ১৫০তম বর্ষপূর্তি উদযাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে এই গানটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে স্মরণ ☛৫ এর পাতায় দেখুন

ব্রিজের রেলিং ভেঙে নিচে পড়ল বিলাসবহুল গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ নভেম্বর।। আজ সকালেই রেশমবাগান এলাকায় একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রিজের রেলিং ভেঙে নিচে পড়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, চালক হয়তো নেশাগ্রস্থ অবস্থায় ছিলেন, যার ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সকাল ৭টার দিকে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের ড্রেনে পড়ে যায়। স্থানীয়রা দ্রুত এসে গাড়ির চারপাশে জমায়েত হন এবং আহতের খবর পাওয়া যায়নি।স্থানীয়রা বলেন, চালক হয়তো নেশার কারণে গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। এটা খুবই বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে।

ইন্দো-বাংলা সীমান্তরক্ষীর সৌহার্দ্যপূর্ণ সহযোগিতা

ক্যাম্পে ফেলে যাওয়া স্বর্ণালংকার সহ ব্যাগ ফেরত পেল বাংলাদেশী দম্পতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৭ নভেম্বর।। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে এক বিরল মানবিক উদাহরণের সাক্ষী রইল দুই দেশ। প্রায় ছয় মাস আগে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের সময় বিএসএফের হাতে আটক হয়েছিলেন মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার উত্তর কুলাউড়া এলাকার বাসিন্দা বিষ্ণুপদ গোস্বামী ও তাঁর স্ত্রী মাধবী ভট্টাচার্য্য। তাঁদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হলেও বিএসএফ ক্যাম্পে ফেলে আসা একটি ব্যাগ দীর্ঘদিন পড়ে ছিল। সেই ব্যাগে ছিল আড়াই ভরি স্বর্ণালংকার ও কিছু ব্যক্তিগত জিনিসপত্র। অবশেষে বৃহস্পতিবার পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে সেই ব্যাগটি মালিকদের হাতে ফেরত দিয়েছে বিএসএফ। ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর এই সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের হৃদ্যতার স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

বিএসএফ সূত্রে খবর, গত ২৭ এপ্রিল বিষ্ণুপদ গোস্বামী ও মাধবী ভট্টাচার্য্য অবৈধভাবে সীমান্ত ডিঙিয়ে ভারতের ভূখণ্ডে ত্রিপুরায় প্রবেশ করেন। বিএসএফ ১৭১ নম্বর ব্যাটালিয়নের তারেকপুর ক্যাম্পের জওয়ানরা তাঁদের আটক করেন। পরদিন ২৮ এপ্রিল উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে অনুষ্ঠিত পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে দম্পতিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়। তবে বিএসএফ ক্যাম্পে অবস্থানকালে তাঁদের সঙ্গে থাকা একটি ব্যাগ সেখানেই রয়ে যায়। ব্যাগটিতে ছিল প্রায় আড়াই ভরি স্বর্ণালংকারসহ কিছু মূল্যবান ও ব্যক্তিগত জিনিসপত্র।

পরবর্তীতে বিএসএফ ওই ব্যাগের বিষয়ে বিজিবিকে জানায় এবং মালিকদের কাছে তা ফেরত দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে। বিষয়টি যাচাই-বাছাইয়ের পর বিজিবি নিশ্চিত হয় যে ব্যাগটি সত্যিই বিষ্ণুপদ গোস্বামী ও তাঁর স্ত্রীর। এরপর বৃহস্পতিবার দুপুরে দম্পতিকে ফুলতলা বিওপি ☛৫ এর পাতায় দেখুন

এই গান আমাদের শক্তির উৎস ঃ রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ নভেম্বর।। আজ রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু বন্দে মাতরম গানের ১৫০ বছর পূর্তির ধলাই জেলাভিত্তিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। আমবাসা টাউনহলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতীয়দের মধ্যে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ঐক্যমত গড়ে তুলতে বন্দে মাতরম গান বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। এই গানের মাধ্যমে ভারতবর্ষের শক্তি, সমৃদ্ধি এবং পবিত্রতা প্রকাশ পায়। এই গান আমাদের এগিয়ে চলার পথ দেখায়, আমাদের শক্তির উৎস এবং ভারত মাতার প্রতি আমাদের সম্মানকে প্রদর্শন করে। রাজ্যপাল এই অনুষ্ঠানটি পালনের মধ্য দিয়ে আগামী প্রজন্মকে দেশাত্ববোধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস, ধলাই জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুস্মিতা দাস, বিধায়ক স্বপ্না দাস পাল, বিধায়ক চিত্তরঞ্জন দেববর্মা, জেলাশাসক বিবেক এইচ বি। অনুষ্ঠানে দিল্লিতে আয়োজিত বন্দে মাতরম গানের ১৫০ বছর পূর্তির কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভাষণ সরাসরি প্রদর্শিত হয়। শেষে রাজ্যপাল অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে আয়োজিত প্রদর্শনী স্টলও ঘুরে দেখেন। পরবর্তীতে রাজ্যপাল আমবাসা সার্কিট হাউসে ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জিলা পরিষদের ধলাই জোনের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে একটি পর্যালোচনা সভায় মিলিত হন। ☛৫ এর পাতায় দেখুন

কৃষকদের সঙ্গে ধান কাটায় অংশ নিয়ে বললেন কৃষিমন্ত্রী

রাজ্যে এবছর ধান উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ নভেম্বর।। ত্রিপুরা রাজ্যে এ বছর ধান উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে বলে জানিয়েছেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতনলাল নাথ।

তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে, খুব শীঘ্রই রাজ্যের খোয়াই ও ধলাই জেলা খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে।আজ পশ্চিম জেলার লঙ্কামুরায় কৃষক বিষুওপদ অধিকারীর ধানক্ষেত পরিদর্শন করেন মন্ত্রী। সেখানে তিনি কৃষকদের সঙ্গে ধান কাটার কাজেও অংশ নেন।

পরে মন্ত্রী বলেন আজ আমি লঙ্কামুরায় এসেছি, যেখানে বিপুল পরিমাণ ফসল উৎপাদন হয়। এখানকার মানুষ সবজি, ফুল এবং বিভিন্ন প্রকারের ফসল চাষ করেন। বিষুওপদ অধিকারী সরকারী সহায়তায় পাঁচ কানির জমিতে ছয় প্রজাতির ধানকালো চাল, হরিনারায়ণ, কালি খাসা, বিন্নি ও বাসমতিচাষ করেছেন। এখন সেই

ফসল কাটার উপযুক্ত সময় এসেছে।

কৃষি দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আজ আমরা এখানে কৃষকদের উৎসাহ দিতে এবং ধান কাটার সূচনা করতে উপস্থিত হয়েছি।

মন্ত্রী আরও জানান এ বছর ধানের ফলন অত্যন্ত সন্তোষজনক হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যের তিনটি জেলা ও ৩০টি ব্লক ইতিমধ্যেই খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমরা আশাবাদী, অনুকূল আবহাওয়া বজায় থাকলে এ বছর খোয়াই ও ধলাই জেলাও সেই তালিকায় যুক্ত হবে। আমি নিজেও ধান কাটার অভিজ্ঞতা রাখি এবং কৃষকদের কষ্ট ও পরিশ্রম বুঝি। আগামী দিনে ধান কাটার সুবিধার্থে আধুনিক কৃষিযন্ত্র সরবরাহের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন আমাদের দেশ এখন চাল, মাছ, দুধসহ নানা কৃষিপণ্য রপ্তানি করছে।

উৎপাদন বিপুল, এবং এ বছরও তার ব্যতিক্রম হবে না।

কৃষিই আমাদের সমাজ ও অর্থনীতির মূল ভিত্তিতাই কৃষকদের পাশে থাকা আমাদের সকলের দায়িত্ব।

রাস্তা সংস্কারে চরম দুর্নীতি

২৪ ঘণ্টার মধ্যেই উঠে যাচ্ছে আস্তরণ জনমনে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৭ নভেম্বর।। সরকারের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কিছু অসাধু ঠিকাদারের বেপরোয়া দুর্নীতির কারণে রাজ্য সরকারের সুনাম কলঙ্কিত হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রীর স্বচ্ছ প্রশাসনের ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করতে উঠেপড়ে লেগেছে একাংশ ঠিকাদার ও দপ্তরের কিছু কর্মী এমনই দাবি এলাকাবাসীর।

প্রায় ১৭ বছর পর বিশালগড় নিউ মার্কেট থেকে লক্ষ্মীবিল হয়ে নবশান্তিগঞ্জ বাজার পর্যন্ত রাস্তাটির সংস্কারকাজ শুরু হলেও, শুরুতেই উঠে পড়েছে দুর্নীতির গন্ধ। চার কোটিরও বেশি টাকার এই প্রকল্পের কাজের ☛৫ এর পাতায় দেখুন

বিহার বিধানসভার প্রথম দফা নির্বাচন

পুনর্নির্বাচনের প্রয়োজন নেই ঃ কমিশন

নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর ।। বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণ শেষে বিস্তারিত পর্যালোচনার পর কোনও পুনর্নির্বাচনের (রি-পোল) সুপারিশ করা হয়নি বলে শুক্রবার জানিয়েছে ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে কমিশন জানিয়েছে, প্রথম দফায় ভোটগ্রহণ হওয়া ১২১টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট-পরবর্তী বিশদ পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। এই পর্যবেক্ষণে ভোটার রেজিস্টার (ফর্ম ১৭এ) ও অন্যান্য নির্বাচনী নথি খতিয়ে দেখা হয়।

নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা ও বুথ পর্যায়ে সম্ভাব্য অনিয়ম চিহ্নিত করার লক্ষ্যে এই পর্যালোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এটি সম্পন্ন হয়েছে সংশ্লিষ্ট ১২১ জন রিটার্নিং অফিসার এবং সমসংখ্যক জেনারেল অবজারভার-এর উপস্থিতিতে। প্রায় ৪৫৫ জন প্রার্থী ও তাঁদের প্রতিনিধিরা এই পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ায় অংশ নেন।

ইসি জানিয়েছে, ভোট-পরবর্তী যাচাই প্রক্রিয়া সম্পর্কে আগেই বিস্তারিত নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল,☛৫ এর পাতায় দেখুন

হাইকোর্টের রায় কার্যকর না হওয়ায় আন্দোলনে নামছে সমগ্র শিক্ষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ নভেম্বর।। ত্রিপুরার সমগ্র শিক্ষার শিক্ষকরা আগামী দিনে বৃহৎ আন্দোলন পরিচালনার পরিকল্পনা করছেন। রাজ্য সরকার হাইকোর্টের রায় কার্যকর না করায় শিক্ষকদের ওপর দোষ চাপানো হয়েছে, এমন অভিযোগে তারা এখন সরাসরি আন্দোলনের পথে হাঁটবে। আজ আগরতলা প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই হুশিয়ারী দিয়েছেন ত্রিপুরা রাজ্য সমগ্র শিক্ষা কর্মচারী সংঘের সভাপতি সেন্টু দাস। তিনি জানান, ২০১৫ সালে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সমগ্র শিক্ষার শিক্ষকরা চাকরিতে নিয়মিতকরণের দাবিতে ত্রিপুরা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। পরবর্তীতে ২০১৭ সালে অস্থায়ী মঞ্চে আমরণ অনশন পালন করা হয়, যেখানে বর্তমান সরকারের অনেক নেতা শিক্ষকদের পাশে দাঁড়ান।

তিনি উল্লেখ করেন, ২০১৮ সালের ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনের সময় বিজেপির ভিশন ডকুমেন্টে চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের নিয়মিতকরণের প্রতিশ্রুতি অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২০২১ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্ট রাজ্য সরকারকে সমগ্র শিক্ষার শিক্ষকদের নিয়মিতকরণের নির্দেশ দেয়। তখন ১১৩ জনকে নিয়মিত করা হয়, বাকিদের জন্য বেসিক এবং বাৎসরিক ৩ শতংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়। ☛৫ এর পাতায় দেখুন

ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে স্কুল বাস, মৃত্যু পথচারীর আহত পড়ুয়াদের খোঁজ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ নভেম্বর।। আমতলী বাইপাস এলাকায় জাতীয় সড়কের পাশে দুর্ঘটনার কবলে পড়লো বেসরকারি স্কুল মনফোর্ট বিদ্যালয়ের স্কুল বাস। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত পথচারী মহিলার মৃত্যু হয়েছে জিবি হাসপাতালে। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন একাধিক ছাত্র-ছাত্রী। বর্তমানে তারা হাঁপানিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। প্রত্যেকের শারীরিক অবস্থা

স্থিতিশীল বলে জানা গেছে। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী আহত ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়েছেন।

নিজ সামাজিক মাধ্যমে তিনি জানিয়েছেন, 'আগরতলার আমতলী বাইপাস সড়কের রেল ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় ঘটে যাওয়া এক মর্মান্তিক বাস দুর্ঘটনায় একটি বেসরকারি স্কুলের বেশ কয়েকজন ছাত্রছাত্রী আহত ☛৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

Page 1.pmd 1 08-11-2025, 00:28

জাগরণ
আগরতলা,৮ নভেম্বর,২০২৫ ইং
২১ কার্তিক, শনিবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

অর্ধেক আকাশ ‘মেঘাচ্ছন্ন’

জাতিসঙ্ঘ উন্নয়ন কর্মসূচি দ্বারা ২০২৫ সালে প্রকাশিত মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনের মানব উন্নয়ন সূচকে ভারতের অবস্থান ১৯৩টি দেশের মধ্যে ১৩০তম স্থানে। মানব উন্নয়ন মান ২০২২ সালে ০.৬৭৬ থেকে বৃদ্ধি পাইয়া ২০২৩ সালে ০.৬৮৫ হইয়াছে। উচ্চ মানব উন্নয়ন সীমার (০.৭০০) কাছাকাছি পৌঁছিয়া গিয়াছে।মানব উন্নয়ন সূচকে ভারতের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির জন্য আমরা অভিনন্দন জানাই, যাহা ১৩৩ থেকে ১৩০-এ উন্নীত হইয়াছে। এই অগ্রগতি মানব উন্নয়নের মূলমাত্রা গুলিতে, বিশেষ করিয়া বিদ্যালয় শিক্ষার গড় বছর এবং মাথা পিছু জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে স্থায়ী উন্নতির প্রতিফলন ঘটায়। সূচকটি শুরু হওয়ার পর থেকে ভারতের গড় আয়ু সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছিয়াছে’ বলিয়াছেন ইউএনডিপি ইন্ডিয়ার প্রতিনিধি অ্যাঞ্জেলা লুইজি।জাতীয় আয়, স্বাস্থ্য, শিক্ষাক্ষেত্রে ভাল ফল করিলেও লিঙ্গ অসাম্য এবং লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে ভারতের অবস্থান মানব উন্নয়ন সূচকে ৩০.৭ু পাইয়িছে। পুরুষদের তুলনায় ভারতে নারীরা শ্রমবাজার এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বে পিছাইয়া আছে। ভারতীয় সংসদে মহিলা প্রতিনিধিত্ব ১৪.৭ থেকে কমিয়া ১৩.৮ হইয়াছে। লিঙ্গ বৈষম্য বলিতে মূলত লিঙ্গের উপর ভিত্তি করে ব্যক্তিদের মধ্যে অধিকার, সুযোগ,ক্ষমতা ও সম্পদের ব্যবহারের পার্থক্যকেই বোঝায়। সূদুর অতীতকাল থেকে, পিতৃতান্ত্রিক ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায়, নারীরা সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে রীতিমতো বৈষম্যের শিকার।নারী-পুরুষের মধ্যে এই বৈষম্য, কোনওটা লিঙ্গ অনুপাত, কন্যাভ্রুণ হত্যা, নিম্ন সাক্ষরতার হার, নিম্ন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সূচক, মজুরির পার্থক্য, বাড়ি/জমি/সম্পত্তির মালিকানা, এগুলো দ্বারা স্পষ্ট পরিমাপ করা যায়। কিন্তু কিছু বৈষম্য মানসিকতায় মিশিয়া আছে। আমাদের প্রাত্যহিকতায়, যাপিত জীবনে এগুলো এতটাই স্বাভাবিক যে আর আলাদা কোনও অর্থ বহন করে না, যেগুলি কোনও পরিসংখ্যানে প্রকাশ করাও যায় না। পিতৃতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত আর্থ সামাজিক সাংস্কৃতিক ব্যবস্থায় সমাজ , ধর্ম, পরিবার, রীতিনীতি, সংস্কৃতিতে লীন হইয়া রহিয়াছে এই চরম বৈষম্য। ধর্ম, সমাজ, সিনেমা, সাহিত্য, সংস্কৃতির সবক’টি ক্ষেত্রেই, ‘সতীত্ব’, ‘পতিব্রতা’, ‘পতি পরম গুরু’, ‘সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে’, ‘লজ্জা নারীর ভূষণ’ এইসব চলতি কথা, মিথ্যা ছলনার আড়ালে ক্ষমতার অসম বন্টন, সম্পদ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর অসম নিয়ন্ত্রণ, প্রতিপদে পুরুষ নির্ভরতা, সাংসারিক কাজ, পরিশ্রম, এমনকি খাদ্যেরও অসম বন্টনে প্রতিদিন পারিবারিক বৈষম্যের শিকার নারীরা। নারী জানে, নারী হইয়া জন্মালে অনেক কিছুই মানিয়া নিতে হয়। ভারতীয় নারী যুগ যুগান্তরের অসহনীয় বঞ্চনার প্রতীক। গ্রামীণ ভারতীয় সমাজে ধর্ম, দারিদ্র্য, পণপ্রথা, নারী সুরক্ষা-সহ বিবিধ কারনে বাল্য বিবাহের প্রাদূর্ভাব রহিয়াছে। বাল্যবিবাহের কূপ্রভাবে অকালে গর্ভবতী হওয়া, প্রসবকালীন জটিলতা, কম ওজনের শিশু জন্ম দেওয়া, জন্মদাত্রী ও নবজাতকের মৃত্যু হারও সেই কারণেই উদ্বেগের। সমাজের প্রচলিত ধারণাই এই যে, কন্যাসন্তানকে পণ দিয়া বিয়ে দিতে হইবে. আর সে পরের ঘরে চলিয়া যাইবে। আর সেই কারণেই পড়াশোনায় ইতি দিয়া উপযুক্ত শারীরিক গঠন সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই সন্তান ধারণের বিপদ মা ও শিশু উভয়ের ক্ষেত্রেই অতীব বিপজ্জনক।

এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে কোনও গোত্র, বংশধারার উত্তরাধিকার একমাত্র পুত্র সন্তানের, সুতরাং সেই বহু আকাঙ্খিত পুত্র সন্তান কামনায় কন্যাভ্রূণ হত্যার গভীর লজ্জা নিয়া আমরা বাচিয়া আছি।ভারতের ১০০০ পুরুষ প্রতি নারী অনুপাত ৯৩৩। শিশুকন্যা হত্যা বিরোধী আইন ভারতে ১৮৭০ সালে পাশ হইয়াছিল। এই আইন চালু হওয়ার দশ বছরের মধ্যে ৩৩৩টি মামলা রুজু হয়। বলা যাইতে পারে দেড়শো বছরে আমাদের মানসিকতা এক জায়গায় দাঁড়াইয়া, প্রযুক্তির কল্যাণে পরিবর্তন শুধু শিশুকন্যা থেকে কন্যাভ্রুণ। জন্মের আগে থেকেই নারী বৈষম্যের এই নগ্ন প্রকাশ প্রকৃত শিক্ষা ও চেতনার অভাবের অভিব্যক্তি। ভারতের উত্তর অঞ্চলে এই প্রবনতা অনেক বেশি, যেখানে দক্ষিণ প্রান্তে অনেকটাই কম। মূলত শিক্ষা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক চেতনা এই ক্ষেত্রে ঢাল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

‘বন্দে মাতরম’ জাতীয় ঐক্যের শাশ্বত প্রতীক: রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু

নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর: ভারতের জাতীয় গান বন্দে মাতরম-এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে শুক্রবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু গানটিকে দেশের ঐক্য ও দেশপ্রেমের এক শাশ্বত প্রতীক বলে বর্ণনা করেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স -এ এক বার্তায় রাষ্ট্রপতি লিখেছেন, ঊনবিংশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে অমর গান বন্দে মাতরম রচনা করেছিলেন। ১৯০৫ সালের স্বদেশি আন্দোলনের সময় থেকে এই গান সমগ্র ভারতবাসীর অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছিল। তখন থেকেই মা ভারতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনকারী এই গান আমাদের আবেগ, ঐক্য ও জাতীয় চেতনার প্রতীক হয়ে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

তিনি আরও বলেন, স্বাধীনতার পর দেশ এটিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে জাতীয় গান হিসেবে গ্রহণ করে। এই গানের ১৫০ বছর পূর্তির এই গৌরবময় উপলক্ষে আমরা সকলে প্রতিজ্ঞা করি এই গানের চেতনা অনুযায়ী আমরা আমাদের মাতৃভূমিকে রাখব ‘সুজলাং সুফলাং’, সুখে-সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ। বন্দে মাতরম!

রাষ্ট্রপতি মুর্মু উল্লেখ করেন,

বন্দে মাতরম শুধু স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ই ভারতবাসীকে অনুপ্রাণিত করেনি, আজও এটি দেশবাসীর গর্ব, নিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের প্রতীক হিসেবে জীবন্ত রয়েছে।

দেশজুড়ে আজ এই ১৫০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিদ্যালয়ভিত্তিক কার্যক্রম ও জনসম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।

এর আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এক্স-এ পোস্ট করে বলেন, ‘বন্দে মাতরম’ শুধু কয়েকটি শব্দের সংকলন নয়, এটি ভারতের আত্মার কণ্ঠস্বর।

তিনি লিখেছেন, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এই গানই দেশকে একত্র করেছিল এবং স্বাধীনতার চেতনাকে আরও শক্তিশালী করেছিল। একই সঙ্গে এটি বিপ্লবীদের মনে দেশমাতৃকার জন্য অটল নিষ্ঠা, গর্ব ও আত্মত্যাগের মনোভাব জাগিয়েছিল।

রাজধানী দিল্লিতে এই উপলক্ষে বিধানসভা একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে। নাগরিকদের নিজেদের পরিবার-পরিজনের সঙ্গে *বন্দে মাতরম*-এর পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ গাওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে, যাতে এর ঐক্যের বার্তা আরও দৃঢ় হয়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও জাতীয় রাজধানীতে অনুষ্ঠিত বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে এই মহান গানের প্রতি জাতির শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

ভারত আর পাকিস্তানের স্বাধীনতার দুই দিনে কী করছিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন?

অমিতাভ ভট্টশালী

দিল্লিতে এখন যেটা ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবন, ব্রিটিশ আমলে সেটারই নাম ছিল ‘‘ভাইসরয়েস হাউস’’ --- গভর্নর জেনারেল বা বড়লাটের নিবাস।

ওই ভবনেই ২৬শে জুলাই, ১৯৪৭ সাল, শনিবার একটি বৈঠকে বসেছিলেন ভারতের শেষ ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন।

তার পুরো নামটা অনেক বড়, সঙ্গে রয়েছে লম্বা পদবী। তাই লুই ফ্রান্সিস অ্যালবার্ট ভিক্টর নিকোলাস মাউন্টব্যাটেন, ফার্স আর্ল মাউন্টব্যাটেন অফ বার্মা --- এই পুরো অলংকারিক নামের বদলে তাকে লর্ড মাউন্টব্যাটেনই বলা হতো।

সেবছরই ২২শে মার্চ দিল্লিতে পৌঁছানো এবং ২৪ তারিখে গভর্নর জেনারেল হিসেবে আনুষ্ঠানিক অভিষেক হওয়ার পর থেকে রোজই একের পর এক বৈঠক করতে হয়েছে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে। তার কাঁধে যে গুরুদায়িত্ব পড়েছে --- ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার দায়িত্ব।

‘‘রিপোর্ট অন দ্য লাস্ট ভাইস-রয়্যালটি, ২২ মার্চ টু ১৫ অগাস্ট ১৯৪৭’’ নামে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ব্যক্তিগত দিনলিপি ইউনিভার্সিটি অফ সাউথহ্যাম্পটনে সংরক্ষিত রয়েছে ‘‘মাউন্টব্যাটেন পেপার্স’’ নামে।

১৯৪৭ সালের ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে অন্য অনেক নথির মধ্যে এই বিশেষ দিনলিপিটি ছিল অপ্রকাশিত এক গোপন নথি।

ওই দিনলিপির গোড়ার দিকে লর্ড মাউন্টব্যাটেন তার অভিষেক অনুষ্ঠান নিয়ে লিখেছিলেন, ’অভিষেক সমারোহের সুযোগটা আমি কাজে লাগিয়েছিলাম চিরাচরিত একটা প্রথা ভাঙার জন্য। প্রথম ভাষণ --- যা আগে শুধুই ভাইসরয়েস হাউসের দরবার হলে উপস্থিত অভ্যাগতদের উদ্দেশে দেওয়া হতো, আমি চেয়েছিলাম তা আরও বেশি সংখ্যক শ্রোতার কাছে পৌঁছক।’ ‘আমি সবাইকে বোঝাতে পেরেছিলাম যে আমি যে পদে আরোহন করতে চলেছি, তা তো অন্য কোনো ভাইসরয়ের মতো নয় — হিজ ম্যাজেস্টি-র সরকার স্থির করে ফেলেছিল যে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যেই ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে।’ হাতে সময় কম, তাই পদগ্রহণ করার পর থেকেই প্রচুর বৈঠক করতে হয়েছিল বড়লাটকে। যার শুরুটা হয়েছিল মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর সঙ্গে পর পর কয়েকদিন বৈঠক, এরপরে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, আরও পরে জওহরলাল নেহরু — তালিকাটা লম্বা। ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া, কংগ্রেস আর মুসলিম লীগের মতানৈক্য, প্রশাসনিক ভাগবাটোয়ারা — সবেতেই মূল চালিকা শক্তি হয়ে উঠতে হত লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে। দেশভাগের খুঁটিনাটি তখনো চূড়ান্ত হয়নি, তবে এটা স্থির হয়ে গিয়েছিল যে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে অগাস্টের ১৪ আর ১৫ তারিখে। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান স্বাধীনতা পাবে ১৪ই আগস্ট, আর ভারতের স্বাধীনতা হবে পরের দিন, ১৫ই আগস্ট। দুই নতুন রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণা অনুষ্ঠানেই হাজির থাকতে হবে তাকে। একদিন যেতে হবে করাচীতে, পরের দিন হাজির থাকতে হবে দিল্লিতে। বড়লাটের ওই সফরসূচি চূড়ান্ত হয় ২৬শে জুলাইয়ের বৈঠকে।

দিল্লি থেকে করাচী— যে কোনো রাষ্ট্রপ্রধানদের সফরসূচির প্রতিটি মিনিট এখনো যেমন আগে থেকেই নির্দিষ্ট করে রাখা থাকে, কটা বেজে কত মিনিটি কী করবেন সেই ভিভিআইপি, কার সঙ্গে কথা বলবেন, কার সঙ্গে করমর্দন করবেন - লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ওই সফরসূচিও সেরকমভাবেই তৈরি হয়েছিল। ইউনিভার্সিটি অফ সাউথহ্যাম্পটনে সংরক্ষিত ‘‘মাউন্টব্যাটেন পেপার্স’’-এর “এমএস৬২/এমবি/১/ডি/২৯/১৪” নম্বর নথিতে ওই ২৬শে জুলাইয়ের বৈঠকের সিদ্ধান্ত নথিভুক্ত আছে। সেটি অবশ্য টাইপ করে প্রকাশিত হয়েছিল দুদিন পরে, ২৮শে জুলাই।

ওই নথিতে দেখা যাচ্ছে ১৩ই অগাস্ট সাড়ে ১২টার দিকে দিল্লিতে দুপুরের খাওয়া সেরে লর্ড মাউন্টব্যাটেন রওনা হবেন পালাম বিমানবন্দরের দিকে, সেখান থেকে তার বিমান ছাড়বে বেলা দেড়টায়। প্রথাগতভাবে স্ত্রী এডুইনা মাউন্টব্যাটেন অবশ্যই থাকবেন। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় করাচীতে পৌঁছবে তার বিমান। সফরসূচি ছিল পূর্ব নির্ধারিত। কিন্তু করাচীর বিমানবন্দরে নামার পরের দৃশ্য নিজেই বর্ণনা করে গেছেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন।

যুক্তরাজ্যর রাজকীয় প্রকাশনা দফতর থেকে প্রকাশিত ‘‘দ্য ট্র্যান্সফার অফ পাওয়ার: ১৯৪২ - ৭’’ সংকলনের দ্বাদশ খণ্ডে রয়েছে ‘‘ভাইসরয়ের ব্যক্তিগত রিপোর্ট নম্বর ১৭’’। লর্ড মাউন্টব্যাটেন লন্ডনে সেই রিপোর্টটি পাঠিয়েছিলেন ১৯৪৭-এর ১৬ই আগস্ট।

সেখানে তিনি লিখেছিলেন, ’আমি করাচীতে বিদায় সফরে গিয়েছিলাম এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের দিনে দিল্লিতে অবিশ্বাস্য দৃশ্যের সাক্ষীও থেকেছি। ‘পাকিস্তানকে তার যাত্রা শুরুর শুভেচ্ছা আর বিদায় জানাতে আমি আর আমার স্ত্রী ১৩ তারিখ বিমানে চেপে করাচী যাই। বিমানবন্দর থেকে বেরোনোর পরে রাস্তায় সারিবদ্ধভাবে বেশ ভালো সংখ্যক উল্লসিত মানুষের ভিড় ছিল। জিন্নাহ নতুন সামরিক সচিব (কর্নেল বার্নি), যিনি আমাদের সঙ্গেই গাড়িতে ছিলেন, তিনি বলছিলেন যে দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে জিন্নাহ আসার দিন যত মানুষ স্বাগত জানাতে ভিড় জমিয়েছিলেন, সে তুলনায় এদিনের ভিড়টা বেশি।’ ‘এটা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে কঠিন ছিল, তবে আরও দুয়েকটি সূত্র থেকে একই খবর পেয়ে আমি নিশ্চিত হই। বার্নিই আমাকে জানায় যে পরের দিন যে রাষ্ট্রীয় শোভাযাত্রা হবে, সেখানে জিন্নাহর উদ্দেশে বোমা ছোঁড়ার একটা চক্রান্ত ফাঁস হয়েছে,’ লিখেছিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। দিল্লিতে, ২৬শে জুলাইয়ের বৈঠকে চূড়ান্ত হওয়া বড়লাটের সফরসূচি অনুযায়ী রাত সাড়ে আটটায় ডিনারের উল্লেখ আছে।

কিন্তু লর্ড মাউন্টব্যাটেন তার রিপোর্টে লিখেছেন যে সেদিন বিকালে তিনি পাকিস্তানের মন্ত্রিসভার বৈঠকে সভাপতিত্ব করেছিলেন। ওই বৈঠকে ১৯৩৫ সালে পাশ হওয়া ভারত আইনের পরিবর্তন ঘটিয়ে পাকিস্তানের অস্তিত্ব অন্তর্ভুক্ত করে যে অধ্যাদেশ জারি করেছিল ব্রিটিশ সরকার, সেটা পাশ করিয়ে নেওয়া হয়। এরপরে রাজকীয় ডিনারে গিয়েছিলেন লর্ড এবং লেডি মাউন্টব্যাটেন। লন্ডনে পাঠানো তার রিপোর্টে বড়লাট লিখেছিলেন যে ওই ডিনারে ৬০ জন আমন্ত্রিত ছিলেন। আগে থেকে, সেই ২৬শে জুলাইয়ের বৈঠকেই স্থির করা হয়েছিল যে কোনো ভাষণ দেওয়া হবে না সেখানে আর পানীয়ের গ্লাস হাতে তুলে দুবার ‘‘টোস্ট’’ করে উদযাপন করা হবে--- --- একবার ‘‘রাজার নামে’’, একবার নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের নামে। কিন্তু ‘‘টোস্ট’’টা বড়লাট করবেন না কি মি. জিন্নাহ, তা ২৬শে জুলাইয়ের বৈঠকে নিশ্চিত হয়নি। লর্ড মাউন্টব্যাটেন লিখছেন যে ওই ব্যাপারটা চূড়ান্ত হয় সন্ধ্যা সাতটায়। সেখানে কোনো ভাষণ দেওয়ার কথা ছিল না। ‘যখন দেখলাম যে জিন্নাহ উঠে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে টাইপ করা গোটা ছয়েক পৃষ্ঠা বার করে বক্তৃতা করার জন্য এগোচ্ছেন, আমি বেশ আতঙ্কিতই হয়ে পড়েছিলাম। শেষমেশ অবশ্য রাজার সুস্থতা কামনা করেন তিনি।’ ‘আমি একটা তাৎক্ষণিক বক্তৃতা দিয়েছিলাম পাকিস্তানের সুস্থতা কামনা করে। ওই ব্যাঙ্কোয়েটের পরে একটা ভোজসভা ছিল। সেখানে প্রায় দেড় হাজার অভ্যাগত হাজির ছিলেন, যাদের মধ্যে পাকিস্তানের গণ্যমান্যরা যেমন ছিলেন, তেমনই কিছু অদ্ভুতদর্শন ‘‘জংলি’’ মানুষকেও দেখলাম,’ লিখেছিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। তার বসার আসন ছিল মিস জিন্নাহ এবং বেগম লিয়াকত আলী খানের মাঝখানে। ১৪ই আগস্ট, করাচী--- পরের দিন, ১৪ই অগাস্ট পাকিস্তানের সংবিধান সভায় ভাষণ দিয়েছিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। তার আগে তাকে সকাল নয়টায় ‘‘গভর্নমেন্ট হাউস’’ থেকে খোলা গাড়িতে চাপিয়ে আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয় ‘‘সংবিধান সভা’’য়। সেখানেই ব্রিটিশ ইনফ্যান্টি ও রয়্যাল ইন্ডিয়ান নেভি গার্ড অফ অনার দেয় লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে। সংবিধান সভায় কে কোথায় বসবেন, তা নিয়ে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে একটু মতবিরোধ হয় মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর।

‘‘ভাইসরয়ের ব্যক্তিগত রিপোর্ট নম্বর ১৭’’-এ লর্ড মাউন্টব্যাটেন লিখেছিলেন, ‘সংবিধান সভার প্রেসিডেন্ট হিসেবে মূল আসনটিতে বসতে চান জিন্নাহ, তবে আমি ভাইসরয় হিসেবে নিজের অধিকার ছেড়ে দিতে রাজি হইনি। শেষমেশ তিনি হাল ছেড়ে দেন।’ সকাল নয়টা দশ মিনিটে ভাষণ দিতে ওঠেন গভর্নর জেনারেল। তার ভাষণের মধ্যেই ছিল যুক্তরাজ্যের রাজার তরফে পাঠানো শুভেচ্ছা বার্তাও। ১৫ মিনিটে তার ভাষণ শেষ হওয়ার পরে সংবিধান সভার প্রেসিডেন্ট, অর্থাৎ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর প্রত্যুত্তরের মধ্যে দিয়েই সেখানকার কার্যক্রম শেষ হয়।

সংবিধান সভা ছেড়ে বেরনোর সময়ে রয়্যাল আর্মি ৩১ বার গান স্যালুট জানায় গভর্নর জেনারেলকে আর গার্ড অফ অনার দেয় রয়্যামল এয়ারফোর্স এবং সাত নম্বর বালুচ রেজিমেন্ট ও চার নম্বর রাজস্থান রাইফেলসের সৈনিকরা। এরপরে হুড খোলা গাড়িতে চেপে করাচী শহরের চার মাইল রাস্তা ঘোরার কথা ছিল লর্ড ও লেডি মাউন্টব্যাটেন, মি. এবং মিস জিন্নাহ ও তার মন্ত্রিসভার সদস্যদের। প্রথম গাড়িতে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ও মি. জিন্নাহ, দ্বিতীয় গাড়িতে লেডি মাউন্টব্যাটেন ও মিস জিন্নাহ এবং পাকিস্তানের চিহ্নিত করে দেওয়া মন্ত্রীরা থাকবেন পেছনের গাড়িগুলোয়। সেই শোভাযাত্রায় উৎসাহী জনতার ভিড়ও হয়েছিল। গভর্নমেন্ট হাউস থেকে বেরিয়ে বিমানবন্দরে যাওয়ার পথে অবশ্য যে ভিড়টা চোখে পড়েছিল লর্ড মাউন্টব্যাটেনের, সেটা আগের দিন যখন তিনি করাচী পৌঁছিয়েছিলেন, তার থেকে অন্তত দ্বিগুণ ছিল। ‘পাকিস্তানের মানুষের কাছ থেকে যে অভ্যর্থনা আমরা পেয়েছিলাম, তা বেশ অভাবিত। মিস জিন্নাহ তো বিদায় জানাতে গিয়ে কেঁদেই ফেলেছিলেন আর আমার স্ত্রীকে বেশ অবাক করে দিয়ে তার দুই গাল চুম্বন করেন তিনি। এমনকি কঠোর মনের মানুষ জিন্নাহও আমাদের বিদায় জানানোর সময়ে কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন, ‘লিখেছেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। বেলা সাড়ে ১১টায় করাচী থেকে তাদের বিমান আকাশে উড়েছিল, আর দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে এসে নেমেছিলো বেলা সাড়ে তিনটায়। দিল্লিতে ১৪ই আগস্টের রাত ১২টা ২০, একটা খালি খাম জুলাইয়ের ২৬ তারিখের বৈঠকে ক্ষমতা হস্তান্তরের যে আনুষ্ঠানিকতা চূড়ান্ত হয়েছিল, সেখানে ১৫ই অগাস্ট সকাল নয়টা দশ থেকে কর্মসূচি রাখা ছিল। তবে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ১৬ই আগস্ট লন্ডনে পাঠানো ‘ভাইসরয় হিসেবে শেষ রিপোর্ট’-এ লিখেছিলেন যে ১৪ই আগস্ট দুপুরে করাচী থেকে ফিরে আসার পরে রাত ১২টা বেজে ২০ মিনিটে ভারতের সংবিধান সভার প্রেসিডেন্ট রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং নতুন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু তার সঙ্গে দেখা করেন। তারা জানান যে সংবিধান সভার মধ্যরাতের অধিবেশনে তারা ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিয়েছেন এবং নেতাদের অনুরোধ নিয়ে এসেছেন তারা যে তাকে (লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে) তাদের প্রথম গভর্নর জেনারেল হতে হবে।

‘আমার স্টাডি রুমে এসে ‘‘রাজেন বাবু’’ (ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ) এই বার্তাটি আমায় দেওয়ার পরে সংবাদমাধ্যমকে প্রবেশের অধিকার দেওয়া হয় এবং নেহরু বেশ আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে ঘোষণা করেন, ‘‘আমি কি নতুন মন্ত্রিসভার মন্ত্রীদের দফতরের তালিকা আপনার হাতে তুলে দেওয়ার অনুমতি পেতে পারি?’’ এরপরে তিনি খুব সুচারুভাবে আমাকে উদ্দেশ করে লেখা একটা খাম আমার হাতে তুলে দেন (তারা চলে যাওয়ার পরে ওই খামটি খুলে দেখি যে সেটা ফাঁকা!’

১৫ই আগস্ট, দিল্লি--- বড়লাটের বর্ণনায়, ‘১৫ই অগাস্ট দিনটি ছিল আমার জীবনের সবথেকে স্মরণীয় এবং প্রেরণাদায়ক একটি দিন। বেশ কয়েকজন রাজাসহ প্রায় পাঁচশো অতিথি অভ্যাগতর উপস্থিতিতে সকাল সাড়ে আটটায় দরবার হলে শপথ-গ্রহণ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে দিনটা শুরু হয়েছিল।’ পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী এরপরে ‘দরবার হলের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে ‘মহামান্য’রা সংবিধান সভার উদ্দেশে রওনা হওয়ার কথা। প্রথমে রাজকীয় গাড়িতে থাকবেন মহামান্য (লর্ড ও লেডি মাউন্টব্যাটেন), তাদের এডিসি বা দেহরক্ষী। পরের গাড়িতে মি. নেহরু এবং মি. প্যাটেল (জওহরলাল নেহরু ও বল্লভভাই প্যাটেল)। যাত্রাপথে সারিবদ্ধভাবে থাকবে ব্রিটিশ ইনফ্যান্টি, রয়্যাল এয়ারফোর্স, ইন্ডিয়ান ইনফ্যান্টি। মহামান্যরা সংবিধান সভায় পৌঁছবেন নয়টা ১৫ মিনিটে।’ লর্ড মাউন্টব্যাটেন ওই যাত্রাপথের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, ‘যত মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি, তাদেরও কারও স্মরণকালের মধ্যে এরকম ভিড় কেউ দেখেননি। মানুষ যে শুধু ভবনগুলোর ছাদে বা অন্যান্য সুবিধাজনক জায়গায় ভিড় জমিয়েছি তা নয়, এমনভাবে ঘিরে ফেলছিল জনতা যে শেষমেশ তাদের নিয়ন্ত্রণ করা বেশ কঠিন হয়ে পড়েছিল।’ সংবিধান সভায় তার ভাষণে লর্ড মাউন্টব্যাটেন রাজার পাঠানো শুভেচ্ছাবার্তাও পড়ে শোনান।

‘‘ভাইসরয়ের ব্যক্তিগত রিপোর্ট নম্বর ১৭’’ লর্ড মাউন্টব্যাটেন উল্লেখ করেছেন যে ফেরার সময়ে তিনি বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন যে ভিড় ঠেলে বেরবেন কীভাবে! মি. নেহরু ভবনের ছাদে উঠে জনতাকে ফিরে যেতে নির্দেশ দেন আর তারপরে সভা-ঘরের দরজা খোলা হয়। সামান্য দূরত্ব হেঁটে গাড়ির কাছে পৌঁছতে তাদের প্রায় আধঘণ্টা সময় লেগেছিল। ভিড়ের এতটাই চাপ ছিল যে মিনিট পাঁচেক তারা এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হন। লর্ড মাউন্টব্যাটেন লিখেছেন, ‘সাধারণভাবে যেসব স্লোগান শোনা যায়, ‘‘জয় হিন্দ’’ বা ‘‘মহাত্মা গান্ধী কি জয়’’, ‘‘পণ্ডিত নেহরু কি জয়’’। সেসবের সঙ্গেই অনেকে বেশ আশ্চর্যজনকভাবে স্লোগান দিচ্ছিল ‘‘মাউন্টব্যাটেন কি জয়’’, ‘‘লেডি মাউন্টব্যাটেন কি জয়’’ এবং একাধিকবার তো কানে এলো, ‘‘পণ্ডিত মাউন্টব্যাটেন কি জয়’’ স্লোগানও। ‘সন্ধ্যা ছয়টায় নতুন জাতীয় পতাকাকে সম্মান জানানোর জন্য অনুষ্ঠান ছিল। মূল কর্মসূচিতে ছিল এই সময়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ইউনিয়ন জ্যাক (যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রীয় পতাকা) নামিয়ে নেওয়া হবে।’ ‘তবে আমি নেহরুর সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করি এবং তিনি একমত হন যে এটা এমন একটা দিন, যেদিন তারা চান সবাই খুশি থাকুক। ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে নেওয়ার ফলে ব্রিটিশদের মনে আঘাত লাগতে পারে, তাই তিনি নিশ্চিত করবেন বলে জানান যে অনুষ্ঠানের ওই অংশটা যেন বাদ থাকে। এমনিতেও তো আরও বেশ কিছুদিন নতুন রাষ্ট্রে ইউনিয়ন জ্যাক উড়বেই,’ লিখেছেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। ওই সন্ধ্যার প্যারেড অনুষ্ঠানে ভারতীয় কর্মকর্তাদের দেওয়া হিসাব উল্লেখ করে লর্ড মাউন্টব্যাটেন লিখেছেন প্রায় ছয় লাখ মানুষ হাজির হয়েছিলেন সেখানে। তবে তার নিজের অনুমান জমায়েত হয়েছিল আড়াই লাখের মতো মানুষের। ওই আনন্দ উৎসবের বর্ণনার মধ্যেই ইউনিভার্সিটি অফ সাউথহ্যাম্পটনে সংরক্ষিত ‘‘মাউন্টব্যাটেন পেপার্সে’’ রয়েছে পাঞ্জাব ও বাংলা প্রদেশের ব্রিটিশ কর্মকর্তা ও সেনা অফিসারদের নিয়মিত টেলিগ্রাম--- --- প্রতিদিন দাঙ্গায় কোথায় কত মানুষ নিহত হচ্ছেন, কত জায়গায় হামলা হচ্ছে — সেই সব তথ্যের সঙ্গেই থাকছে আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থার যে দ্রুত অবনতি হচ্ছে, সেই বার্তাও। আর উদ্বাস্তুদের ঢল ততক্ষণে নেমে গেছে রাস্তায় --- পাকিস্তান থেকে ভারতে আসার এবং ভারত থেকে পাকিস্তানের দিকে যাওয়ার পথে — ট্রেনে, গরুর গাড়িতে অথবা পায়ে হেঁটেই মানুষ পাড়ি দিতে শুরু করেছেন নতুন রাষ্ট্রের অজানা ঠিকানার উদ্দেশে। র‍্যা ডক্লিফ লাইনের ঘোষণা- পর পর দুদিনে দুটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়ে গেল, তবে তখনও পর্যন্ত সিরিল র‍্যাডেক্লিফের দেওয়া প্রতিবেদন দুই দেশের নেতাদের সামনে আনা হয়নি, অর্থাৎ কোন এলাকা কোন দেশ পাবে, সেই ঘোষণা তখনও চূড়ান্ত হয়নি। পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে যোগ দেওয়ার জন্য করাচীর উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে লর্ড মাউন্টব্যাটেন সে কথা দুটি পৃথক, অথচ প্রায় একই বয়ানের চিঠিতে জানিয়েছিলেন মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও জওহরলাল নেহরুকে।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন ১২ই আগস্ট শেষমেশ জানতে পারেন যে মি. র‍্যা ডক্লিফ দেশভাগের চূড়ান্ত প্রতিবেদন দিয়ে উঠতে পারবেন পরের দিন, অর্থাৎ ১৩ই আগস্ট। যদিও কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ নেতাদের সঙ্গে এবং পৃথকভাবে দেশীয় রাজাদের সঙ্গে লর্ড মাউন্টব্যাটেন আগের কয়েক মাসে বহু বৈঠক করেছেন দেশভাগ নিয়ে। তবে সিরিল র‍্যা ডক্লিফ তখনও তার রায় চূড়ান্ত করে উঠতে পারেননি। ১২ তারিখ বিকালে বড়লাটের হাতে চলে এসেছিল বাংলা-ভাগের চূড়ান্ত প্রতিবেদন, কিন্তু তিনি সেটা খুলে দেখার থেকে বিরত ছিলেন। পরের দিনই তাকে রওয়ানা হতে হবে করাচীতে পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের অনুষ্ঠানের জন্য। তাই মি. জিন্নাহ ও মি. নেহরুকে বড়লাট লিখলেন যে করাচী যাওয়ার আগে যেহেতু তার হাতে মি. র‍্যা ডক্লিফের চূড়ান্ত প্রতিবেদন পৌঁছবে না, তাই ১৬ই আগস্ট দিল্লিতে একটি বৈঠক করা যায় কি না, যেখানে এলাকা ভাগাভাগি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। লর্ড মাউন্টব্যাটেন লিখছেন, ‘আমি নেহরুকে লেখা চিঠিটা সই করার ঠিক আগেই প্যাটেলের একটা চিঠি পাই আমি।’ ওই চিঠিতে লেখা হয়েছিল যে চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল যদি পূর্ব বঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়, অর্থাৎ পাকিস্তানের ভাগে চলে যায়, তাহলে র‍্যাপডক্লিফের সিদ্ধান্ত জোরপূর্বক আটকিয়ে দিতে বাধ্য হবে মানুষ এবং সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারও মানুষকেই সমর্থন করতে বাধ্য হবে। দুই স্বাধীনতা দিবসের আনুষ্ঠানিকতার শেষে ১৬ই অগাস্ট দিল্লিতে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন দুই নতুন রাষ্ট্রের দুই প্রধানমন্ত্রী --- জওহরলাল নেহরু ও লিয়াকত আলী খান, বল্লভভাই প্যাটেল, আব্দুর রহমান, মুহাম্মদ আলি। প্রথমে ঘণ্টা তিনেক ধরে দুই দেশের নেতারা নিবিড়ভাবে পড়ে দেখেন র‍্যাডেক্লিফের ‘‘সীমান্ত কমিশন’’-এর প্রতিবেদন। তা নিয়ে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত বৈঠক চলে।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন লিখেছেন, ‘যদি ব্যাপারটা এত গুরুতর ও দুঃখজনক না হতো, তাহলে এদের মধ্যে মধ্যে যে রোষানল দেখছিলাম, তা বেশ উপভোগ্যই হতো। কংগ্রেস, লীগ এবং শিখরা --- কোনও পক্ষই সন্তুষ্টও হয় নি আবার তারা যেসব সুবিধা পাচ্ছে তার জন্য কৃতজ্ঞও ছিল না। তারা শুধুই অসুবিধার দিকগুলি তুলে ধরে অভিযোগ জানাচ্ছিল। বেশ অনেকক্ষণ ধরে জোরেশোরে অভিযোগ-প্রতি অভিযোগ তোলার পরে তারা সব পক্ষই বুঝতে পারল যে অন্য পক্ষ যেহেতু অসন্তুষ্ট হচ্ছে, তাই তাদের নিশ্চই কিছু না কিছু সুবিধা দেওয়া হয়েছে।’ খুব সাবধানে সব পক্ষকে বুঝিয়ে শুনিয়ে প্রায় দু ঘণ্টা পরে ঠিক হয় যে র‍্যাঅডক্লিফের এলাকা ভাগাভাগির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে তা কার্যকর করতে হবে দ্রুত। পরের দিন, ১৭ই আগস্ট ভোর পাঁচটায় লর্ড আর লেডি মাউন্টব্যাটেন মুম্বাই রওনা হন। সেদিনই ব্রিটিশ বাহিনীর প্রথম দলটি জাহাজে চেপে ভারত ছেড়ে যুক্তরাজ্যের দিকে রওনা হয় --- তাদেরই বিদায় জানাতে গিয়েছিলেন বড়লাট।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ইউনূস সরকারের পদক্ষেপে উদ্বেগ

নির্বাচনের পথ রুদ্ধ হচ্ছে অভিযোগ বিএনপির

লতিফুর রহমান, ঢাকা, ৭ নভেম্বর: বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করছে যা আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের পরিবেশকে বিপদের মুখে ফেলতে পারে এমন অভিযোগ তুলেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। দলটির দাবি, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বিলম্বিত করার যে কোনও প্রচেষ্টা 'জনগণ প্রতিরোধ করবে'।

শুক্রবার ঢাকায় দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এক বিশাল সমাবেশে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, "দুঃখজনক হলেও সত্যি, যে অন্তর্বর্তী সরকারকে আমরা একনায়কতন্ত্রের পতনের পর আন্তরিকভাবে সমর্থন করেছিলাম, সেই সরকারই এখন এমন পরিস্থিতি তৈরি করছে যা নির্বাচনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।"

ফখরুল অভিযোগ করেন, অন্তর্বর্তী প্রশাসনের কিছু গোষ্ঠী ইচ্ছাকৃতভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়া থেকে দৃষ্টি সরিয়ে দিচ্ছে, বিশেষত গণভোটের প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে। "যাঁরা নির্বাচনের আগে গণভোটের দাবি তুলছেন, তাঁরা আসলে বিভ্রান্তি তৈরি করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাহত করতে চাইছেন," বলেন তিনি। ফখরুল পুনর্ব্যক্ত করেন, বিএনপি শুধুমাত্র সংসদ নির্বাচনের সঙ্গে একযোগে গণভোট হলে সেটি সমর্থন করবে। "কেউ যদি গণভোটের নামে নির্বাচন বিলম্বিত করতে চায়, বাংলাদেশবাসী তা মেনে নেবে না," ফখরুলের এই হুঁশিয়ারির পরেই সমাবেশে উপস্থিত জনতা 'গণতন্ত্রের বিজয় চাই' স্লোগানে ফেটে পড়ে।

হাজার হাজার বিএনপি কর্মী-সমর্থক হাতে দলীয় পতাকা নিয়ে এই সমাবেশে যোগ দেন। জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে বিএনপি রাজধানীতে এই কর্মসূচির আয়োজন করে।

ফখরুল সরকারের উদ্দেশে আহ্বান জানান, "নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক নয়, জনগণের আস্থা পুনরুদ্ধারে মনোযোগ দিন। একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ ভোটই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে।" সমাবেশ শেষে বিএনপি নেতাকর্মীরা নয়াপল্টন কার্যালয় থেকে বিপুল মিছিল নিয়ে রাস্তায় নামে, যেখানে শ্লোগান ওঠে "জাতীয় ঐক্য চাই, অবিলম্বে নির্বাচন চাই।"

জুলাই সনদের দ্রুত বাস্তবায়ন চায় এনসিপি: এদিকে, পড়ুয়াদের দল ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি তথা এনসিপি-র আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম শুক্রবার ঢাকার বাংলা একাডেমিতে এক অনুষ্ঠানে বলেন, "জুলাই সনদ এখনই প্রধান উপদেষ্টার কাছে পেশ করতে হবে। এতে কোনও 'ভিন্নমত বা ভিন্ন নোটের সুযোগ নেই'। সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে সংস্কারের পথে।"বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ফোরাম এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নাহিদ বলেন, "শিক্ষা সংস্কার ছাড়া বেকারত্ব বা রাষ্ট্রের স্থবিরতা দূর করা সম্ভব নয়। টানা ষোল বছর ধরে শিক্ষক পদোন্নতি হয়েছে দলীয় আনুগত্যের ভিত্তিতে। মানসিকতা না বদলালে ফ্যাসিবাদ মুছে যাবে না।"

জেএনইউ এবং পন্ডিচেরি ইউনিভার্সিটিড ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বাম ছাত্র সংগঠনগুলির বিপুল জয়, রাজ্যে এসএফআই কর্মীদের বিপুল উচ্ছ্বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ নভেম্বর: জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক সহ প্যানেলের চারটি গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচিত হয়েছেন যৌথ বাম জোটের সদস্যরা। ছাত্র সংসদের সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন অদিতি মিশ্র, উনি উনার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে পাঁচ শতাধিক ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। সহ সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন এসএফআই এর কে গোপিকা, উনি উনার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে ১৪০০ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন।

সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন সুনীল যাদব ও সহ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন দানিশ। সবগুলো আসনে এবিভিপির প্রার্থীদের পরাজয় হয়েছে।সেই সাথে বিভিন্ন বিভাগের কাউন্সিল আসনে বামপন্থী প্যানেলের বিপুল জয় হয়েছে।

একইসঙ্গে পন্ডিচেরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদ নির্বাচনেও বাম ছাত্র জোটের প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হয়েছেন।

জেএনইউ এবং পিইউ এর ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হতেই বাম ছাত্র কর্মীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ, উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে।সন্ধ্যায় উৎসাহিত বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআই এর কর্মীরা মিছিল বের করেছেন। মিছিলটি ছাত্র-যুব ভবন থেকে শুরু হয়ে পোস্ট অফিস চৌমুহনী, প্যারাডাইস থেকে মেলারমাঠ, বটতলা হয়ে আবার ছাত্র-যুব ভবনে এসে শেষ হয়।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এসএফআই রাজ্য কমিটির সম্পাদক সৃজন দেব বলেন জেএনইউ তে বাম ছাত্রদের এই বিশাল জয় সারা দেশে বিজেপি আরএসএস এর ঘৃণার রাজনীতির বিরুদ্ধে এক মোক্ষম জবাব। শিক্ষিত ছাত্র সমাজ আরএসএস বিজেপির বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে তা আবার প্রমাণিত হল জেএনইউ এবং পন্ডিচেরি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ফলাফলে। তিনি আরও বলেন যেখানেই সুস্থ ছাত্র সংসদের ভোট হচ্ছে সেখানেই এবিভিপি হারছে এবং আগামীদিনেও হারবে। সৃজন দেব দাবি করেছেন ত্রিপুরায়ও দ্রুত ছাত্র সংসদ নির্বাচন করার জন্য। ছাত্রদের গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বিগত সাড়ে সাত বছর ধরে বঞ্চিত করে আসছে বিজেপি। ছাত্র সংসদ গুলো অনৈতিক ভাবে দখল করে এবিভিপি কলেজ গুলোতে নৈরাজ্যে কায়েম করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এর বিরুদ্ধে এসএফআই আগামীদিনে আরও দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ করে ধারাবাহিক আন্দোলন চালিয়ে যাবে। তিনি জেএনইউ এবং পন্ডিচেরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

আজকের এই মিছিলে সৃজন দেব ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এসএফআই রাজ্য সভাপতি প্রীতম শীল সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য দেবাঞ্জন দাস, প্রশান্ত লস্কর, সারঙ আচার্য্য সহ অন্যান্যরা।

অনুর্দ্ধ ১৪ এবং ১৭ বছরের ছেলেমেয়েদের রাজ্যভিত্তিক ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ নভেম্বর: যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে আজ ১৪ বছর এবং ১৭ বছর অনুর্দ ছেলে ও মেয়েদের তিনদিন ব্যপী রাজ্যভিত্তিক ব্যাডমিন্টন স্কুল স্পোর্টস মিট বিলোনীয়া বিকেআই ইন্ডোর হলে শুরু হয়েছে। এই স্পোর্টস মিটের উদ্বোধন করেন সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার খেলাধুলার মান উন্নয়নে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি খেলোয়াড়দের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন নতুন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। তিনি এই স্পোর্টস মিটের মাধ্যমে খেলোয়াড়দের প্রতিভা মেলে ধরার জন্য আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত বলেন, সুস্থ সমাজ গঠনে খেলাধুলার গুরুত্ব রয়েছে। খেলোয়াড়দের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদানে বর্তমান সরকার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে রাজ্য এবং জাতীয়স্তরে খেলার সুযোগ পাওয়া খেলোয়াড়দের জিলা পরিষদের পক্ষ থেকেও বিশেষ প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সদস্য দীপায়ন চৌধুরী, ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যুগ্ম সচিব শুভনজিৎ সিনহা। এছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক স্বপ্না মজুমদার, ঋষ্যমুখ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শম্ভুনাথ কর, বিলোনিয়া পুর পরিষদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি অনুপম চক্রবর্তী, বিশিষ্ট সমাজসেবী সায়ন্তন দত্ত, ক্রীড়া দপ্তরের মহকুমাস্তরের আধিকারিকগণ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন, জেলা ক্রীড়া আধিকারিক ঋতেশ শীল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ। রাজ্যভিত্তিক ব্যাডমিন্টন স্কুল স্পোর্টস মিটে রাজ্যের ৮টি জেলা থেকে ১২৪ জন খেলোয়ার সহ তাঁদের শারীর শিক্ষক ও কোচরা অংশগ্রহণ করে। এই স্পোর্টস মিট চলবে আগামী ৮ নভেম্বর পর্যন্ত।

সেনাপ্রধানকে নিয়ে ভুয়ো খবরে সতর্ক করল বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

লতিফুর রহমান, ঢাকা, ৭ নভেম্বর: সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানকে ঘিরে সামাজিক মাধ্যমে ভুয়ো খবর ও অপপ্রচার থেকে সতর্ক থাকতে নাগরিকদের আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।

শুক্রবার (৭ নভেম্বর) সেনাবাহিনীর অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়, "সামাজিক মাধ্যমে সেনাপ্রধানকে নিয়ে নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কিছু 'মনগড়া দাবি ও গুজব' ছড়ানো হচ্ছে।" বিবৃতির সঙ্গে ছয়টি ভুয়ো পোস্টের স্ক্রিনশট যুক্ত করে সেনাবাহিনী জানিয়েছে, এ ধরনের প্রচারণা 'কুচক্রী মহলের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র'।

পোস্টে আরও বলা হয়েছে, "জনসাধারণকে অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তারা অসত্য ও ভিত্তিহীন তথ্য দ্বারা বিভ্রান্ত না হন।" সেনাবাহিনী স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, এর আগেও ১৯ জুন একই বিষয়ে একটি সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছিল।

PNIT NO: e-PT-40/W/EE/ RDAD/2025-26 Dt. 07/11/2025

The Executive Engineer, R D Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites percentage rate e- tender (two bid) in Tripura PWD Form No.7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 15/ 11/2025 for 02 (two) nos work. For details, visit website https:/ /tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/2881/25

RD Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala

PNIT NO: -27 /EE/RD/SNMD/ 2025-26, Dt. 06/11/2025

The Executive Engineer, RD Sonamura (Dhanpur) Division, R D Department, Sepahijala District, Tripura invites percentage rate e-tender (single stage two bid) in Tripura PWD Form No. 7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 12/11/2025 for 1 (One) no. Procurement amounting to Rs 50,00,000.00 approx. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in, Queries related to this PNIT may be sent to the email: eerdsonamura@rediffmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/2875/25

Executive Engineer
RD Sonamura (Dhanpur)
Division

NOTIFICATION

This is to inform all concerned that, in continuation to the earlier Notification of this office vide No.5-5(A)/SCW/PLG/PMS VI-VIII/2025-26/6954-87 dated 01/09/2025, the timelines for submission/re-verification of applcations under the scheme 'Pre-Matric Scholarship to SC students for class VI-VIII' in Beneficiary Management Ecosystem (BMS) Portal (https://bms.tripura.gov.in) is hereby extended further (4th time). Details of extended timeline are as under:-

Submission/re-submission of application by INO	**Upto 30th November, 2025**
Verification/re-verification of application by DNO	**upto 15th December, 2025**
Approval of verified application by SNO	**upto 31st December, 2025**

2. All other stipulated of the original notification shall remain unchanged.
3. This notification should be brought to the notice of the SC students by all the Head of the Schools/Institutions/Principals and by the concrned District Level and Sub-Divisional Level Welfare Officers & District Education Officers as well as Inspector of Schools. Further, it is hereby brought to the knowledge of all the DNOS and INOS that there will be no further extension of date in this context for the year 2025-26.
4. For more details all concerned may visit the website URL https://scw.tripura.gov.in of the Department for Welfare of Sch. Castes, Gurkhabasti, P.N. Complex, Agartala (Tel: 232- 3363).
ICA/ D/1300/25

Director, SC Welfare

খোয়াই সফরে রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ নভেম্বর: রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু আজ খোয়াই সফর করেন। সকালে খোয়াই গিয়ে পৌঁছলে তাঁকে স্বাগত জানান খোয়াই জেলার জেলাশাসক রজত পন্থ, পুলিশ সুপার রণদিত্য দাস প্রমুখ। রাজ্যপালকে পুলিশের পক্ষ থেকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়।

তিনি জেলার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া পরিদর্শন করেন। সেই সময় সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ''র বিভিন্ন কাজ সম্পর্কে রাজ্যপালকে বিএসএফ''র ১০৪ ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডেন্ট অবহিত করেন। ধলাই, ঊনকোটি এবং উত্তর জেলা সফর শেষ করার পর তিনি আজ খোয়াই জেলা পরিদর্শন করেন। এর পর রাজ্যপাল আগরতলা ফিরে আসেন।

মৌসুমের শীতলতম রাতের সাক্ষী শ্রীনগর, তাপমাত্রা নেমেছে ০.২ ডিগ্রিতে

শ্রীনগর, ৭ নভেম্বর: জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগর শহর শুক্রবার মরসুমের সবচেয়ে ঠান্ডা রাতের সাক্ষী হলো। গতরাতে ন্যূনতম তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে মাত্র ০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। অন্যদিকে গুলমার্গ ও পাহেলগাঁও-তে পারদ নেমে গেছে হিমাঙ্কের নিচে।

আবহাওয়া অধিদফতরের কর্মকর্তারা জানান, গুলমার্গে আজ ন্যূনতম তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ২.৬ ডিগ্রি এবং পাহেলগাঁওতে মাইনাস ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সম্প্রতি উপত্যকার পার্বত্য অঞ্চলে তুষারপাত হওয়ায় এবং আগামী দশ দিন রাতের আকাশ পরিষ্কার থাকার পূর্বাভাসে, শীতের তীব্রতা আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

শীত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উপত্যকায় মানুষেরা এখন আশ্রয় নিচ্ছেন ঐতিহ্যবাহী কাশ্মিরি পোশাকে। স্থানীয়রা গরম পোশাক 'ফেরান' এবং উলের জামা পরে ঠান্ডা এড়ানোর চেষ্টা করছেন। পাশাপাশি, কাশ্মিরের ঐতিহ্যবাহী আগুনভরা মাটির হাঁড়ি কাংরি-র ব্যবহারও বেড়ে গেছে।

দিনের বেলা সূর্য্যের হালকা রোদে কিছুটা স্বস্তি মিললেও, পাহাড়ঘেরা উপত্যকায় ঠান্ডা হাওয়া বইছে অবিরত, ফলে সূর্য্যের তাপও তেমনভাবে গরম পৌঁছে দিতে পারছে না।

দিল্লিতে নারীসহ দুই মাদক পাচারকারী ধৃত, মিজোরাম পুলিশের বড় সাফল্য

নয়াদিল্লি/আইজল, ৭ নভেম্বর : ভারত—মিয়ানমার সংযোগযুক্ত একটি আন্তর্জাতিক মাদক পাচার চক্রের মূলহোতা হিসেবে সন্দেহভাজন এক নারীকে দিল্লি থেকে গ্রেপ্তার করেছে মিজোরাম পুলিশ। শুক্রবার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই অভিযানে দিল্লি পুলিশেরও সহায়তা ছিল।

একজন উর্ধতন পুলিশ কর্মকর্তা জানান, পৃথক এক অভিযানে মিজোরামের সাইতুয়াল থানায় দায়ের হওয়া একটি মামলার সূত্রে দিল্লির চাণক্য প্লেস এলাকা থেকে জোসেফ লিয়ানথাংপুইয়া (৪২) নামে এক পাচারকারীকে বুধবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওই মামলা মিজোরামের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ হেরোইন উদ্ধার সংক্রান্ত যেখানে গত ২৩ আগস্ট একটি গাড়ি থেকে ১৫ কেজি হেরোইন জব্দ করা হয়েছিল। কর্মকর্তা জানান, লিয়ানথাংপুইয়াকে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মিজোরামে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এছাড়া, মিজোরামের চাম্পাই জেলার জোখাওথার থানার পুলিশ দল, দিল্লি পুলিশ ও স্পেশাল ব্যুরোর সহায়তায় লালছুয়ানথাঙ্গি (৫০) নামে এক নারীকে দিল্লি থেকে গ্রেপ্তার করে।

তিনি জানান, ওই নারী এনডিপিএস আইন, ১৯৮৫ এবং ফরেনার্স অ্যাক্টের অধীনে জোখাওথার থানায় দায়ের হওয়া মামলার মূল সংযোগকারী। তাঁকে ভারত—মিয়ানমার সীমান্তে সক্রিয় একটি আন্তঃদেশীয় মাদক পাচার চক্রের মূল হোতা হিসেবে সন্দেহ করা হচ্ছে। এই মামলায় গত ১০ জুলাই চাম্পাই জেলার সীমান্তবর্তী কুদামসেন কাই এলাকায় ৭.৪২২ কেজি ইটের মতো আকৃতির হেরোইন উদ্ধার করা হয়েছিল। পুলিশ জানিয়েছে, এই মামলায় ইতিমধ্যেই পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্তে জানা গেছে, লালছুয়ানথাঙ্গি পূর্বে থাইল্যান্ডে মাদক মামলায় ২০১৪ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত কারাবন্দি ছিলেন। এছাড়া ২০২৩ সালে কেরালায় এক অর্থ কেলেঙ্কারি মামলায় জামিনে মুক্ত ছিলেন।

কর্মকর্তারা জানান, তিনি মিজোরামের আইজল জেলার খাটলা সাউথ এলাকার বাসিন্দা হলেও দীর্ঘদিন ধরে দিল্লিতে বসবাস করছিলেন। বহু মাসের নজরদারি ও তথ্য সংগ্রহের পর পুলিশ অবশেষে তাঁর অবস্থান শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। দিল্লির দ্বারকা আদালত থেকে ট্রানজিট রিমান্ডের অনুমতি নিয়ে তাঁকে মিজোরামে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

উল্লেখ্য, মিজোরামের ১১টির মধ্যে অন্তত ৬টি জেলা চাম্পাই, সিয়াহা, লওংতলাই, হনাথিয়াল, সাইতুয়াল ও সারচিপ মিয়ানমারের সঙ্গে ৫১০ কিলোমিটার দীর্ঘ অনাবৃত সীমান্ত ভাগ করে নিয়েছে। এই সীমান্তই মূলত হেরোইন ও মেথামফেটামিনসহ বিভিন্ন মাদকের পাচার রুট হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

এটিসি ত্রুটিতে বিপর্যস্ত দিল্লি বিমানবন্দর, ১০০টিরও বেশি ফ্লাইট ক্ষতিগ্রস্ত

নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর: দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে শুক্রবার বড় ধরনের প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে বিমান চলাচলে ব্যাপক বিঘ্ন ঘটে। এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল সিস্টেমে গোলযোগের ফলে বিভিন্ন সংস্থার ১০০টিরও বেশি ফ্লাইট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।

দিল্লি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এক্স-এ একটি যাত্রী পরামর্শ জারি করে জানিয়েছে, এটিসি সিস্টেমে প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে আইজিআইএ-তে বিমান চলাচলে বিলম্ব হচ্ছে। ডায়াল ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির সঙ্গে একযোগে দ্রুত সমস্যার সমাধানে কাজ চলছে। যাত্রীদের নিজ নিজ এয়ারলাইনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। অসুবিধার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।এই ত্রুটির কারণে বিমানবন্দরে অপেক্ষার সময় বেড়ে যায়; অনেক যাত্রীকে দীর্ঘক্ষণ টার্মিনালে এবং বিমানের ভিতর অপেক্ষা করতে হয়েছে।

এয়ার ইন্ডিয়া তাদের এক্স পোস্টে জানিয়েছে, "দিল্লির এটিসি সিস্টেমে প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে সব এয়ারলাইনের ফ্লাইটে বিলম্ব হচ্ছে। এটি আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি। আমাদের কেবিন ক্রু ও গ্রাউন্ড স্টাফ যাত্রীদের সর্বোচ্চ সহায়তা করার চেষ্টা করছে। অনুগ্রহ করে বিমানবন্দরে যাওয়ার আগে আপনার ফ্লাইটের স্ট্যাটাস ওয়েবসাইটে দেখে নিন।

একজন যাত্রী আইএএনএস-কে জানান, বিমানে থাকা অবস্থায় ক্রু সদস্যরা যাত্রীদের ধৈর্য্য ধরতে অনুরোধ করেছেন, কারণ সমস্যাটি সমাধানের চেষ্টা চলছে।

ইন্ডিগোও এক্স-এ একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, দিল্লি বিমানবন্দরে এটিসি সিস্টেমে প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে বর্তমানে বিমান চলাচলে বিলম্ব হচ্ছে। এর ফলে দিল্লি ছাড়াও উত্তর ভারতের বেশ কয়েকটি অঞ্চলের ফ্লাইট প্রভাবিত হয়েছে। আমরা যাত্রীদের ধৈর্য্যের প্রশংসা করছি এবং নিশ্চিত করছি যে আমাদের ক্রু ও গ্রাউন্ড টিম সর্বাত্মক সহায়তা দিচ্ছে।

উল্লেখ্য, চলতি সপ্তাহের শুরুতেও তৃতীয় পক্ষের সংযোগজনিত সমস্যার কারণে কয়েকটি এয়ারলাইনের চেক-ইন প্রক্রিয়ায় সামান্য বিঘ্ন ঘটেছিল। যদিও সেই সমস্যা বুধবারের মধ্যেই মিটে গিয়েছিল, তবে আজকের এটিসি সিস্টেমে ত্রুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ও অধিক প্রভাব বিস্তার করেছে। যাত্রীদের ফ্লাইটের সর্বশেষ আপডেট মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে এবং নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পরামর্শ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। বিমান চলাচল দ্রুত স্বাভাবিক করতে ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট দফতরগুলি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নে স্বচ্ছতার অভাব: আইআরআই রিপোর্ট

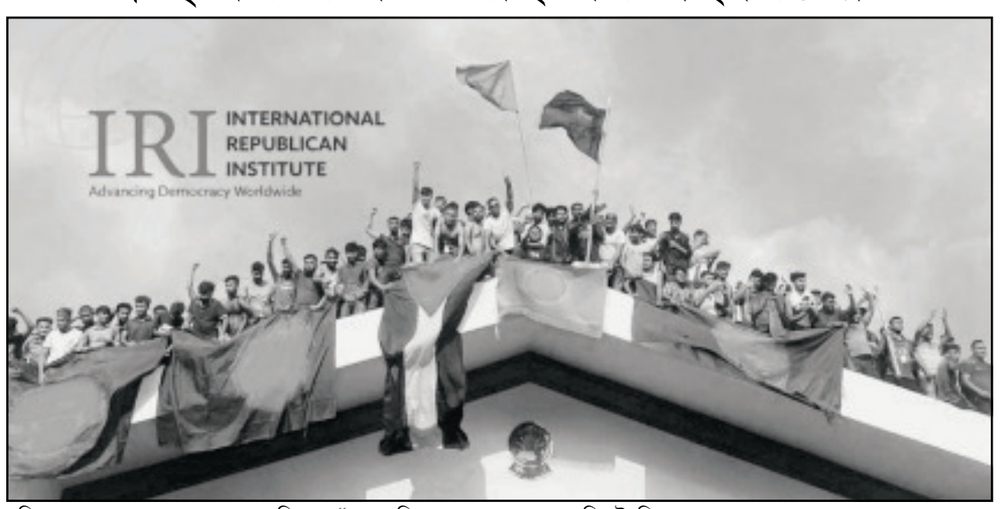

লতিফুর রহমান, ঢাকা, ৭ নভেম্বর: বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন ও নির্বাচন প্রক্রিয়ায় 'স্বচ্ছতার ঘাটতি' এবং 'ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থের প্রভাব' লক্ষ্য করা যাচ্ছে এমনই দাবি করেছে আমেরিকা-ভিত্তিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট তথা আইআরআই। অক্টোবরের ২০ থেকে ২৪ তারিখ পর্যন্ত একটি মূল্যায়ন মিশন চালানোর পর শুক্রবার সংস্থাটি জানিয়েছে, "দেশের কিছু এলাকায় রাজনৈতিক দলগুলির স্বাধীনভাবে প্রচার চালাতে না পারা, দুর্বল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ফল। এতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিসর সংকুচিত হয়েছে।"

আইআরআই-র প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, নির্বাচন থেকে আওয়ামী লীগকে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত 'প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন' তুলেছে এবং এর ফলে ভোটের দিন সহিংসতার আশঙ্কা বাড়ছে। তবে রিপোর্টে নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রমে কিছু উন্নতি হয়েছে বলে প্রশংসাও করা হয়েছে। যদিও সংস্থার দাবি, "বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এখনও ঘাটতি রয়ে গিয়েছে।" রিপোর্টে উল্লেখ, রিপ্রেজেন্টেশন অব দ্য পিপল অর্ডার তথা আরপিও এখনো কার্যকর হয়নি এবং প্রচারণার অর্থব্যয়ের নিয়ন্ত্রণেও শিথিলতা রয়েছে।

আইআরআই সতর্ক করে বলেছে, দলীয় অর্থায়ন ও প্রার্থী বাছাইয়ে স্বচ্ছতা বাড়ানো না গেলে 'কালো টাকার' প্রভাব রাজনীতিকে বিকৃত করে যাবে।

প্রতিবেদনটি আরও বলেছে, তরুণদের অংশগ্রহণ বাংলাদেশের রাজনীতিতে আশার সঞ্চার করছে, কিন্তু চরমপন্থী মতাদর্শের উত্থান দেশের ধর্মনিরপেক্ষ ভিত্তিকে বিপন্ন করতে পারে।

শেষে সংস্থাটি মন্তব্য করে, "জুলাই জাতীয় সনদ বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক পুনর্জাগরণের নীলনকশা হতে পারে, তবে তার বাস্তবায়ন নির্ভর করছে আগামী সংসদের সদিচ্ছার উপর।"

কাজের সন্ধান

অনলাইনে ১,১০৪ জন এপ্রেন্টিস পরীক্ষা ছাড়াই রেল দপ্তরে নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় রেলে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে। শূন্যপদের সংখ্যা এই মুহূর্তে প্রায় ১২,০০০টি হলেও নর্থ-ইস্টার্ণ রেল বা উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে ১,১০৪টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, অধিক নম্বর এবং আইটিআই পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ নভেম্বর। বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর জন্য পরে ডাকা হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত প্রার্থীরা নর্থ-ইস্টার্ণ রেল বা উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে গোরখপুর, ইজ্জতনগর, লক্ষ্মৌ, গন্ডা, বারানসী ডিভিশনের যে-কোনও একটির উদ্দেশ্যে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। অন্য রেলওয়ের জন্যও অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারেন ১৫ নভেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ১৫ নভেম্বর। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশাগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। রেলওয়ের জোন অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

ভারতীয় রেলে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রেলে সারা দেশ জুড়ে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে প্রায় ১২,০০০ জনকে বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে বিশেষ করে নর্থ-ইস্টার্ণ রেল বা উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১৬-১০-২০২৫-এর হিসেবে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন 'ইন্ডিয়ান রেলওয়ে'র ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর -এনইআর/ আরআরসি/ এক্ট এপ্রেন্টিস/ ২০২৬-২৭। তারিখ ১৫ অক্টোবর, ২০২৫। ডিভিশন ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — গোরখপুরে মেকানিকেল ওয়ার্কশপে মোট আসন ৩৯০টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১৫৭টি। এছাড়া, ইডব্লিওএস-এর ৪০টি, এসসি'র ৫৭টি, এসটি'র ৩০টি, ওবিসি'র ১০৬টি পদ সংরক্ষিত। পাশাপাশি এক্স-সার্ভিসম্যানের জন্য ১৪টি, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য ১৬টি পদ সংরক্ষিত। গোরখপুর ক্যান্টনমেন্টে সিগন্যাল ওয়ার্কশপে মোট আসন ৬৩টির মধ্যে অসংরক্ষিত ২৭টি। এছাড়া, ইডব্লিওএস-এর ৬টি, এসসি'র ৯টি, এসটি'র ৪টি, ওবিসি'র ১৭টি পদ সংরক্ষিত। পাশাপাশি এক্স-সার্ভিসম্যানের জন্য ১টি, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য ৩টি পদ সংরক্ষিত। গোরখপুর ক্যান্টনমেন্টে ব্রিজ ওয়ার্কশপে মোট আসন ৩৫টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১৬টি। এছাড়া, ইডব্লিওএস-এর ৩টি, এসসি'র ৫টি, এসটি'র ৩টি, ওবিসি'র ৮টি পদ সংরক্ষিত। পাশাপাশি এক্স-সার্ভিসম্যানের জন্য ১টি, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত। ইজ্জতনগর মেকানিকেল ওয়ার্কশপে মোট আসন ১৪২টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৫৭টি। এছাড়া, ইডব্লিওএস-এর ১৪টি, এসসি'র ২৩টি, এসটি'র ১০টি, ওবিসি'র ৩৮টি পদ সংরক্ষিত। পাশাপাশি এক্স-সার্ভিসম্যানের জন্য ৫টি, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য ৬টি পদ সংরক্ষিত। ইজ্জতনগর ডিজেল শেড-এ মোট আসন ৬০টির মধ্যে অসংরক্ষিত ২৪টি। এছাড়া, ইডব্লিওএস-এর ৬টি, এসসি'র ১০টি, এসটি'র ৪টি, ওবিসি'র ১৬টি পদ সংরক্ষিত। পাশাপাশি এক্স-সার্ভিসম্যানের জন্য ২টি, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য ২টি পদ সংরক্ষিত। ইজ্জতনগর ওয়াগনে মোট আসন ৬৪টির মধ্যে অসংরক্ষিত ২৬টি। এছাড়া, ইডব্লিওএস-এর ৬টি, এসসি'র ১০টি, এসটি'র ৫টি, ওবিসি'র ১৭টি পদ সংরক্ষিত। পাশাপাশি এক্স-সার্ভিসম্যানের জন্য ২টি, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য ৩টি পদ সংরক্ষিত। লক্ষ্মৌ জাংশান ক্যারেজ এন্ড ওয়াগনে মোট আসন ১৪৯টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৫৯টি। এছাড়া, ইডব্লিওএস-এর ১৬টি, এসসি'র ২৩টি, এসটি'র ১০টি, ওবিসি'র ৪১টি পদ সংরক্ষিত। পাশাপাশি এক্স-সার্ভিসম্যানের জন্য ৪টি, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য ৬টি পদ সংরক্ষিত। গন্ডা ডিজেল শেড-এ মোট আসন ৮৮টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৩৭টি। এছাড়া, ইডব্লিওএস-এর ৮টি, এসসি'র ১৩টি, এসটি'র ৭টি, ওবিসি'র ২৩টি পদ সংরক্ষিত। পাশাপাশি এক্স-সার্ভিসম্যানের জন্য ৩টি, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য ৪টি পদ সংরক্ষিত। বারানসী ক্যারেজ এন্ড ওয়াগনে মোট আসন ৭৩টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৩৩টি। এছাড়া, ইডব্লিওএস-এর ৭টি, এসসি'র ১০টি, এসটি'র ৫টি, ওবিসি'র ১৮টি পদ সংরক্ষিত। পাশাপাশি এক্স-সার্ভিসম্যানের জন্য ২টি, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য ৩টি পদ সংরক্ষিত। বারানসী টি.আর.ডি-তে মোট আসন ৪০টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১৬টি। এছাড়া, ইডব্লিওএস-এর ৪টি, এসসি'র ৫টি, এসটি'র ৩টি, ওবিসি'র ১২টি পদ সংরক্ষিত। পাশাপাশি এক্স-সার্ভিসম্যানের জন্য ১টি, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত। অন্যান্য ডিভিশন, ওয়ার্কশপ, ক্লাস্টারের ট্রেড ও ক্যাটেগরী অনুযায়ী আসন সংখ্যার আরও বিস্তারিত বিভাজন জানতে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে দেখে নিতে হবে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * রেল মন্ত্রকের অধীনে **স্পোর্টস পার্সন** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ নভেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে। * কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। * কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রকে অর্থাৎ রাইটস-এ **টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক, বিএসসি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। * আর্মিতে **অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ সাড়ে ১৬ থেকে সাড়ে ১৯ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * ইসরো-তে **টেকনেশিয়ান, ড্রাফ্টসম্যান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ নভেম্বর, লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * আর্মিতে **লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক, এমটিএস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), ডাকযোগে দরখাস্ত পৌছানোর শেষ তারিখ ১৪ নভেম্বর, লিখিত পরীক্ষা ও স্কিল টেস্টের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকে **হসপিটালিটি মনিটর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিবিএ, বিএসসি, এমবিএ পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ নভেম্বর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১,১০৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ নভেম্বর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * আই.বি দপ্তরে **অ্যাসিস্ট্যান্ট সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৫৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ নভেম্বর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের 'জি.এ.টি.ই' বা 'গেইট' স্কোরের ভিত্তিতে সরাসরি ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২১-৪১ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ নভেম্বর, পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় **স্পেশালিস্ট অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২৫-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র সারা দেশে বিভিন্ন শহরে, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * নিপকো-তে **এক্সিকিউটিভ ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ নভেম্বর, লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকে **ট্রাফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট, স্টেশন মাস্টার** ইত্যাদি নন-টেকনিক্যাল পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৮১০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ নভেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশের বিভিন্ন শহরে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **স্পোর্টস পার্সন (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৪৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ নভেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট (রাইটস্),**
শূন্যপদ ঃ ৬০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক, বিএসসি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ নভেম্বর,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অফিসার (আর্মি),**
শূন্যপদ ঃ ৯০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ সাড়ে ১৬ থেকে সাড়ে ১৯ বছর,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ নভেম্বর,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **টেকনেশিয়ান, ড্রাফ্টসম্যান (ইসরো),**
শূন্যপদ ঃ ১৪১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ নভেম্বর,
লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক, এমটিএস (আর্মি),**
শূন্যপদ ঃ ৬৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
ডাকযোগে দরখাস্ত পৌছানোর শেষ তারিখ ১৪ নভেম্বর,
লিখিত পরীক্ষা ও স্কিল টেস্টের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **হসপিটালিটি মনিটর (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৪৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিবিএ, বিএসসি, এমবিএ পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ নভেম্বর,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১,১০৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ নভেম্বর,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স অফিসার (আই.বি),**
শূন্যপদ ঃ ২৫৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ নভেম্বর,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের 'জি.এ.টি.ই' বা 'গেইট' স্কোরের ভিত্তিতে সরাসরি ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজার (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৭০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২১-৪১ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ নভেম্বর,
পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট অফিসার (স্টেট ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ১০৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২৫-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ নভেম্বর,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র সারা দেশে বিভিন্ন শহরে, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এক্সিকিউটিভ ট্রেনি (নিপকো),**
শূন্যপদ ঃ ৩০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ নভেম্বর,
লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ট্রাফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট, স্টেশন মাস্টার (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৫৮১০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ নভেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশের বিভিন্ন শহরে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

অনলাইনে দরখাস্তের মাধ্যমে স্টেট ব্যাঙ্কে স্পেশালিস্ট অফিসার

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। এসবিআই বা স্টেট ব্যাঙ্কে স্পেশালিস্ট ক্যাডার অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২৫-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ নভেম্বর, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র সারা দেশে বিভিন্ন শহরে, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে স্পেশালিস্ট ক্যাডার অফিসার ইত্যাদিপদে ১০৩ জন নিয়োগ হচ্ছে এসবিআই বা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায়। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় স্পেশালিস্ট অফিসার পদে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১৭-১১-২০২৫-এর হিসেবে ২৫ থেকে ৪৫-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমা ভিন্নতর। এছাড়া, বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁরা বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে কিছু সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ১০৩-এর মধ্যে এসসি'র জন্য ১৪টি, এসটি'র জন্য ৬টি, ওবিসি'র জন্য ২৫টি এবং ই.ডব্লিও.এস-এর জন্য ৭টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ৫১টি পদ জেনারেল বা সাধারন প্রার্থীদের জন্য। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে ১২টি পদ। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক। বিই/ বিটেক/ এমসিএ/ এমটেক পাশদেরও রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। কম্পিউটারে বিশেষ দক্ষতার পাশাপাশি এবং ফিনান্স সেক্টরে নির্দিষ্ট সময় ধরে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। আগ্রহী প্রার্থীরা অবশ্যই আবেদন করার আগে বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে যোগ্যতার মাপকাঠি মিলিয়ে আবেদন করবেন। প্রার্থীবাছাই হবে সরাসরি সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। কিছু কিছু পদের ক্ষেত্রে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা নেওয়া হবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলায় রাখা হয়েছে। পরীক্ষা বা সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। তবে উপযুক্ত বা শর্ট লিস্টেড প্রার্থীরাই ডাক পাবেন ইন্টারভিউর জন্য। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ১৭ নভেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ এসবিআই-এর ক্ষেত্রে ১৭ নভেম্বর। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন। নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের সমস্ত সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন পদ্ধতিতে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ/ টেলিগ্রাম ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ/ টেলিগ্রাম নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ/ টেলিগ্রাম নম্বরে। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং সিআরপিডি/ এসসিও/ ২০২৫-২৬/১৫।

অনলাইনে আবেদনের মাধ্যমে রাইটস্-এ ৬০০ অ্যাসিস্ট্যান্ট

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ভারতীয় রেলে এনটিপিসি অর্থাৎ চীফ কমার্শিয়াল, টিকিট সুপারভাইজর, স্টেশন মাস্টার, গুডস্ ট্রেন ম্যানেজার, একাউন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট, ক্লার্ক ইত্যাদিপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৮১০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ নভেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশের বিভিন্ন শহরে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে এনটিপিসি অর্থাৎ চীফ কমার্শিয়াল, টিকিট সুপারভাইজর, স্টেশন মাস্টার, গুডস্ ট্রেন ম্যানেজার, একাউন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট, ক্লার্ক ইত্যাদি বিভিন্ন পদে ৫,৮১০ জন নিয়োগ হচ্ছে ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে। ভারতীয় রেলে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১-১-২০২৬-এর হিসেবে ১৮ থেকে ৩৩-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁরা বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড়পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতেপারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ৫,৮১০টি'র মধ্যে এসসি'র জন্য ৯২২টি, এসটি'র জন্য ৪৫৭টি, ওবিসি'র জন্য ১,৫০৮টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৬০২টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ২,৩২১টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে ১১৪টি পদ। এছাড়া, প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য রয়েছে ৫৮০টিপদ। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন বিশেষ করে আরআরবি অনুযায়ী শূন্যপদের কোটা দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। শূন্যপদগুলো হলো — ক্রমিক নং (১) ঃপদের নাম ঃ চীফ কমার্শিয়াল -কাম- টিকিট সুপারভাইজর ঃ ৭ম সেন্ট্রাল পে কমিশন অনুযায়ী লেভেল - ৬, প্রাথমিক মূল মাইনে স্কেল ৩৫,৪০০ টাকা প্রতিমাসে। মেডিক্যাল স্ট্যান্ডার্ট বি-২, শূন্যপদ ১,৭৩৬টি। ক্রমিক নং (২) ঃপদের নাম ঃ স্টেশন মাস্টার ঃ ৭ম সেন্ট্রাল পে কমিশন অনুযায়ী লেভেল - ৬, প্রাথমিক মূল মাইনে স্কেল ৩৫,৪০০ টাকা প্রতি মাসে। মেডিক্যাল স্ট্যান্ডার্টএ-২, শূন্যপদ ৯৯৪টি। ক্রমিক নং (৩) ঃপদের নাম ঃ গুডস ট্রেন ম্যানেজার ঃ ৭ম সেন্ট্রাল পে কমিশন অনুযায়ী লেভেল - ৫, প্রাথমিক মূল মাইনে স্কেল ২৯,২০০ টাকা প্রতি মাসে। মেডিক্যাল স্ট্যান্ডার্টএ-২, শূন্যপদ ৩,১৪৪টি। ক্রমিক নং (৪) ঃ পদের নাম ঃ জুনিয়র একাউন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম টাইপিস্ট ঃ ৭ম সেন্ট্রাল পে কমিশন অনুযায়ী লেভেল - ৫, প্রাথমিক মূল মাইনে স্কেল ২৯,২০০ টাকা প্রতি মাসে। মেডিক্যাল স্ট্যান্ডার্টসি-২, শূন্যপদ ১,৫০৭টি। ক্রমিক নং (৫) ঃ পদের নাম ঃ সিনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট ঃ ৭ম সেন্ট্রাল পে কমিশন অনুযায়ী লেভেল - ৫, প্রাথমিক মূল মাইনে স্কেল ২৯,২০০ টাকা প্রতি মাসে। মেডিক্যাল স্ট্যান্ডার্টসি-২, শূন্যপদ ৭৩২টি। প্রতি ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক পাশ হতে হবে অর্থাৎ বিএ, বিকম, বিএসসি, বিই, বিটেক, বিবিএ, বিসিএ, ... যে-কোনও বিষয়ে স্নাতক বা গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ হতে হবে। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। প্রতি ক্ষেত্রে বয়স ১-১-২০২৬-এর হিসেবে ১৮-৩৩ বছর, সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী শিথিলযোগ্য। এসসি/এসটিদের জন্য ৩৮ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩৬ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মী, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীরা যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ২০ নভেম্বরের মধ্যে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ১৫-৪০ কেবির মধ্যে, সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজেরপ্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস এবং সিগনেচার। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। পরবর্তী সময়ে সংশোধনের সুযোগও পাবেন। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ডপদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতেপারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনারনাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং সিইএন নং - ০৬/ ২০২৫। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকেপাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে। প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, ৯০ মিনিট সময়ের মধ্যে ১২০টি এমসিকিউপ্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। পূর্ণমান ১২০। সফল হলে সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর জন্য ডাকা হবে। কম্পিউটার ভিত্তিকপরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে ইন্টারভিউর ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না।

ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই বাংলাদেশে ভোট, শরিকদের ৪০ আসন ছাড়বে বিএনপি

লতিফুর রহমান, ঢাকা, ৭ নভেম্বর: আসছে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশের বহু প্রতীক্ষিত জাতীয় নির্বাচন শুক্রবার এমনটাই জানালেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

নেত্রকোনা জেলা সার্কিট হাউসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "আগের সরকারের কিছু সুবিধাভোগী এখন নির্বাচনের বিষয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। ওঁরা আসলে পতিত ফ্যাসিস্ট সরকারের 'পেইড এজেন্ট'। কাজেই ওঁদের কথায় বিভ্রান্ত হওয়ার কিছু নেই।" প্রেস সচিব আরও বলেন, "সংবাদমাধ্যম রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে সরকারের কাজকর্মের সঠিক ও ইতিবাচক দিকগুলি জনগণের সামনে তুলে ধরার দায়িত্ব পালন করবে আমরা সে ব্যাপারে আশাবাদী।"

অন্তর্বর্তী সরকারের এই ঘোষণা কার্যত নিশ্চিত করে দিল যে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই বাংলাদেশের ভোটযুদ্ধ শুরু হচ্ছে। অন্যদিকে, নির্বাচনের আগে আসন সমঝোতায় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। সূত্রের খবর, শরিকদের জন্য ৪০টি আসন ছাড়বে বিএনপি। এর মধ্যে ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি (এনসিপি) পেতে পারে পাঁচটি আসন।

৩০০ আসনের সংসদে বিএনপি ৬৩টি আসন আপাতত 'ওপেন' রেখেছে, যেখানে শরিকদের সঙ্গে টানাপড়েন চলছে।

প্রকাশ্যে অনেক দল বেশি আসনের দাবি তুললেও, পর্দার আড়ালে বেশ কয়েকটি ছোট শরিক মাত্র এক বা দুইটি আসন নিয়েই সমঝোতায় রাজি হতে চাইছে।

বিএনপি নেতারা বলছেন, ক্ষমতায় এলে জাতীয় সরকার গঠনের আগে যারা রাজপথে একসঙ্গে আন্দোলন করেছে, তাদের যথাযথ মূল্যায়ন করা হবে। তবে একই সঙ্গে দলের ভেতরে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে লড়ার প্রবণতা ক্রমেই উদ্বেগ বাড়াচ্ছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে। এদিকে গাজিপুর-৩ আসন থেকে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়তে চাওয়া এনামুল হক মোল্লাহকে অস্ত্র-সহ আটক করেছে যৌথ বাহিনী। বুধবার রাত আড়াইটে থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত শ্রীপুর উপজেলার বরকুল গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়। তাঁর ছয় সহযোগীকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি বরমী ইউনিয়ন ছাত্রদলের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক এবং সৌদি আরবের মক্কা মিছফালাহ শাখা বিএনপির সভাপতি ছিলেন। বিএনপির মনোনয়ন না পেয়ে সম্প্রতি তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণের ঘোষণা করেন। স্থানীয় সূত্র জানাচ্ছে, একাধিক মামলার কারণে ২০১৭ সালে এনামুল নাম পরিবর্তন করে সৌদি আরবে পাড়ি জমান।

শুক্রবার আগরতলা প্রেসক্লাবে ত্রিপুরা রাজ্য সমগ্র শিক্ষা কর্মচারী সংঘের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

জম্মু-কাশ্মীর উপনির্বাচন: সব রাজনৈতিক দল ন্যাশনাল কনফারেন্সের বিরুদ্ধে একজোট হয়েছে, অভিযোগ ওমর আবদুল্লার

শ্রীনগর, ৭ নভেম্বর: জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ও ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর নেতা ওমর আবদুল্লা শুক্রবার অভিযোগ করেছেন, বুদগাম বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে সামনে রেখে সব রাজনৈতিক দল এখন এনসি-র বিরুদ্ধে একজোট হয়েছে, কারণ ন্যাশনাল কনফারেন্স তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে অটল রয়েছে।

বুদগামে এনসি প্রার্থী আগা মেহমুদের পক্ষে প্রচারসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ওমর আবদুল্লা বলেন, সব রাজনৈতিক দল এখন এনসি-র বিরুদ্ধে হাত মিলিয়েছে, কারণ আমরা একটাই 'অপরাধ' করেছি তা হলো, আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতিতে অটল থেকেছি। ২০১৪ সালের নির্বাচনে এক দল আপনাদের বলেছিল, তাদের ভোট দিন, তারা বিজেপিকে ক্ষমতায় আসতে দেবে না।

কিন্তু নির্বাচনের পর সেই দলই বিজেপিকে নিয়ে সরকার গঠন করেছিল এবং রাজ্যটিকে দুর্বল করতে শুরু করে।

তিনি আরও বলেন, ন্যাশনাল কনফারেন্স তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলেছে। ২০২৪ সালের বিধানসভা নির্বাচনে আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তা বাস্তবায়ন করব।

উল্লেখ্য, বুদগাম বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন আগামী ১১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। আসনটি খালি হয়েছে ওমর আবদুল্লার পদত্যাগের পর, যিনি ২০২৪ সালের নির্বাচনে দুটি আসন বুদগাম ও গান্দেরবল থেকে জয়ী হয়েছিলেন। তিনি বুদগাম থেকে পদত্যাগ করে ৯০ সদস্যবিশিষ্ট জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভার গান্দেরবল আসনটি ধরে রাখার সিদ্ধান্ত নেন।

এই উপনির্বাচনে এনসি প্রার্থী আগা মেহমুদ, পিডিপি প্রার্থী আগা সৈয়দ মুনতাজির মেহদি, বিজেপি প্রার্থী আগা মহসিন, এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মুনতাজির মোহিউদ্দিন, যিনি আলতাফ বুখারির নেতৃত্বাধীন আপনি পার্টির মুখপাত্রের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে এই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন।

তবে লক্ষণীয়, এনসি সাংসদ আগা সৈয়দ রুহুল্লাহ মেহদি, যিনি বুদগামের বাসিন্দা, তিনি দলের নির্বাচনী প্রচার থেকে নিজেকে দূরে রেখেছেন। রুহুল্লাহর বক্তব্য, আমি জনগণকে সেই একই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে ভোট দিতে বলতে পারি না, যেগুলি এখনো পূরণ করা হয়নি।

এছাড়াও, জম্মু জেলার নাগরোটা বিধানসভা আসনেও ১১ নভেম্বর উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই আসনটি খালি হয়েছে বিজেপি বিধায়ক দেবেন্দ্র সিং রানা-র মৃত্যু (৩১ অক্টোবর, ২০২৪) পর। ওই আসনে বিজেপি প্রার্থী করেছে তাঁর কন্যা দেবযানী রানা-কে।

উন্নত পুলিশি ব্যবস্থার জন্য সর্বাত্মক পদক্ষেপ নেব

দায়িত্ব নিয়ে বললেন ঝাড়খণ্ডের প্রথম নারী পুলিশ প্রধান

রাঁচি, ৭ নভেম্বর : ১৯৯৪ ব্যাচের আইপিএস কর্মকর্তা তদাশা মিশ্র শুক্রবার ঝাড়খণ্ডের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক (ডিজিপি) হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রাজ্যের ২৫ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী হিসেবে এই পদে আসীন হলেন তিনি। রাঁচির পুলিশ সদর দপ্তরে দায়িত্ব গ্রহণের পর তদাশা মিশ্র মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের কানকে-স্থিত বাসভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

দায়িত্ব গ্রহণের আগে তিনি গৃহ, কারাগার ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের বিশেষ সচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

ওড়িশার বাসিন্দা মিশ্র ঝাড়খণ্ডে তাঁর দীর্ঘ পুলিশি কর্মজীবনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। এডিজি, আইজি, গিরিডি ও বোকারোর পুলিশ সুপার (এসপি) এবং রাঁচির সিটি এসপি হিসেবে তিনি সুনাম অর্জন করেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মিশ্র জানান, রাজ্যে পুলিশ উন্নত করাই তাঁর অগ্রাধিকার। তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নের জন্য আমরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাব। তদন্তের মানোন্নয়ন, জবাবদিহিতা ও জনগণবান্ধব পুলিশি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে মূল লক্ষ্য।

তাঁর কথায়, কার্যকর পুলিশিং নির্ভর করে তদন্তের গুণমানের উপর। তাই তদন্ত ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা, দ্রুত ও কার্যকর প্রসিকিউশন নিশ্চিত করা এবং অপরাধীদের বিলম্ব ছাড়াই শাস্তি দেওয়া, এই ক্ষেত্রগুলিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

তিনি পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের, বিশেষত নিম্নস্তরের কর্মকর্তাদের প্রতি নাগরিকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও জনগণবান্ধব ভাবমূর্তি রক্ষা করার জন্য আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, প্রাক্তন ডিজিপি অনুরাগ গুপ্তর স্বেচ্ছা অবসরের পর মিশ্র এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রাজ্য সরকার তাঁর অবসর অনুমোদন করেছে। ১৯৯০ ব্যাচের আইপিএস কর্মকর্তা গুপ্ত ৫ নভেম্বর অবসর নেন। তিনি ২০২৪ সালের জুলাই থেকে ভারপ্রাপ্ত ডিজিপি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

বিধানসভা নির্বাচনের সময় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে সাময়িকভাবে সরিয়ে দেওয়া হলেও ভোট প্রক্রিয়া শেষে তাঁকে পুনর্বহাল করা হয়েছিল।

এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে রাজ্য সরকার ডিজিপি নিয়োগের নতুন নীতি প্রণয়ন করে, যার অধীনে অনুরাগ গুপ্তকে দুই বছরের মেয়াদে নিয়মিত ডিজিপি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। তবে কেন্দ্র ও ইউপিএসসি ওই নিয়োগে আপত্তি জানায়।

সেপ্টেম্বরে গুপ্তকে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর (এসিবি) দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার পর থেকেই তাঁর পদত্যাগের জল্পনা তীব্র হয়েছিল। তদাশা মিশ্রের দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে ঝাড়খণ্ডে পুলিশ প্রশাসনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল।

এই গান আমাদের

● প্রথম পাতার পর

সভায় ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জিলা পরিষদের অতিরিক্ত মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক মহম্মদ মোসলেম উদ্দীন, জেডডিও, সাব জেডডিও এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে রাজ্যপাল বুরহা পাড়াস্থিত ব্রু পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে কথাবার্তা বলেন এবং বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবগত হন। পরিদর্শনকালে রাজ্যপাল উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে যান। রাজ্যপাল স্থানীয়দের গুণগত শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে জীবনমান বিকাশের উপর জোর দিতে আহ্বান জানান। পরিদর্শনকালে তাঁর সঙ্গে জেলাস্তরের সকল আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

'বন্দে মাতরম' হল জাগরণের ভোরের সঙ্গীত: গৃহমন্ত্রী অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর: জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম'-এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শুক্রবার এক ব্লগ পোস্টে লেখেন, ঔপনিবেশিক শাসনের সবচেয়ে অন্ধকার সময়ে রচিত 'বন্দে মাতরম' হয়ে উঠেছিল ভারতের জাগরণের ভোরের গান।

এক্স- এ শেয়ার করা পোস্টে শাহ লেখেন, ব্রিটিশ শাসনের অন্ধকার সময়ে লেখা এই পবিত্র মন্ত্র ভবিষ্যতের প্রতিটি যুগে আমাদের মনে করিয়ে দেবে যে, আমাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যকে 'ভারতীয়তার' দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে।

ব্লগে তিনি বন্দে মাতরম- এর ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব তুলে ধরেন। লেখেন, ভারতের ইতিহাসে এমন বহু মুহূর্ত এসেছে, যখন গান ও শিল্প সমাজ ও রাজনীতির আত্মা হয়ে উঠেছে ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের সৈন্যদের যুদ্ধগান থেকে শুরু করে স্বাধীনতা আন্দোলনের দেশাত্মবোধক সঙ্গীত কিংবা জরুরি অবস্থার সময় তরুণদের প্রতিবাদী গান সংগীত সর্বদাই ভারতীয় সমাজের সম্মিলিত চেতনা ও ঐক্যকে জাগিয়ে তুলেছে।

অমিত শাহ বলেন, এই সব গানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানটি অধিকার করে আছে 'বন্দে মাতরম'। এটি কোনো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নয়, বরং এক পণ্ডিতের ধ্যানমগ্ন মনে জন্ম নিয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মনে। ১৮৭৫ সালে, জগদ্ধাত্রী পুজোর দিন (কার্তিক শুক্ল নবমী বা অক্ষয় নবমী), তিনি রচনা করেন এই চিরন্তন জাতীয় সঙ্গীত।

শাহের মতে, বঙ্কিমবাবুর এই গান ছিল একই সঙ্গে প্রার্থনা ও ভবিষ্যদ্বাণী। এটি ছিল সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের প্রথম ঘোষণা যা মনে করিয়ে দেয়, ভারত কেবল একটি ভূখণ্ড নয়, এটি এক ভূ-সাংস্কৃতিক সভ্যতা।

তিনি আরও বলেন, মহর্ষি অরবিন্দের ভাষায়, বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক ভারতের এক ঋষি, যিনি নিজের লেখনী দিয়ে জাতির আত্মাকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর আনন্দমঠ কেবল একটি উপন্যাস নয়, বরং এক 'গদ্যে লেখা মন্ত্র', যা তন্দ্রাচ্ছন্ন জাতিকে নিজের শক্তি চিনতে শিখিয়েছিল।

অমিত শাহ উল্লেখ করেন, বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই লিখেছিলেন 'আমার সব রচনা যদি গঙ্গায় বিলীন হয়, তাতে আপত্তি নেই; এই একটিমাত্র স্তোত্রই যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকবে।' তাঁর এই কথাগুলি ছিল ভবিষ্যদ্বাণীমূলক।

গৃহমন্ত্রী বলেন, বন্দে মাতরম ভাষা ও অঞ্চলের সীমা ছাড়িয়ে সমগ্র ভারতে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তামিলনাড়ুতে সুব্রামানিয়া ভারতী একে তামিলে অনুবাদ করেছিলেন, আর পাঞ্জাবে বিপ্লবীরা ব্রিটিশদের অবজ্ঞা করে এটি গাইতেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় যখন আন্দোলন তীব্রতর হয়, তখন ব্রিটিশ সরকার 'বন্দে মাতরম' প্রকাশ্যে গাওয়া নিষিদ্ধ করে। কিন্তু ১৯০৬ সালের ১৪ এপ্রিল বরিশালে হাজারো মানুষ সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে রাস্তায় নেমে আসে। পুলিশ লাঠিচার্জ করলেও পুরুষ ও নারী একত্রে রক্তাক্ত অবস্থায় 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি তোলেন।

শাহ আরও বলেন, এই পবিত্র মন্ত্র কেবল ভারতে নয়, বিদেশের বিপ্লবীদেরও অনুপ্রাণিত করেছিল আমেরিকার গদর পার্টি, নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজ, ১৯৪৬ সালের নৌবাহিনীর বিদ্রোহ, খুদিরাম বসু, আশফাকউল্লা খান, চন্দ্রশেখর আজাদ থেকে তিরুপুর কুমারন সকলের মুখে ধ্বনিত হয়েছিল 'বন্দে মাতরম'। মহাত্মা গান্ধীও স্বীকার করেছিলেন, এই গান এমন এক জাদুকরী শক্তি ধারণ করে যা 'অকর্মণ্য রক্ত'কেও উষ্ণ করে তুলতে পারে।

তিনি লিখেছেন, মহার্ষি অরবিন্দ যেমন বলেছেন, এটি ছিল 'ভারতের পুনর্জন্মের মন্ত্র'। এই গান একসূত্রে বেঁধেছিল উদারপন্থী ও বিপ্লবীদের, পণ্ডিত ও সৈনিকদের।

অমিত শাহ জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর মন কি বাত অনুষ্ঠানে (২৬ অক্টোবর) বন্দে মাতরম-এর এই গৌরবময় উত্তরাধিকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ৭ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া এক বছরব্যাপী জাতীয় উদ্‌যাপনের মাধ্যমে এই অমর সঙ্গীত আবারও দেশজুড়ে প্রতিধ্বনিত হবে।

তিনি আরও বলেন, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিকীতে এবং 'ভারত পর্ব'-এর সময় আমরা যখন একতার চেতনাকে স্মরণ করি, তখন বুঝতে পারি সর্দারের ঐক্যবদ্ধ ভারতের স্বপ্নই আসলে 'বন্দে মাতরম'-এর মর্মকথা জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।

শেষে শাহ লিখেছেন, বন্দে মাতরম হল স্বাধীনতার গান, অবিচল সংকল্পের আত্মা এবং ভারতের জাগরণের প্রথম মন্ত্র। এই পবিত্র ধ্বনি যুগ যুগ ধরে প্রতিধ্বনিত হবে, আমাদের মনে করিয়ে দেবে ভারতীয়তার দৃষ্টিতে আমাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে দেখা উচিত। বন্দে মাতরম!

এই গান ভারতের

● প্রথম পাতার পর

বলে অভিবাদন জানাতেন। অনেকে মৃত্যুদণ্ডের মঞ্চেও 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি তুলেছিলেন," বলেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রীর দফতরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ২০২৫ সালে 'বন্দে মাতরম'-এর ১৫০ বছর পূর্ণ হবে। ১৮৭৫ সালের ৭ নভেম্বর অক্ষয় নবমীর দিন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই গানটি রচনা করেন এবং পরে এটি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস আনন্দমঠ-এ স্থান পায়। মাতৃভূমিকে শক্তি, ঐশ্বর্য ও ঐক্যের প্রতীক হিসেবে চিত্রিত করে এই গান ভারতের আত্মসম্মান ও ঐক্যের কবিতাময় প্রকাশ হয়ে ওঠে।

গত ১ অক্টোবর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা দেশজুড়ে এই ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বৃহৎ আকারে উদ্‌যাপনের অনুমোদন দেয়, যাতে বিশেষত তরুণ প্রজন্ম ও ছাত্রছাত্রীরা গানটির মূল বিপ্লবী চেতনার সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে।

এছাড়া বিজেপি দেশজুড়ে দুটি সাংস্কৃতিক মাইলফলক বন্দে মাতরম-এর ১৫০ বছর এবং আদিবাসী বীর ভগবান বীরসা মুন্ডার ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

ক্যাম্পে ফেলে যাওয়া

● প্রথম পাতার পর

এলাকার বটুলী আইসিপিতে উপস্থিত থাকতে বলা হয়। বৃহস্পতিবার দুপুরে বিজিবি ৫২ নম্বর ব্যাটালিয়নের ফুলতলা বিওপি ও বিএসএফ ৯৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের ইয়াকুবনগর ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে বিএসএফ জওয়ানরা বিজিবির উপস্থিতিতে ব্যাগটি দম্পতির হাতে তুলে দেন।

স্থানীয়দের বক্তব্য, দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর এমন আন্তরিক পদক্ষেপ মানবিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। অনেকেই আশা প্রকাশ করেছেন, ভবিষ্যতেও দুই দেশের সীমান্তে এমন সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

হাইকোর্টের রায় কার্যকর

● প্রথম পাতার পর

২০২৪ সালে সমগ্র শিক্ষার শিক্ষকরা ত্রিপুরা রাজ্য সমগ্র শিক্ষা কর্মচারী সংঘ গঠন করেন। একই বছর হাইকোর্টের নির্দেশে রাজ্য সরকারকে বলা হয়, ২০১১ সালের ২৯ জুলাইয়ের আগে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের নিয়মিত করার জন্য টেট ও ডিএলেড-এর শর্ত প্রযোজ্য নয়। তবে রাজ্য সরকার এই নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে এস.এন.পি. দায়ের করেন।

শ্রী দাস জানিয়েছেন, আগামী ১২ নভেম্বর ২০২৫ সালে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা অধিকর্তার কাছে এক বৃহৎ র‍্যালি ও ডেপুটেশন পাঠানো হবে। এই কর্মসূচিতে সমগ্র শিক্ষার অধীনে কর্মরত সকল শিক্ষকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

তিনি বলেন, ভারতীয় মজদুর সংঘের পক্ষ থেকে আমরা রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করব, তারা যেন সুপ্রিম কোর্ট থেকে এস.এন.পি. প্রত্যাহার করে হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সমগ্র শিক্ষার শিক্ষকদের নিয়মিত করার ব্যবস্থা নেয়। যদি মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আমাদের সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক আলোচনার জন্য ১২ নভেম্বরের আগে আহ্বান জানান, আমরা কর্মসূচি স্থগিত রাখব।

পুনর্নির্বাচনের প্রয়োজন নেই ঃ কমিশন

● প্রথম পাতার পর

যাতে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচন নিশ্চিত করা যায়। কমিশনের প্রেস বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সতর্ক পর্যালোচনার পর কোনও ভোটকেন্দ্রে অনিয়ম বা অসঙ্গতি পাওয়া যায়নি। সেই কারণে বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় কোনও পুনর্নির্বাচনের সুপারিশ করা হয়নি।

কর্মকর্তারা জানান, পুরো পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়াটি ভিডিও রেকর্ড করা হয়েছে, যাতে স্বচ্ছতা বজায় থাকে। পর্যালোচনা শেষে সমস্ত ফর্ম ১৭এ ও সম্পর্কিত নির্বাচনী সামগ্রী পুনরায় রিটার্নিং অফিসারের সিলমোহরসহ সিল করা হয়েছে। বিহার বিধানসভা নির্বাচন দুই দফায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রথম দফার ভোটগ্রহণ বৃহস্পতিবার সম্পন্ন হয়েছে, যেখানে ভোটদানের হার ছিল ৬৪.৬৬ শতাংশ।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বিহারের ভোটারদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ১৯৫১ সালের পর এটি বিহারের বিধানসভা নির্বাচনের ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভোটার উপস্থিতি। আমরা কৃতজ্ঞ যে, জনগণ নির্বাচন কমিশনের প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে উৎসাহের সঙ্গে ভোট দিতে এগিয়ে এসেছেন। নির্বাচন কমিশনের এই ঘোষণা স্পষ্ট করেছে যে, প্রথম দফার ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণ ও অনিয়মমুক্তভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

ভয়াবহ দুর্ঘটনার

● প্রথম পাতার পর

হওয়ার খবর সম্পর্কে অবগত হয়েছি। আহত ছাত্রছাত্রীদের চিকিৎসার বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়েছি। আমি তাঁদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। সেই সঙ্গে, পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তদন্ত ক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য।'

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, আজ দুপুরে মনফোর্ট বিদ্যালয়ের একটি স্কুল বাস আমতলী বাইপাস এলাকায় জাতীয় সড়কে আচমকাই দুর্ঘটনাগ্রস্থ হয়। এতে এক পথচারী মহিলা গুরুতর আহত হয়েছেন। বাসের ভেতরে থাকা বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাও অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন। তাদের উদ্ধার করে প্রথমে হাঁপানিয়া হাসপাতালে পাঠানো হয়।। কিন্তু পথচারী মহিলার অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়।। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি জিবি হাসপাতালেই মৃত্যু হয়েছে ওই মহিলার। জানা গেছে মহিলার নাম খেলা সরকার (৫২)। তিনি ওই এলাকারই বাসিন্দা। এদিকে বাসের চালক পলাতক। পুলিশ একটি দুর্ঘটনার মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

স্থানীয়দের বক্তব্য অনুযায়ী, বিকট শব্দ শুনতে পেরে তারা এসে দেখেন একটি বাস দুর্ঘটনাগ্রস্থ হয়েছে। কিন্তু কিভাবে এই দুর্ঘটনা তা স্পষ্টত কেউই বলতে পারছেন না। ঘটনায় মুহূর্তের মধ্যেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়।

২৪ ঘণ্টার মধ্যেই উঠে

● প্রথম পাতার পর

গুণমান নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছে সাধারণ মানুষ। সংস্কারের কাজ শেষ হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই উঠে যাচ্ছে রাস্তার বিটুমিন আস্তরণ। কোথাও কোথাও খসে পড়ছে নতুন বিছানো পিচ, আবার কোথাও ব্যবহারই করা হয়নি পর্যাপ্ত বিটুমিন।

স্থানীয়দের অভিযোগ, রাস্তার ওপর হাত দিলেই উঠে আসছে আস্তরণ। রাস্তা তৈরির কাজ হচ্ছে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে। দপ্তরের কর্মীরা চোখের সামনে এই অনিয়ম দেখেও চুপ।

পূর্ত দপ্তরের তত্ত্বাবধানে কাজের বরাত পেয়েছেন বিশালগড় অফিসটিলার ঠিকাদার জহর সুর চৌধুরী। এলাকাবাসীর অভিযোগ, ঠিকাদার এবং দপ্তরের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার পিযুষ মালাকার-এর মধ্যে গোপন বোঝাপড়ায় চলছে এই দুর্নীতিগ্রস্ত কাজ। দপ্তরের কর্মীরা কোনও বাধা না দিয়ে বরং শ্রমিকদের সাফাই গেয়ে যাচ্ছেন।

রাস্তার মান নিয়ে ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, এই রাস্তা বহু বছর ধরে বেহাল অবস্থায় ছিল। চলাচলে চরম অসুবিধা হচ্ছিল। সরকার অবশেষে রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে, কিন্তু সেই কাজ যদি দুর্নীতিতে ভরে যায়, আমরা চুপ থাকব না।

এদিকে অভিযোগ উঠেছে, ঠিকাদার জহর সুর চৌধুরী নাকি কাজের স্থলে একদিনের বেশি যাননি। বরং দপ্তরের অফিসারদের মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে 'ম্যানেজ' করেই ঘরে বসে কাজ চালাচ্ছেন তিনি। স্থানীয় সূত্রের দাবি, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার রাজেশ বাবু ছোট ঠিকাদারদের কাজ কড়াভাবে তদারকি করলেও, জহর সুর চৌধুরীর মতো বড় ঠিকাদারদের ক্ষেত্রে নাকি চোখ বুজে ছাড় দিয়ে দেন।

এর ফলে সরকারি কাজের নামে ঠিকাদাররা কোটিপতি হয়ে উঠছেন, দপ্তরের কিছু অফিসার ও রাজনৈতিক নেতাদের পকেট গরম হচ্ছে, আর সাধারণ মানুষ প্রতারিত হচ্ছেন তাঁদেরই ট্যাক্সের টাকায়।

এখন দেখার বিষয় প্রশাসন ও পূর্ত দপ্তর এই দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত ঠিকাদার ও কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় কি না, নাকি 'লক্ষ্মীর নোট'-এর প্রভাবে চুপ করে থাকে।

আগামী প্রজন্মের

● প্রথম পাতার পর

করে দেশ জুড়ে এর ১৫০ বছর পূর্তি পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ১৮৭৫ সালের ৭ নভেম্বর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "বন্দে মাতরম" রচনা করেন। ১৮৯৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে এই গানটি গেয়ে শোনান। ধীরে ধীরে এই গানের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে মুক্তির মন্ত্র হিসাবে পরিণত হয়। ১৯০৫ সালে এই গানটি বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। আজাদ-হিন্দ সরকারের ঘোষণাপত্রের সময়েও "বন্দে মাতরম" গানটি গাওয়া হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে আরও বলেন, ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি স্বাধীন ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ গণ পরিষদে বলেছিলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে "বন্দে মাতরম"-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে "বন্দে মাতরম"-ও জাতীয় সঙ্গীত জন-গণ-মন এর সমান মর্যাদা পাবে এবং সমানভাবে সম্মানিত হবে।

মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা এই অনুষ্ঠান উদযাপনের জন্য গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে আলোচনায় বলেন, ৭ নভেম্বর, ২০২৫ থেকে ৭ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত সমগ্র দেশজুড়ে চারটি পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে "বন্দেমাতরম" গান রচনার ১৫০ বছর পূর্তি উদ্যাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আজ রাজ্যের সব কয়টি জেলা সদর, সব মহকুমা ও ব্লকের পাশাপাশি সব পুর ও শহুরে স্থানীয় সংস্থাগুলোতেও "বন্দেমাতরম" গান রচনার ১৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানটি উদ্যাপিত হচ্ছে। "বন্দেমাতরম" এর তাৎপর্য সর্বস্তরে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সারা বছর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে "বন্দেমাতরম" এর জন্য বিশেষ সমাবেশ, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, পোষ্টার তৈরী, ক্যুইজ ইত্যাদি কার্যক্রমের আয়োজন করা হবে। রাজ্য পুলিশের ব্যান্ডের মাধ্যমে জনবহুল স্থানে "বন্দেমাতরম" এবং অন্যান্য দেশাত্মবোধক গানের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। এছাড়া "বন্দেমাতরম"-এর উপর প্রদর্শনী, মশাল দৌড়ের আয়োজন, বৃক্ষরোপন অভিযান, যুব ম্যারাথন এবং স্কুল কলেজ, এন সি সি ইত্যাদি ব্যান্ড দ্বারা ক্যাম্পাসে "বন্দেমাতরম" সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই উদ্যাপন আমাদের আগামী প্রজন্মের মধ্যে দেশপ্রেম বোধকে জাগ্রত করার এক নতুন অঙ্গীকার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির "বন্দেমাতরম" গান রচনার ১৫০ বছর পূর্তি উৎসব উদযাপনের আহ্বান সকল ভারতবাসীকে দেশাত্মবোধের ভাবনায় নতুনভাবে উদ্বেলিত করবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন। শেষে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ বন্দেমাতরম গান নিয়ে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে আয়োজিত একটি চিত্র প্রদর্শনীও ঘুরে দেখেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী সহ রাজ্য প্রশাসনের প্রধান সচিব, সচিব, অধিকর্তাসহ সর্বস্তরের আধিকারিকগণ।

বিলোনীয়ায় বন্দেমাতরমের ১৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৭ নভেম্বর: সারা রাজ্যের সঙ্গে বিলোনীয়া মহকুমায়ও বন্দেমাতরম গানের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে জেলাভিত্তিক এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিলোনীয়ার শচীন দেববর্মণ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠানের সূচনা করে সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, বন্দেমাতরম গান দেশবাসীকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছে। এটি সাংস্কৃতিক চেতনার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। বন্দেমাতরম সংগীতের ১৫০ বছর উদযাপন আমাদের দেশের ঐক্য ও সংস্কৃতিকে আরও সুদৃঢ় করবে বলে সমবায় মন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, সহকারি সভাধিপতি তপন দেবনাথ, জেলাশাসক ও সমাহর্তা মোহম্মদ সাজ্জাদ পি, বিলোনীয়া পুর পরিষদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি অনুপম চক্রবর্তী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, স্থানীয় শিল্পী সহ সমাজের বিভিন্ন অংশের জনগণ উপস্থিত ছিলেন এবং সমবেতভাবে বন্দেমাতরম সংগীত পরিবেশন করেন। এছাড়াও এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। অতিথিগণ অনুষ্ঠান শেষে প্রদর্শনীটি ঘুরে দেখেন। জেলা প্রশাসন এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এদিকে বন্দেমাতরম-এর ১৫০ বছর পূর্তির মহকুমা ভিত্তিক অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় বিলোনীয়ার পুরাতন টাউন হলে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক স্বপ্না মজুমার, মহকুমা শাসক দেবাশিস দাস। এছাড়াও এদিন পুরপরিষদ ভিত্তিক এবং ব্লকভিত্তিক বন্দেমাতরম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ত্রিপুরা বাস জিপ চালক সংঘের নাগেরজলা শাখার সম্পাদকের উপর হামলার ঘটনায় এডিনগর থানায় ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ নভেম্বর: ত্রিপুরা বাস জিপ চালক সংঘের নাগেরজলা শাখার সম্পাদকের উপর হামলার ঘটনায় জড়িতকে গ্রেফতারের দাবিতে এডিনগর থানায় ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে ত্রিপুরা বাস জিপ চালক সংঘ। পশ্চিম ত্রিপুরা বাস জিপ চালক সংঘের নাগেরজলা শাখার সম্পাদকের উপর হামলার পর অভিযুক্ত বাবুল ঘোষকে আটক করতে পারিনি পুলিশ। তাই আজ সংঘের তরফ থেকে এডিনগর থানায় এক ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ডেপুটেশন প্রদানকালে তারা থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন। অবিলম্বে যেন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয় এবং তার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

সারাদেশের ও রাজ্যের সাথে ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরে বন্দেমাতরম সঙ্গীতের ১৫০তম বর্ষ উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৭ নভেম্বর: সারাদেশের ও রাজ্যের সাথে ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরে বন্দেমাতরম সঙ্গীতের ১৫০তম বর্ষ উদযাপন করা হয়। দেশ ও রাজ্যের সাথে তাল মিলিয়ে ঊনকোটি জেলার কৈলাশহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে জেলাভিত্তিক ভারতের জাতীয় গান বন্দেমাতরম এর ১৫০ শত বছর উদযাপন করা হয়েছে। এই গানটি লিখেছেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এই গানটি আনন্দমঠ উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত। আজকের এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে জেলা প্রশাসন। প্রথমেই দিল্লিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজীর বন্দেমাতরম এর কার্য্যক্রম ভার্চুয়াল ভাবে অতিথিরা, অগণিত ছাত্রছাত্রীরা এবং শিক্ষক শিক্ষিকারা দেখেন এবং শোনেন।এই অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী টিংকু রায়, কৈলাশহর পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, ঊনকোটি জেলা পরিষদের সভাধিপতি

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ **ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের হাত ধরে নতুন জীবন পেল এক শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৭ নভেম্বর: খোয়াই জেলার সিপাইহাওর আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির এলাকার অন্তর্গত তেঁতুলটিলা গ্রামের এক নবজাতক জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত ছিল। ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৪ সালের খোয়াই জেলা হাসপাতালের ডেলিভারি পয়েন্টে শিশুটির জন্ম হয়। জন্মের পর উপস্থিত "রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্য্যক্রম এর দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসকরা শিশুটিকে পরীক্ষা করেন এবং হৃদযন্ত্রের সমস্যাটি আঁচ করেন। সেদিনই হাসপাতাল প্রাঙ্গণে মণিপুরের শিজা হাসপাতাল এর উদ্যোগে একটি বিশেষ হৃদরোগ শনাক্তকরণ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে শিশুটির ইকোকার্ডিওগ্রাফি পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার রিপোর্টে গুরুতর জন্মগত হৃদরোগ ধরা পড়ে।

চিকিৎসকগণ শিশুটির পরিবারকে জানান শিশুটি জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত এর উপর ভিত্তি করেই প্রাথমিক পর্যালোচনার পর চিকিৎসকগণ শিশুটির পরিবারকে অস্ত্রোপচার করানোর পরামর্শ দেন। কিন্তু আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে শিশুটির মাবাবা দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। তখন খোয়াই জেলা হাসপাতালের রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্য্যক্রম টিস তাদের আশ্বাস দেন যে, এই ব্যয়বহুল চিকিৎসার সম্পূর্ণ ব্যয় রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্য্যক্রম প্রকল্প বহন করবে। এরপর ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ শিশুটিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো চিলড্রেনস হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, বিখ্যাত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃসিএ, সমাথুকুমারন এবং তাঁর অভিজ্ঞ দল শিশুটির জটিল হৃদরোগের সফল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেন। অস্ত্রোপচারের পর শিশুটি কয়েকদিন অক্টোবর ৩ চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে ছিল। শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলে, ২০২৫ শিশুটিকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। চিকিৎসকরা শিশুটিকে পরবর্তী তিন মাস নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার পরামর্শ দেন। ২০২৫ সালের ৪ নভেম্বর, খোয়াই জেলা হাসপাতালের "রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্য্যক্রম টিমের চিকিৎসক ডাঃ রাইমা দেববর্মা, ডাঃ পরেশ দেববর্মা এবং ফার্মাসিস্ট বিশ্বজিৎ বর্মন শিশুটির বাড়িতে গিয়ে তার শারীরিক অবস্থা পর্যালোচনা করেন। তাঁরা জানান, শিশুটি আগের তুলনায় অনেক ভালো এবং এখন সম্পূর্ণ সুস্থতার পথে। রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্য্যক্রম আজ সেই আশার আলো, যা ত্রিপুরার প্রতিটি শিশুর মুখে ফুটিয়ে তুলছে নতুন হাসি। সরকারি এই উদ্যোগে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সন্তানকে সুস্থভাবে ফিরে পাওয়ায় শিশুটির মা বাবা-রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্য্যক্রম দলের চিকিৎসক সকল স্বাস্থ্যকর্মী এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

হৃদরোগকে হারিয়ে নতুন জীবন পেল এক সাহসী শিশু ফিরে এল খুশির মুহূর্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ৭ নভেম্বর: উত্তর জেলার কদমতলা সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চুরাইবাড়ি এলাকার অজয় বড়ুয়ার পাঁচ বছর সাত মাস বয়সী একমাত্র কন্যা সন্তান জন্মগত হৃদরোগে ভুগছিল। হাসিখুশি এবং চঞ্চল এই শিশু কন্যার গত ২ জানুয়ারি, ২০২৫, কদমতলা সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্য্যক্রমের টিমের রুটিন চেকআপের সময় প্রথম এই রোগটি ধরা পড়ে। এটি জানার পর ওই শিশুটির পরিবার-তখন কদমতলা সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পদক্ষেপ নেন এবং পরিজনরা সম্পূর্ণভাবে হতাশ হয়ে পড়েন। রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্য্যক্রমের টিম দ্রুত সমস্যা শনাক্ত করে তার উন্নত চিকিৎসার পরামর্শ দেন। কদমতলা সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্য্যক্রমের টিম শিশুটির অভিভাবককে চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো চিলড্রেনস হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। গত ৭ জানুয়ারি, ২০২৫, আগরতলার আইজিএম হাসপাতালে শিশুকন্যাটির ইকোকার্ডিওগ্রাফি করা হয় এবং রিপোর্ট নিশ্চিত করে যে শিশুটি জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত। চিকিৎসকরা জানান যে শিশুটির উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন, যা স্থানীয়ভাবে সম্ভব ছিল না। এর ফলে অভিভাবকরা তার মেয়ের জীবন বাঁচাতে চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো চিলড্রেনস হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। গত ১৯ আগস্ট, ২০২৫, এই শিশুটিকে চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো চিলড্রেনস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরের দিন, ২০ আগস্ট, ২০২৫, অত্যন্ত দক্ষ সার্জনদের একটি দল ওই শিশুর হৃদযন্ত্রের অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেন। জটিল অস্ত্রোপচারটি সফলভাবে শেষ হওয়ার একদিন পর, গত ২১ আগস্ট, ২০২৫, শিশুকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। বর্তমানে ওই শিশুটি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং আগের মতো খেলাধুলা করছে। উক্ত সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্য্যক্রমের টিমে ছিলেন ডাঃ নীলাদ্রি শেখর চট্টোপাধ্যায় এবং ডাঃ কল্লোল ব্রহ্মচারী। অজয় বড়ুয়া এবং তাঁর পরিবার ত্রিপুরার স্বাস্থ্য দপ্তর এবং কদমতলা সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্য্যক্রমে যুক্ত সকল চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। শিশুটির জীবন ফিরে পাওয়ার এই যাত্রা তার সাহসিকতা, পরিবারের অটল বিশ্বাস, এবং চিকিৎসকদের দক্ষতার মিলিত ফলস্বরূপ সম্ভব হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ শাসনের গ্লানি মুক্ত করতে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা বন্দে মাতরম গান তাদের মূলমন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন: পর্যটনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ নভেম্বর: ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ শাসনের গ্লানি মুক্ত করতে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা বন্দে মাতরম গানকে তাদের মূলমন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ভারতবর্ষের বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বন্দেমাতরম স্লোগান দিয়ে হাসতে হাসতে দেশের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন। এইখানেই বন্দেমাতরম গানের তাৎপর্য।

আজ বিশ্রামগঞ্জস্থিত শচীন দেববর্মন স্মৃতি কলাক্ষেত্রে সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক বন্দে মাতরম গানের ১৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন। সিপাহীজলা জেলা প্রশাসন ও জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্য্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অন্তরা দেব সরকার, সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সোয়াল, জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক উপেন্দ্র জমাতিয়া। অনুষ্ঠানের শুরুতে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ ভারত মাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। এরপর ১৫০ জন ছাত্রছাত্রী সমবেতভাবে বন্দেমাতরম পরিবেশন করে।

পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, আমাদের দেশ ভারতবর্ষ বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। ভারতবর্ষের সম্পদকে লুট করে নিয়ে গিয়ে বহু দেশ, বহু সভ্যতা নিজেদের স্বাবলম্বী করেছে। আমাদের দেশমাতৃকা বার বার আক্রান্ত হয়েছে। ভারতবাসী তাদের দ্বারা বিভিন্নভাবে অত্যাচারিত হয়েছে। পরিশেষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ব্যবসার নামে ভারতবর্ষে এসে প্রায় দুইশ বছর ভারতবর্ষকে এবং ভারতবাসীকে যথেচ্ছভাবে শোষণ করেছে। এই পরাধীনতার গ্লানি থেকে ভারত মাতাকে উদ্ধারের জন্য বহু দেশপ্রেমী বন্দেমাতরম মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে দেশের জন্য প্রাণ বলিদান দিয়েছেন। এরপর উপস্থিত অতিথিবৃন্দ এবং সকল ছাত্র-ছাত্রীরা দিল্লিতে এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভাষণের সরাসরি সম্প্রচার দেখেন। এরপর অতিথিবৃন্দ অনুষ্ঠান স্থলে আয়োজিত প্রদর্শনী স্টল পরিদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সোয়াল।

সাব্রুম মাইকেল মধুসূদন দত্ত(এমএমডি)কলেজে

বন্দে মাতরম-এর সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৭ নভেম্বর: সাব্রুম মাইকেল মধুসূদন দত্ত (এমএমডি) কলেজে বন্দে মাতরম-এর সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আজ এক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৫ সালে এই গানটি রচনা করেন, যা পরবর্তীতে আনন্দমঠ উপন্যাসে প্রকাশিত হয়।

"বন্দে মাতরম" গানটি জাতীয় চেতনা ও দেশপ্রেমের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়, যা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়কালে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলেজ অধ্যক্ষ ড. অনুপম গুহ, ড. কমল আচার্য্য, শুপ্রিয়া মগ ড. উমা বেগমসহ অন্যান্য অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও ছাত্র-ছাত্রীরা। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানে মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়।

আলোচনায় অধ্যাপক কমল আচার্য্য বলেন, বন্দে মাতরম' এর অর্থ হলো 'আমি তোমার প্রশংসা করি, মা' বা 'আমি তোমাকে প্রণাম করি, মা'। ১৮৯৬ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গাওয়া হয় বন্দে মাতরম গানটি। ওই অধিবেশনে গানটি পরিবেশন করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তারপর ১৯৫০ সালে বন্দে মাতরমগানটিকে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের জাতীয় স্তোত্রের মর্যাদা দেওয়া হয়। অধ্যক্ষ ড. অনুপম গুহ বলেন বন্দে মাতরম-এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশজুড়ে বর্ষব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

মূল উদ্দেশ্য তোমাদের অর্থাৎ নবপ্রজন্মকে উৎসাহিত করা ও দেশপ্রেম, দেশাত্মবোধের সঞ্চার করা। তিনি উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের দেশমাতৃকার আরাধনায় ব্রতী ও শ্রদ্ধাশীল হওয়ার আহ্বান করেন। তিনি বলেন, আজও "বন্দে মাতরম" ধ্বনি আমাদের সমবেত করে। মনে করিয়ে দেয় আমরা ভারতীয়। তিনি বলেন আমাদের কলেজেও বর্ষব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি চলবে। সমবেত "বন্দে মাতরম" সংগীত উচ্চারনের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

বন্দেমাতরমের সার্ধশতবর্ষে প্রদেশ বিজেপি কার্য্যালয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান

আগরতলা, ৭ নভেম্বর: সারা দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আজ প্রদেশ বিজেপি কার্য্যালয়ে জাতীয় স্তোত্র বন্দেমাতরম'-এর সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপির সহসভাপতি সুবল ভৌমিক, প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য্য, সহ বহু দলীয় কর্মী ও সমর্থকরা।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই ভারত মাতা ও ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর প্রতিচ্ছবিতে মাল্যদান ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এরপর উপস্থিত সকলেই সম্মিলিত কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত পরিবেশন করেন। পরিবেশ ভরে ওঠে দেশাত্মবোধের আবেগে ও গর্বে। এই প্রসঙ্গে প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য্য বলেন, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত বন্দেমাতরম কেবল একটি গান নয়, এটি ভারতীয় জাতির আত্মার প্রতিচ্ছবি। এই সঙ্গীত প্রজন্মের পর প্রজন্মকে একতা, জাগরণ ও জাতীয় চেতনার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। আজও এর আহ্বান আমাদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে।

প্রদেশ বিজেপির সহসভাপতি সুবল ভৌমিক বলেন, এই মহান দিনটি আমাদের জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। বন্দেমাতরম কেবল ইতিহাস নয়, এটি আমাদের ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শক।

উপ্তাখালির ন্যায্য মূল্যের দোকানে পচা চাল ও নষ্ট ডাল, খাদ্য দফতরের কর্মকর্তার আচরণে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৭ নভেম্বর: পানিসাগর মহকুমার উপ্তাখালি এলাকায় ন্যায্য মূল্যের দোকানে পচা চাল ও কাকরেভরা ডাল বিতরণের অভিযোগে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, চার-পাঁচ মাস ধরে নিম্নমানের খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হচ্ছে। বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থলে হাজির হন ধর্মনগর খাদ্য দফতরের ইন্সপেক্টর অশিম চৌধুরী, তবে অভিযোগ উঠেছে তিনি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি জানান, বিষয়টি ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে এবং নিম্নমানের চাল ফেরত নেওয়ার নির্দেশ দেন।

পরে ধর্মনগর মহকুমার ডেপুটি কালেক্টর (ডিসিএম) ঘটনাস্থলে গিয়ে নিম্নমানের খাদ্যসামগ্রী দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন ও তা অবিলম্বে পরিবর্তনের নির্দেশ দেন।

স্থানীয়দের প্রশ্ন সরকারের নজরদারি থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এমন পচা খাদ্যসামগ্রী সরকারি ভান্ডার থেকে জনগণের হাতে পৌঁছাচ্ছে? প্রশাসনিক গাফিলতি ও দুর্নীতির অভিযোগে ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ দ্রুত কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছেন।

বন্দেমাতরম শুধু গান বা কবিতা নয়, এটি হচ্ছে আমাদের জাতীয় চেতনার প্রতীক: জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ নভেম্বর: ন্দেমাতরম শুধু গান বা কবিতা নয়, এটি হচ্ছে আমাদের জাতীয় চেতনার প্রতীক। এ একটি মাত্র শব্দ স্বাধীনতা আন্দোলনে এক অনন্য ভূমিকা নিয়েছিল। আজ খোয়াইয়ের দশরথ দেব মেমোরিয়াল কলেজে বন্দেমাতরম রচনার ১৫০তম বর্ষপূর্তির খোয়াই জেলাভিত্তিক অনুষ্ঠানের সূচনা করে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা একথা বলেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা বলেন, বন্দেমাতরম মন্ত্র প্রতিটি ভারতবাসীকে ভারতমাতার সেবায় উদ্বুদ্ধ করেছে। দেশের প্রতি শ্রদ্ধা এবং দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার ক্ষেত্রে অন্যতম মন্ত্র ছিল বন্দেমাতরম।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলাশাসক রজত পন্থ। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন দশরথ দেব মেমোরিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ ড. খোকন মজুমদার। অনুষ্ঠানে বন্দেমাতরম-এর উপর একটি চিত্র প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়। অতিথিগণ অনুষ্ঠান শেষে এই চিত্র প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন।

বন্দেমাতরম-এর ১৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান বিকশিত

ভারত গড়ার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে: শিল্পমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৭ নভেম্বর: বন্দেমাতরম শুধু একটি গান নয়, এটি হল দেশমাতৃকার বন্দনা মন্ত্র। বন্দেমাতরম গানের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্যোগে দেশজুড়ে যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তা বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। আজ ধর্মনগরের অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য্য স্মৃতি ভবনে বন্দেমাতরম-এর ১৫০ বছর পূর্তির উত্তর জেলাভিত্তিক অনুষ্ঠানের সূচনা করে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা একথা বলেন। তিনি বলেন, বন্দেমাতরম-এর ১৫০ বছর পূর্তির অনুষ্ঠান দেশের জনগণের মধ্যে দেশপ্রেমকে আরও জাগ্রত করবে। দেশবাসী দেশের জন্য কাজ করার ক্ষেত্রে আরও অনুপ্রাণিত হবেন। আমাদের দেশ সামনের দিকে আরও এগিয়ে যাবে।

এদিনের অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ, বিধায়ক যাদবলাল দেবনাথ, উত্তর ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক এল ডার্লং, ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালী রাণী দাস সেন, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ অধিকর্তা রিপন চাকমা প্রমুখ।

শিশুদের সু-শিক্ষা দেওয়া হলে এগিয়ে যাবে আমাদের দেশ: শিল্পমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ নভেম্বর: আমাদের শিশুরা যদি সু-শিক্ষিত হয়, তবেই এগিয়ে যাবে আমাদের দেশ। গড়ে উঠবে বিকশিত ভারত। আজ উত্তর ত্রিপুরা জেলায় জেলাভিত্তিক নিপুন ফেস্ট-২০২৫ এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে এই কথাগুলি বলেন রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা। উত্তর ত্রিপুরা জেলা শিক্ষা আধিকারিকের কার্য্যালয়ের উদ্যোগে ধর্মগরের বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত হয় এই নিপুন ফেস্ট-২০২৫।

নিপুন ত্রিপুরা মিশনের তৃতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিল্পমন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা বলেন, ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বয়সে শিশুদের আক্ষরিক জ্ঞান দেওয়া হয়। তারা পড়তে শিখে, লিখতে শিখে। তাই এই পর্যায়ে শিশুদের সঠিক শিক্ষা দিতে পারলে পরবর্তীতে তাদের শিক্ষা গ্রহণের পথ মসৃণ হয়। এইজন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তিনি আহ্বান জানান ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার প্রতি আরও যত্নবান হতে। অভিভাবকদের আরও সচেতন হতে। তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীরা সঠিক দিশায় শিক্ষিত হলেই দেশ এগিয়ে যাবে। শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর যে উদ্যোগ আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলার, এরজন্য আমাদেরকেও উদ্যোগ নিতে হবে। দেশীয় পণ্য ব্যবহার করতে হবে, যাতে করে আমাদের দেশের অর্থনীতি মজবুত হয়। পাশাপাশি নেশামুক্ত ভারত গড়ে তোলার জন্য আমাদের ভূমিকা নিতে হবে। শুধুমাত্র সরকারের পক্ষে নেশামুক্ত ত্রিপুরা বা নেশামুক্ত ভারত গড়ে তোলা যাবেনা, এরজন্য প্রতিটি ব্যক্তি ও প্রতিটি পরিবারকেও ভূমিকা নিতে হবে। এদিনের অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ। তিনি বলেন, শিক্ষক-শিক্ষিকারাই নিপুন ত্রিপুরার মূল চালিকা শক্তি। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালী রাণী দাস সেন, জেলা শিক্ষা আধিকারিক নিরঞ্জন ত্রিপুরা, সমাজসেবী কাজল কুমার দাস প্রমুখ। এদিনের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। জেলায় ৮টি ব্লকের ৮টি বিদ্যালয়কে শ্রেষ্ঠ নিপুন কর্ণার হিসেবে সংবর্ধনা দেওয়া। নিপুন ত্রিপুরা মিশনে শ্রেষ্ঠ কাজের জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাও বিদ্যালয় পরিদর্শকগণকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

রাজ্য সরকারের দ্বিগুণ আয় লক্ষ্য পূরণে জোলাইবাড়ী কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে মহিলা কৃষকদের জৈবিক কৃষি প্রশিক্ষণ কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ নভেম্বর: কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার যে বিশেষ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে, তা বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে জোলাইবাড়ী কৃষি দপ্তর। কৃষিক্ষেত্রে যেমন পুরুষরা নিয়মিত কাজ করছেন, তেমনি নারীদেরও সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এবার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে দপ্তরটি। মূল উদ্দেশ্য কৃষিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ানো এবং জৈবিক কৃষির মাধ্যমে পরিবারের মোট আয় বৃদ্ধি করা।

এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার জোলাইবাড়ী কৃষি দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীদাম দাসের উদ্যোগে কৃষি দপ্তরের কার্য্যালয়ে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় জোলাইবাড়ীর দুটি ক্লাস্টারের মহিলা কৃষকদের জৈবিক পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদনের উপর বিস্তারিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের জানানো হয়, কীভাবে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার না করে জৈব সার, কম্পোস্ট ও প্রাকৃতিক উপাদানের সাহায্যে ফসল উৎপাদন করা যায়। জৈবিক পদ্ধতিতে কৃষিকাজ করলে মাটির উর্বরতা দীর্ঘস্থায়ী হয়, পরিবেশ রক্ষা হয় এবং উৎপাদিত ফসল স্বাস্থ্যসম্মত ও বাজারে বেশি দামে বিক্রি করা সম্ভব এই বিষয়গুলো নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।

অনুষ্ঠানের শেষে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ মহিলা কৃষকদের হাতে জৈব কৃষি পদ্ধতিতে চাষাবাদের জন্য প্রয়োজনীয় নানা কৃষি সামগ্রী তুলে দেন।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ী কৃষি দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীদাম দাস, জোলাইবাড়ী ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তাপস দত্ত, ভাইস-চেয়ারম্যান কেশব চৌধুরী, ব্লক বিএসসি চেয়ারম্যান অশোক মগ এবং জোলাইবাড়ী কৃষি দপ্তরের এগ্রি-স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রেসিডেন্ট জয়দেব দত্ত।

প্রশিক্ষণ শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে শ্রীদাম দাস জানান, "রাজ্য সরকারের কৃষি উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আমরা মহিলাদের কৃষিকাজে আরও সক্রিয় করে তুলতে চাই। জৈবিক কৃষির প্রসার ঘটলে একদিকে যেমন উৎপাদন খরচ কমবে, অন্যদিকে কৃষক পরিবারের আয়ও দ্বিগুণ হবে।"

পুরো কর্মশালাজুড়ে মহিলা কৃষকদের মধ্যে ছিল প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা। তারা জানান, এই ধরনের প্রশিক্ষণ তাদের কৃষিকাজে নতুন দিগন্ত খুলে দেবে এবং ভবিষ্যতে তারা জৈবিক পদ্ধতিতেই কৃষি উৎপাদনে মনোযোগ দেবেন।

আমবাসা বাজারে খাদ্য দপ্তরের অভিযান, মেয়াদোত্তীর্ণ ঠান্ডা পানীয়, দোকান সিল

আমবাসা, ৭ নভেম্বর: আজ আমবাসা বাজারে খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকদের এক প্রতিনিধিদল হানা দেয় স্থানীয় এক মুদি দোকানে। অভিযানে নেতৃত্ব দেন ডি.সি.এম. দিব্যেন্দু দাস।

জানা গেছে, নিয়মিত পরিদর্শনের অংশ হিসেবে তারা বাজারের বিভিন্ন দোকান ঘুরে দেখার সময় রাধেশ্যাম ভান্ডার নামক দোকান থেকে মেয়াদোত্তীর্ণ ঠান্ডা পানীয় উদ্ধার করেন।

প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, দোকানে বেশ কয়েকটি বোতল মেয়াদোত্তীর্ণ পানীয় বিক্রির জন্য তাকেই রাখা হয়েছিল। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরা তাৎক্ষণিকভাবে পদক্ষেপ নেন। অভিযানের পর দোকানটি অস্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং কনজিউমার প্রটেকশন অ্যাক্ট অনুযায়ী মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযান শেষে ডি.সি.এম. দিব্যেন্দু দাস সাংবাদিকদের জানান, আজ রুটিন অভিযানের সময় রাধেশ্যাম ভান্ডার নামের দোকান থেকে মেয়াদোত্তীর্ণ ঠান্ডা পানীয় উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রাহকদের স্বাস্থ্যের সঙ্গে কোনও রকম আপস করা হবে না। ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে তদন্ত করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, বাজারে যাতে কেউ মেয়াদোত্তীর্ণ বা নকল খাদ্যদ্রব্য বিক্রি না করতে পারে, তার জন্য নিয়মিত নজরদারি চালানো হচ্ছে। ভবিষ্যতে এমন অপরাধ প্রমাণিত হলে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একাংশ জানিয়েছেন, এই অভিযানের ফলে বাজারে সতর্কতা বেড়েছে এবং দোকানদাররা এখন আরও সচেতন হবেন।

বন্দেমাতরম ছিল স্বাধীনতা আন্দলনের প্রতিটি অধ্যায়ে জাতীয় চেতনা ও দেশপ্রেমের প্রেরণার উৎস: অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ নভেম্বর: সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বন্দেমাতরম ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিটি অধ্যায়ে জাতীয় চেতনা ও দেশপ্রেমের প্রেরণার উৎস। আজ ১৫০ বছর পরেও এর প্রতিটি পংক্তি আমাদের মধ্যে মাতৃভূমির প্রতি শ্রদ্ধা, ঐকা ও আত্মত্যাগের অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তোলে। আজ উদয়পুরের রাজর্ষি প্রেক্ষাগৃহে বন্দেমাতরম-এর ১৫০ বছর পূর্তির গোমতী জেলাভিত্তিক অনুষ্ঠানের সূচনা করে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় একথা বলেন। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শীতলচন্দ্র মজুমদার, গোমতী জেলার জেলাশাসক রিঙ্কু লাঘের প্রমুখ।

অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে এগুচ্ছে চাম্পামুড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অপরাজিত চম্পামুড়া প্লে সেন্টার। টানা ৪টি ম্যাচে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে মূল পর্বে খেলার লক্ষ্যে এগুচ্ছে চাম্পামুড়া প্লে সেন্টার।

খেলা টিসিএ আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটের গ্রুপ বি-এর। কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার পথ প্রশস্ত করে নিলেও চাম্পামুড়া প্লে সেন্টারের লক্ষ্য রয়েছে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে মূল পর্বে খেলা। আজ, শুক্রবার নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে জুয়েলস প্লে সেন্টার প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত ৪০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ৮০ রান সংগ্রহ করে। জবাবে চাম্পামুড়া প্লে সেন্টারের ব্যাটার্সদের মধ্যে রাজদীপ দে ও সুভম রায় অনবদ্য ব্যাট চালিয়ে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়।

রাজদীপ ৩২ রান এবং শুভম ২৫ রান সংগ্রহ করে। জুয়েলস-এর দেবজিৎ দাস সর্বাধিক ৩৬ রান পেয়েছিল। চাম্পামুড়ার অংশুমান দাস নয় রানে দুটি উইকেট তুলে নিয়ে জুয়েলসকে থামিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। তাছাড়া মনিস্ক দেবনাথ পেয়েছে একটি উইকেট। জুয়েলস-এর তনয় কর্মকার দুটি উইকেট পেয়েছিল ২৮ রানের বিনিময়ে। চাম্পামুড়া মূলতঃ প্রথম ম্যাচে নয় উইকেটে ক্রিকেট অনুরাগীকে, দ্বিতীয় ম্যাচে তরুণ সংঘকে ৮৫ রানে, তৃতীয় ম্যাচে এনএসআরসিসি-কে ৫৮ রানে হারানোর পর আজ জুয়েলস-কে হারিয়ে মুল পর্বের লক্ষ্যে অনেকটা এগিয়ে রয়েছে।

পোলস্টারকে হারিয়ে জয় অব্যাহত অনুরাগীর, অনবদ্য ব্যাটিং উদয়নের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে বিশাল রানের ব্যবধানে জয়ী ক্রিকেট অনুরাগী দল। শুক্রবার পশ্চিম নোয়াবাদি মাঠে ক্রিকেট অনুরাগী দল ২২৭ রানের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো পোলস্টার শিবিরকে। টসে জয়লাভ করে এদিন ক্রিকেট অনুরাগী শিবির প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়।

নির্ধারিত চল্লিশ ওভারে মাত্র চার উইকেট হারিয়ে ক্রিকেট অনুরাগীর স্কোর দাঁড়ায় ২৫০ রানে। এই ২৫০ রানের মধ্যে ক্রিকেট অনুরাগীর পক্ষে একা অধিনায়ক উদয়ন পাল ১৬৮ রানে উইকেটে অক্ষত থাকে। তার এই ইনিংসে ২৪ টি চার এবং তিনটি ছয়ের মার শামিল ছিল। এছাড়া দলের পক্ষে প্রসেনজিৎ দেবনাথ ৪৪, দেবর্ষি দাস ৮ ,আবির রায় ১০ রান করে।

শ্রীমান অতিরিক্ত থেকে দল পায় ১৭ রানের ভরসা। বলে পোলস্টার এর পক্ষে আয়ুশ রুদ্র পাল দুটি এবং একটি করে উইকেট নেয় দেবাংকন পাল ও শঙ্কিত দেবরা। জয়ের জন্য পোলস্টারের সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ২৫১ রানের।

এই রানকে তারা করতে নেমে একের পর এক উইকেট হারিয়ে রীতিমতো অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ করে বসে পোলস্টার দল। ক্রিকেট অনুরাগীর বিষাক্ত বোলিং এর সামনে পোলস্টারের একজন ব্যাটসম্যান ও দাঁড়াতে পারেনি।

সুবাদে ১৮.২ ওভারে ২৩ রানে থেমে যায় পোলস্টারের রানের দৌড়। বিজয়ী দলের পক্ষে বল হাতে তিনটি করে উইকেট নেয় বিপ্লব ত্রিপুরা ও আর্নিশ ভৌমিক। দুটি উইকেটে ভাগ বসায় অধিনায়ক উদয়ন পাল। সুবাদে জয়ের সফলতা নিয়েই মাঠ ছাড়লো ক্রিকেট অনুরাগী দল। দুর্দান্ত ব্যাটিং এবং বোলিংয়ের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে উদয়ন পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

সৈকতের ৭ উইকেট, পোলস্টার-কে হারিয়ে ১ম জয় পেলো বাধারঘাট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সৈকতের বোলিং দাপটে কুপোকাত পোলস্টার। অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে তো বটেই ,এবার ১৫ ক্রিকেটেও ভরাডুবি চলছে পোলস্টার ক্লাবের। শুক্রবার বাধারঘাট এর কাছে হেরে গেল পোলস্টার শিবির। তাও ১২০ রানের বিশাল ব্যবধানে। প্রথমে ব্যাট করে বাধারঘাট কোচিং সেন্টার স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ৫০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৮২ রান। দলের পক্ষে ব্যাট হাতে দীপজয় দাস সর্বাধিক ৫৩ রান করে। এছাড়া দীপ্তাংশু দাস ৩৬, সৈকত দাস ২২ নট আউট, সাগর বিশ্বাস ২১, রোহিত সরকার ১০ রান করে। অতিরিক্ত সাহেবের যোগদান ৩৮ রান। জয়ের জন্য পোলস্টারের সামনে লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ১৮৩ রানের। যার পেছনে তারা করতে গিয়ে পোলস্টার দল ২৩.৪ ওভারের সব উইকেট হারিয়ে মাত্র ৬২ রান করতে সক্ষম হয়। পোলস্টার এর পক্ষে একমাত্র উল্লেখযোগ্য রান শৌণক নন্দির ২৭। এছাড়া দ্বিতীয় সর্বাধিক রান করে শ্রীমান অতিরিক্ত ২২। এছাড়া আর একজন ব্যাটসম্যান ও ভরসা জোগাতে পারেনি। বিজয় দলের পক্ষে একা সৈকত দাস ২৫ রানে ৭টি উইকেট ভাঙ্গে বিপক্ষের। এক কথায় সৈকতের বোলিং ঘুর্নিতে পোলস্টারকে পর্যুদস্ত করে প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে বাধার ঘাট প্লে সেন্টার। সৈকত-ই পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে এগুচ্ছে চাম্পামুড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অপরাজিত চম্পামুড়া প্লে সেন্টার। টানা ৪টি ম্যাচে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে মূল পর্বে খেলার লক্ষ্যে এগুচ্ছে চাম্পামুড়া প্লে সেন্টার। খেলা টিসিএ আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটের গ্রুপ বি-এর। কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার পথ প্রশস্ত করে নিলেও চাম্পামুড়া প্লে সেন্টারের লক্ষ্য রয়েছে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে মূল পর্বে খেলা। আজ, শুক্রবার নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে জুয়েলস প্লে সেন্টার প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত ৪০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ৮০ রান সংগ্রহ করে।

জবাবে চাম্পামুড়া প্লে সেন্টারের ব্যাটার্সদের মধ্যে রাজদীপ দে ও সুভম রায় অনবদ্য ব্যাট চালিয়ে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। রাজদীপ ৩২ রান এবং শুভম ২৫ রান সংগ্রহ করে। জুয়েলস-এর দেবজিৎ দাস সর্বাধিক ৩৬ রান পেয়েছিল। চাম্পামুড়ার অংশুমান দাস নয় রানে দুটি উইকেট তুলে নিয়ে জুয়েলসকে থামিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। তাছাড়া মনিস্ক দেবনাথ পেয়েছে একটি উইকেট। জুয়েলস-এর তনয় কর্মকার দুটি উইকেট পেয়েছিল ২৮ রানের বিনিময়ে।

চাম্পামুড়া মূলতঃ প্রথম ম্যাচে নয় উইকেটে ক্রিকেট অনুরাগীকে, দ্বিতীয় ম্যাচে তরুণ সংঘকে ৮৫ রানে, তৃতীয় ম্যাচে এনএসআরসিসি-কে ৫৮ রানে হারানোর পর আজ জুয়েলস-কে হারিয়ে মুল পর্বের লক্ষ্যে অনেকটা এগিয়ে রয়েছে।

অংশ ভটনাগরের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে জয়ী আরসিসি-র কো: ফাইনাল নিশ্চিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে এনএসআরসিসি কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা পরিচালিত ১৫ ক্রিকেটে শুক্রবার এনএসআরসিসি দল মুখোমুখি হয় জুয়েলসের। তালতলা স্কুল মাঠে অনুষ্ঠেয় এই ম্যাচে আরসিসি শিবির ৯৯ রানের ব্যবধানে হারিয়ে দিল জুয়েলসকে। টস জিতে এদিন এনএসআরসিসি দল প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। সুযোগটাকে বেশ ভালোভাবেই কাজে লাগালো দলীয় ব্যাটসম্যানরা। ৪৯.৩ ওভার খেলে দশ উইকেট হারিয়ে এন এস আর সি সির স্কোর দাঁড়ায় ২১৩ রানে। বেটে দলের পক্ষে অংশ ভটনাগর উল্লেখযোগ্য মেজাজে ৫২ রান করে। এছাড়া শতভিক ঘোষ ২৮, সায়ন্তন কর ৩২ ,এমডি আরমান মিয়া ৩১ভি রান করে। শ্রীমান অতিরিক্ত সাহেব ভরসা যোগায় ৪৮ রানের।

বলে জুয়েলসের পক্ষে দুজন বোলারই চারটি করে উইকেটে ভাগ বসায়। তারা হলো রাজদীপ দেব এবং শুভম গনরা। জয়ের জন্য জুয়েলসের সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ২১৪ রানের। যাকে তাড়া করতে নেমে দল শেষ পর্যন্ত ৪৩.৫ ওভারের সব উইকেট হারিয়ে সংগ্রহ করে ১১৪ রান। দলের পক্ষে ব্যাট হাতে প্রিয়জিত বণিক ১১ ,রত্নদ্বীপ দত্ত ১৩, অঙ্কিত শীল ১৪ ,প্রীতম চৌধুরী ১১ রান করে।

শ্রীমান অতিরিক্ত সাহেব যোগ্য দেয় ৪৫ রানের। কিন্তু এরপরও দলের পরাজয়ের রাখা সম্ভব হয়নি জুয়েলসের। বিজয় দলের পক্ষে বল হাতে চারটি করে উইকেট নেয় সিদ্ধার্থ দে এবং অংশ ভটনাগররা। সুবাদে ৯৯ রানের ব্যবধানে ম্যাচ থেকে জয় হাসিল করে নেয় এনএসআরসিসি দল। ভাটনগর পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

পোলস্টারকে হারিয়ে জয় অব্যাহত অনুরাগীর, অনবদ্য ব্যাটিং উদয়নেব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে বিশাল রানের ব্যবধানে জয়ী ক্রিকেট অনুরাগী দল। শুক্রবার পশ্চিম নোয়াবাদি মাঠে ক্রিকেট অনুরাগী দল ২২৭ রানের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো পোলস্টার শিবিরকে। টসে জয়লাভ করে এদিন ক্রিকেট অনুরাগী শিবির প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত চল্লিশ ওভারে মাত্র চার উইকেট হারিয়ে ক্রিকেট অনুরাগীর স্কোর দাঁড়ায় ২৫০ রানে। এই ২৫০ রানের মধ্যে ক্রিকেট অনুরাগীর পক্ষে একা অধিনায়ক উদয়ন পাল ১৬৮ রানে উইকেটে অক্ষত থাকে। তার এই ইনিংসে ২৪ টি চার এবং তিনটি ছয়ের মার শামিল ছিল। এছাড়া দলের পক্ষে প্রসেনজিৎ দেবনাথ ৪৪, দেবর্ষি দাস ৮ ,আবির রায় ১০ রান করে। শ্রীমান অতিরিক্ত থেকে দল পায় ১৭ রানের ভরসা। বলে পোলস্টার এর পক্ষে আয়ুশ রুদ্র পাল দুটি এবং একটি করে উইকেট নেয় দেবাংকন পাল ও শঙ্কিত দেবরা। জয়ের জন্য পোলস্টারের সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ২৫১ রানের। এই রানকে তারা করতে নেমে একের পর এক উইকেট হারিয়ে রীতিমতো অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ করে বসে পোলস্টার দল। ক্রিকেট অনুরাগীর বিষাক্ত বোলিং এর সামনে পোলস্টারের একজন ব্যাটসম্যান ও দাঁড়াতে পারেনি। সুবাদে ১৮.২ ওভারে ২৩ রানে থেমে যায় পোলস্টারের রানের দৌড়। বিজয়ী দলের পক্ষে বল হাতে তিনটি করে উইকেট নেয় বিপ্লব ত্রিপুরা ও আর্নিশ ভৌমিক। দুটি উইকেটে ভাগ বসায় অধিনায়ক উদয়ন পাল। সুবাদে জয়ের সফলতা নিয়েই মাঠ ছাড়লো ক্রিকেট অনুরাগী দল। দুর্দান্ত ব্যাটিং এবং বোলিংয়ের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে উদয়ন পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

সৈকতের ৭ উইকেট, পোলস্টার-কে হারিয়ে ১ম জয় পেলো বাধারঘাট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সৈকতের বোলিং দাপটে কুপোকাত পোলস্টার। অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে তো বটেই ,এবার ১৫ ক্রিকেটেও ভরাডুবি চলছে পোলস্টার ক্লাবের। শুক্রবার বাধারঘাট এর কাছে হেরে গেল পোলস্টার শিবির। তাও ১২০ রানের বিশাল ব্যবধানে। প্রথমে ব্যাট করে বাধারঘাট কোচিং সেন্টার স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ৫০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৮২ রান। দলের পক্ষে ব্যাট হাতে দীপজয় দাস সর্বাধিক ৫৩ রান করে। এছাড়া দীপ্তাংশু দাস ৩৬, সৈকত দাস ২২ নট আউট, সাগর বিশ্বাস ২১, রোহিত সরকার ১০ রান করে। অতিরিক্ত সাহেবের যোগদান ৩৮ রান। জয়ের জন্য পোলস্টারের সামনে লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ১৮৩ রানের। যার পেছনে তারা করতে গিয়ে পোলস্টার দল ২৩.৪ ওভারের সব উইকেট হারিয়ে মাত্র ৬২ রান করতে সক্ষম হয়। পোলস্টার এর পক্ষে একমাত্র উল্লেখযোগ্য রান শৌণক নন্দির ২৭। এছাড়া দ্বিতীয় সর্বাধিক রান করে শ্রীমান অতিরিক্ত ২২। এছাড়া আর একজন ব্যাটসম্যান ও ভরসা জোগাতে পারেনি। বিজয় দলের পক্ষে একা সৈকত দাস ২৫ রানে ৭টি উইকেট ভাঙ্গে বিপক্ষের। এক কথায় সৈকতের বোলিং ঘুর্নিতে পোলস্টারকে পর্যুদস্ত করে প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে বাধার ঘাট প্লে সেন্টার। সৈকত-ই পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচে এগিয়ে চলো-কে ৫ রানে হারালো এডি নগর প্লে সেন্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে এডি নগরের কাছে গিয়ে থেমে গেল এগিয়ে চলো সংঘ। শুক্রবার ডঃ বি আর আম্বেদকর মাঠে ঘটল এই ঘটনা। এই ম্যাচে এ ডি নগর দল পাঁচ রানের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো এগিয়ে চলো সংঘকে। প্রথমে ব্যাট করে এডিনগর শিবির ২৯ দশমিক এক ওভারে ১০ উইকেট হারিয়ে করব রে সংগ্রহ করে ১০৪ রান। ব্যাট হাতে দলের পক্ষে একা অধিনায়ক অরিত্র রঞ্জন উল্লেখযোগ্য মেজাজে ৬৭ রান করে।

অধিনায়কের ইনিংস ছাড়া আর একজন ব্যাটসম্যান ও দলকে ভরসা জোগাতে পারেনি। যার ফলে স্কোরটা ১০৪ রানে গিয়েই থেমে যায়। বল হাতে এগিয়ে চলো সংঘের পক্ষে বিপ্র চক্রবর্তীর তিনটি উইকেট নেয়। দুটি করে উইকেটে ভাগ বসায় আয়ুশ বণিক এবং আয়ুস মজুমদাররা। একটি করে উইকেট ভাঙ্গে প্রিতম সরকার, অর্ণব দেববর্মা এবং আদ্রিয়ান দেরা। জয়ের জন্য এগিয়ে চলো সংঘের সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ১০৫ রানের। টার্গেটকে তারা করতে নেমে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে চলো সংঘের স্কোর থেমে গেল ৪০ ওভারে ১০ উইকেটের বিনিময়ে ৯৯ রানে। বিজিত দলের পক্ষে অরিজিৎ দত্ত ২০, রত্নদ্বীপ সরকার ২১, স্নেহাশীষ বণিক ১৩ রান করলেও তা দলের পরাজয় রুখতে পারেনি। বল হাতে বিজয়ী দলের পক্ষে দুটি উইকেট নেয় অনিরুদ্ধ দত্ত। একটি করে উইকেট ভাগ করে নেয় দীপ্ত সরকার, দিবাকর মজুমদার, অরিত্র রঞ্জন এবং অভিরাজ সিনহা রায়রা। দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের সৌজন্যে অরিত্র পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

এমবিবি স্টেডিয়ামে আজ থেকে আসাম - ত্রিপুরার রঞ্জি ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দু-দলের ক্রিকেটাররাই প্রয়োজনীয় প্র্যাকটিস করে নিয়েছেন। অনুশীলনের শেষ সময়ের টিপসনেওয়াও হয়ে গেছে। সামগ্রিক দিক থেকেই প্রস্তুতি চূড়ান্ত। আগামীকাল (শনিবার) থেকে আগরতলার এমবিবি স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা বনাম আসামের রঞ্জি ট্রফির ম্যাচ শুরু হতে যাচ্ছে। চার দিনের ম্যাচ। দু-দলের পক্ষেই এটি চতুর্থ রাউন্ডের খেলা। সফরকারি আসাম ইতোমধ্যে ৩টি ম্যাচে যথাক্রমে গুজরাটের সঙ্গে অমীমাংসিত ম্যাচে প্রথম ইনিংসে পিছিয়ে এক পয়েন্ট এবং তৃতীয় ম্যাচে রেলওয়েজের সঙ্গে অমীমাংসিত ম্যাচে প্রথম ইনিংসে পিছিয়ে এক পয়েন্ট নিয়ে মোট ২ পয়েন্ট পেয়ে আট দলীয় পয়েন্ট তালিকায় সর্বশেষ স্থানে রয়েছে। পক্ষান্তরে পরিসংখ্যান অনুযায়ী ত্রিপুরার অবস্থান এক ধাপ উঁচুতে। প্রথম ম্যাচে সার্ভিসেসের কাছে ইনিংস সহ কুড়ি রানে পরাজয়ের পর দ্বিতীয় ম্যাচে হরিয়ানার কাছে নয় উইকেটে পরাজিত হয়ে ক্রমশ পয়েন্ট খুইয়ে চলেছিল। কিন্তু তৃতীয় ম্যাচে অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবে এমবিবি স্টেডিয়ামেই বাংলার বিরুদ্ধে অমীমাংসিত ম্যাচে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে ৩ পয়েন্ট পেয়ে ত্রিপুরার কেল্লাফতে।

আগামীকাল থেকে ঘরের মাঠে খেলার কিছুটা হলেও অ্যাডভান্টেজ পাবে কিন্তু ত্রিপুরা। দুই দলের খেলোয়াড়রা হলো: আসাম - প্রদ্যুন সইকিয়া, অভিষেক ঠাকুরী, স্বরুপম পুরকায়স্থ, ডেনিস দাস (অধিনায়ক), রিয়ান পরাগ, গাধিগাউনকর, শিব শংকর রায়, মুক্তার হোসেন, আকাশ সেনগুপ্ত, আয়ুষ্মান মালাকার, রাহুল সিং, ভার্গব প্রতিম লস্কর, অভিনব চৌধুরী, দর্শন রাজবংশী, পারভেজ মোশারফ। ত্রিপুরা দল: মনি শংকর মুরাসিং (অধিনায়ক), শ্রীদাম পাল (সহ অধিনায়ক), বিক্রম কুমার দাস, ঋতুরাজ ঘোষ রায়, হনুমা বিহারী, রজত দে, সেন্টু সরকার, বাবুল দে, ভিকি সাহা, পারভেজ সুলতান, বিজয় শংকর, বিক্রমজিৎ দেবনাথ, স্বপ্নীল সিং, অভিজিৎ সরকার, রানা দত্ত, অজয় সরকার, অর্জুন দেবনাথ।

অংশ ভটনাগরের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে জয়ী আরসিসি-র কো: ফাইনাল নিশ্চিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে এনএসআরসিসি কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা পরিচালিত ১৫ ক্রিকেটে শুক্রবার এনএসআরসিসি দল মুখোমুখি হয় জুয়েলসের। তালতলা স্কুল মাঠে অনুষ্ঠেয় এই ম্যাচে আরসিসি শিবির ৯৯ রানের ব্যবধানে হারিয়ে দিল জুয়েলসকে। টস জিতে এদিন এনএসআরসিসি দল প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। সুযোগটাকে বেশ ভালোভাবেই কাজে লাগালো দলীয় ব্যাটসম্যানরা। ৪৯.৩ ওভার খেলে দশ উইকেট হারিয়ে এন এস আর সি সির স্কোর দাঁড়ায় ২১৩ রানে। বেটে দলের পক্ষে অংশ ভটনাগর উল্লেখযোগ্য মেজাজে ৫২ রান করে। এছাড়া শতভিক ঘোষ ২৮, সায়ন্তন কর ৩২ ,এমডি আরমান মিয়া ৩১ভি রান করে। শ্রীমান অতিরিক্ত সাহেব ভরসা যোগায় ৪৮ রানের। বলে জুয়েলসের পক্ষে দুজন বোলারই চারটি করে উইকেটে ভাগ বসায়। তারা হলো রাজদীপ দেব এবং শুভম গনরা।

জয়ের জন্য জুয়েলসের সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ২১৪ রানের। যাকে তাড়া করতে নেমে দল শেষ পর্যন্ত ৪৩.৫ ওভারের সব উইকেট হারিয়ে সংগ্রহ করে ১১৪ রান। দলের পক্ষে ব্যাট হাতে প্রিয়জিত বণিক ১১ , রত্নদ্বীপ দত্ত ১৩, অঙ্কিত শীল ১৪ , প্রীতম চৌধুরী ১১ রান করে। শ্রীমান অতিরিক্ত সাহেব যোগ্য দেয় ৪৫ রানের। কিন্তু এরপরও দলের পরাজয়ের রাখা সম্ভব হয়নি জুয়েলসের।

বিজয় দলের পক্ষে বল হাতে চারটি করে উইকেট নেয় সিদ্ধার্থ দে এবং অংশ ভটনাগররা। সুবাদে ৯৯ রানের ব্যবধানে ম্যাচ থেকে জয় হাসিল করে নেয় এনএসআরসিসি দল।

ভাটনগর পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচে এগিয়ে চলো-কে ৫ রানে হারালো এডি নগর প্লে সেন্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে এডি নগরের কাছে গিয়ে থেমে গেল এগিয়ে চলো সংঘ। শুক্রবার ডঃ বি আর আম্বেদকর মাঠে ঘটল এই ঘটনা। এই ম্যাচে এ ডি নগর দল পাঁচ রানের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো এগিয়ে চলো সংঘকে। প্রথমে ব্যাট করে এডিনগর শিবির ২৯ দশমিক এক ওভারে ১০ উইকেট হারিয়ে করব রে সংগ্রহ করে ১০৪ রান। ব্যাট হাতে দলের পক্ষে একা অধিনায়ক অরিত্র রঞ্জন উল্লেখযোগ্য মেজাজে ৬৭ রান করে। অধিনায়কের ইনিংস ছাড়া আর একজন ব্যাটসম্যান ও দলকে ভরসা জোগাতে পারেনি। যার ফলে স্কোরটা ১০৪ রানে গিয়েই থেমে যায়। বল হাতে এগিয়ে চলো সংঘের পক্ষে বিপ্র চক্রবর্তীর তিনটি উইকেট নেয়। দুটি করে উইকেটে ভাগ বসায় আয়ুশ বণিক এবং আয়ুস মজুমদাররা।

একটি করে উইকেট ভাঙ্গে প্রিতম সরকার, অর্ণব দেববর্মা এবং আদ্রিয়ান দেরা। জয়ের জন্য এগিয়ে চলো সংঘের সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ১০৫ রানের। টার্গেটকে তারা করতে নেমে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে চলো সংঘের স্কোর থেমে গেল ৪০ ওভারে ১০ উইকেটের বিনিময়ে ৯৯ রানে। বিজিত দলের পক্ষে অরিজিৎ দত্ত ২০, রত্নদ্বীপ সরকার ২১, স্নেহাশীষ বণিক ১৩ রান করলেও তা দলের পরাজয় রুখতে পারেনি। বল হাতে বিজয়ী দলের পক্ষে দুটি উইকেট নেয় অনিরুদ্ধ দত্ত। একটি করে উইকেট ভাগ করে নেয় দীপ্ত সরকার, দিবাকর মজুমদার, অরিত্র রঞ্জন এবং অভিরাজ সিনহা রায়রা। দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের সৌজন্যে অরিত্র পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

ধাওয়ান, রায়নার ১১.১৪ কোটি টাকার সম্পত্তি জব্দ হল

নয়াদিল্লি।। বেটিং অ্যাপ মামলায় বড়সড় বিপাকে টিম ইন্ডিয়ার দুই প্রাক্তন তারকা শিখর ধাওয়ান ও সুরেশ রায়না। দুই তারকার মোটা অঙ্কের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। অনলাইন বেটিং প্ল্যাটফর্মকে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে প্রতারণা এবং আর্থিক তছরুপের অভিযোগ উঠেছে। যে ঘটনার তদন্তে নেমে একাধিক সেলেব্রিটি তথা প্রাক্তন ক্রিকেটারকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ইডি। ১এক্সব্যাট নামের একটি বেআইনি বেটিং অ্যাপের মামলায় শিখর ধাওয়ানকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে গত ৪ সেপ্টেম্বর। তারও একমাস আগে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে রায়নাকে। আরও একাধিক সেলেবকে জিজ্ঞাসবাদ করা হয়েছে। কেন্দ্র অনলাইন গেমিং অ্যাপ নিষিদ্ধ করার আগে থেকেই বেশ কয়েকটি বেটিং অ্যাপের কার্যকলাপে নজর ছিল ইডির। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১এক্সব্যাট নামের বেআইনি বেটিং অ্যাপটি। সব মিলিয়ে ওই অ্যাপটির মাধ্যমে ১ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে। ওই মামলার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে ধাওয়ান এবং রায়নার প্রায় সাড়ে ১১ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হল। রায়নার প্রায় ৬ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকার মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ এবং ধাওয়ানের ৪.৫ কোটির স্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, জনসাধারণকে প্রলোভন দেখিয়ে বছরের পর বছর এই সমস্ত বেআইনি বেটিং অ্যাপগুলি বিভিন্ন নামে নিজেদের ব্যবসা বিস্তার করে চলেছে। সেই সঙ্গে মানুষের বিশ্বাস জিততে প্রচারে ব্যবহার করছে সেলেবদের মুখ। জানা গিয়েছে, ১অক্ষব্রষ্ঠ নামের ওই বেটিং অ্যাপের একাধিক বিজ্ঞাপনের সঙ্গে যুক্ত ধাওয়ান ও রায়না। সম্প্রতি অনলাইন গেমিং অ্যাপ সংক্রান্ত নয়া আইনে ওই বেটিং অ্যাপ নিষিদ্ধ হয়েছে। ১এক্সব্যাট-এর সঙ্গে ধাওয়ানের কী চুক্তি হয়েছে, কীভাবে লেনদেন হয়েছে, সবটা জানতে জিজ্ঞাসাবাবাদ করা হয় রায়না-ধাওয়ানদের। তারপরই দুই প্রাক্তন তারকার প্রায় সাড়ে ১১ কোটির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হল।

চাপ কাটিয়ে সিরিজে সমতা ফিরিয়ে আনল সূর্যরা

সিডনি।। তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে অনবদ্য প্রত্যাবর্তন টিম ইন্ডিয়ার। ভারতের সামনে ১৮৭ রানের লক্ষ্য রেখেছিল অস্ট্রেলিয়া। সেই লক্ষ্য অনায়াসেই তুলে নেয় ভারত। ৫ উইকেটে এই জয়ের ফলে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে সমতায় ফিরলেন সূর্যকুমাররা।টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন সূর্য। প্রথম ওভারেই ট্রাভিস হেড (৬)-এর উইকেট তুলে নেন অর্শদীপ। নিজের দ্বিতীয় ওভারে জশ ইংলিশ (১)-কেও ফেরান তিনি। এরপর সংহারক রূপ ধারণ করেন টিম ডেভিড। তাঁর ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে রানের গতি বেড়ে যায় অস্ট্রেলিয়ার। অধিনায়ক মিচেল মার্শের সঙ্গে ৫৯ রানের জুটি গড়েন তিনি। ব্যক্তিগত ১১ রানে মার্শকে ফেরান বরুণ চক্রবর্তী। রানের খাতা না খুলে ভারতীয় ‘রহস্য স্পিনারে’র বলে ফিরে যান মিচেল ওয়েন। ভয়ানক হয়ে ওঠা ডেভিডকে সাজঘরের পথ দেখান শিবম দুবে। ৩৮ বলে ৭৪ রান করেন তিনি। তাঁর ইনিংসে ছিল ৮টি চার, ৫টি ছক্কা। শেষ দিকে মার্কাস স্টয়নিস (৬৯) চালিয়ে খেলে অস্ট্রেলিয়ার রান নিয়ে গেলেন ১৮৬-তে।

এই সরকারই রাজ্যের জনজাতি সমাজকে তাদের প্রাপ্য সম্মান ফিরিয়ে দিয়েছে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ নভেম্বর: জনজাতি সমাজের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বর্তমান রাজ্য সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে সময়োপযোগী নানা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সরকার। আজ গোমতী জেলার কিল্লায় দশরথদেব মেমোরিয়াল ইংলিশ মিডিয়াম মডেল হাই স্কুল প্রাঙ্গণে জনজাতি মহিলাদের মধ্যে রিয়া ও পাছড়া বুননের সুতা বিতরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর জন জনজাতি মহিলার হাতে ২০ মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী (ডো) প্রতীকীভাবে বুননের সুতা তুলে দেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির "সবকা সাথ, সবকা বিকাশ নীতিকে সামনে রেখে রাজ্য সরকার সার্বিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। রাজ্যের প্রায় ৪ লক্ষ ৮০ হাজার মহিলা এখন বিভিন্ন স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত আছেন, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনজাতি মহিলা রয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, এই সরকারই রাজ্যের জনজাতি সমাজকে তাদের প্রাপ্য সম্মান ফিরিয়ে দিয়েছে। আগরতলা বিমানবন্দরের নামকরণ মহারাজা বীরবিক্রম মানিক্যর নামে করা হয়েছে। বড়মুড়া পাহাড়ের নাম রাখা হয়েছে হাতাইকতর, গণ্ডাছড়ার নাম গন্ডাতুইসা। গড়িয়া পুজার সময় এখন দুই দিনের সরকারি ছুটি দেওয়া হয়। তিনি জানান, আগে রাজ্যে মাত্র ৪টি একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল ছিল, বর্তমানে সেই সংখ্যা বেড়ে ২১৯ এ দাঁড়িয়েছে। জনজাতি বিকাশ যোজনার আওতায়- ৩২৫ জন সুবিধাভোগীকে ২৫ হাজার টাকা করে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি ৪০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১,০০০ টাকা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জনজাতি সমাজের সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্য আমাদের গৌরবের বিষয়। এই ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও বিকাশে রাজ্য সরকার নিরন্তর উদ্যোগ নিচ্ছে। তিনি রাজ্যের উন্নয়নের ধারাকে আরও গতি দিতে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, বর্তমান সরকার জনজাতিদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও জীবিকাবৃদ্ধির ক্ষেত্রগুলোয় বাস্তব উন্নয়ন ঘটিয়েছে। তিনি জানান, আত্মনির্ভরতার পথে জনজাতি মহিলাদের এগিয়ে নিতে এই ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, জনজাতি এলাকার উন্নয়নে রাজ্য সরকার বাজেটের প্রায় ৩৯ শতাংশ টাকা বরাদ্দ করেছে। এছাড়া বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কিল্লা ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান বাগান হরি মলসম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন হস্ততাঁত, হস্তকারু ও রেশম শিল্প দপ্তরের অধিকর্তা অজিত গুরুদাস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলার জেলাশাসক রিঙ্কু লাখের, সমাজসেবী সবিতা নাগ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ।

ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে মায়োমেক্টমি অস্ত্রোপচার সফল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ নভেম্বর: ঊনকোটি জেলার গৌরনগর লক্ষ্মীপুর এলাকায় ৩৫ বছর বয়সী এক মহিলা, দীর্ঘ ৭ বছর ধরে দাম্পত্য জীবনে মাতৃত্ব লাভের আশা করলেও, এবং প্রতি মাসে অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণের জন্য দুর্বিষহ জীবনযাপন করছিলেন। তিনি সম্প্রতি ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিভাগে চিকিৎসার জন্য আসেন। তার শারীরিক সমস্যাগুলি ছিল অত্যন্ত গুরুতর কারণ, তার ডিম্বাশয়ে একটি বিশাল আকারের ফাইব্রয়েড টিউমার (১৪অ১২ সেমি) ছিল, যা শুধু তাঁর মাতৃত্ব লাভের পথে বাধা সৃষ্টি করছিল না, বরং টিউমারের চাপের কারণে ডান কিডনিতেও সমস্যা দেখা দিয়েছিল। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী, বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার পর টিউমারের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়।গত ৪ নভেম্বর, ২০২৫ এক সফল মায়োমেক্টমি অস্ত্রোপচার(ফাইব্রয়েড টিউমার অপসারণ) সম্পন্ন করা হয়। অস্ত্রোপচারটি পরিচালনা করেন ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সুমিত দাস। এই জটিল অস্ত্রোপচারটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়, যার ফলে মহিলার ডিম্বাশয় থেকে বিশাল টিউমারটি সম্পূর্ণরূপে অপসারণ করা হয়। অপারেশনটি প্রায় ২ ঘণ্টা ধরে চলে এবং রোগীর শরীরে দু' বোতল রক্ত দেওয়া হয়। চিকিৎসক ডাঃ সুমিত দাসের নেতৃত্বে এই অস্ত্রোপচারটি সফলভাবে সম্পন্ন হয় এবং এনেস্থেটিস্ট ছিলেন ডাঃ রূপময় দাস। নার্সিং অফিসার কাবেরী সাহা, সাথি ঘোষ, ওটি টেকনিশিয়ান সুভাষ সিনহা অস্ত্রোপচারের টিমে ছিলেন।এই অস্ত্রোপচারের পর রোগিনীকে পোস্ট অপারেটিভ যত্নের জন্য প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিভাগের পোস্ট অপারেটিভ ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত করা হয়। রোগিণীর পরিবার ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক টিমের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এবং তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন এই গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রোপচারের সফল বাস্তবায়নের জন্য।

নভেম্বর বিপ্লব দিবস

বর্তমান রাজনৈতিক সামাজিক প্রেক্ষাপটে আন্দোলনে নামার আহ্বান জিতেন্দ্রের

আগরতলা, ৭ নভেম্বর: মহান নভেম্বর বিপ্লব দিবস উপলক্ষে ডুকলি মহকুমা কমিটির উদ্যোগে এক বিশাল সভার আয়োজন করা হয়। শুক্রবার অনুষ্ঠিত এই সভায় বিপুল সংখ্যক পার্টি নেতা, কর্মী ও সমর্থক উপস্থিত থেকে বিপ্লব দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ থাকার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম)-এর পলিট ব্যুরোর সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক জীতেন্দ্র চৌধুরী। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, "রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লব কেবল একটি দেশের ইতিহাস নয়, এটি বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের অনুপ্রেরণা। আজকের দিনে সেই বিপ্লবের শিক্ষা আমাদের মনে রাখতে হবে শোষণের বিরুদ্ধে ঐক্যই মুক্তির পথ।"

সভায় আরও বক্তব্য রাখেন পার্টির পশ্চিম জেলা কমিটির সম্পাদক রতন দাস, ডুকলি মহকুমা কমিটির সম্পাদক সমর চক্রবর্তী এবং বর্ষীয়ান নেতা সুব্রত চক্রবর্তী। তাঁরা সকলেই বর্তমান সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের গুরুত্বের ওপর জোর দেন।

সভা পরিচালনা করেন প্রাক্তন বিধায়ক ও পার্টি নেতা রাজকুমার চৌধুরী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য নবারুণ দেব, ঝর্ণা দাস বৈদ্য, স্বপ্না দত্ত, বর্ষীয়ান নেতা নারায়ণ দেব, পশ্চিম জেলা কমিটির সদস্য সৃজন দেব, পঙ্কজ ঘোষ, বিপদবন্ধু ঋষিদাস প্রমুখ।

সিপিআই(এম) রাজ্য দপ্তরে মহান নভেম্বর বিপ্লব দিবস পালন

আগরতলা, ৭ নভেম্বর: মহান নভেম্বর বিপ্লব দিবস শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হলো সিপিআই(এম)-এর রাজ্য দপ্তরে। শুক্রবার দলীয় রাজ্যদপ্তরে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পার্টির রাজ্য সম্পাদক ও পলিট ব্যুরোর সদস্য জিতেন্দ্র চৌধুরী সহ রাজ্য, জেলা ও মহকুমা নেতৃত্ব। এরপর রুশ বিপ্লবের শহিদদের উদ্দেশ্যে নীরবতা পালন করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সিপিআই(এম)-এর রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী। তিনি বলেন, নভেম্বর বিপ্লব মানব ইতিহাসের এক যুগান্তকারী অধ্যায়। শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল, তার শিক্ষা আজও সমান প্রাসঙ্গিক। সমাজে ন্যায়, সমতা ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য সেই বিপ্লবের আদর্শ আমাদের পথ দেখায়।

ত্রিপুরা বিধানসভায় ২০১৮ সাল থেকে শুরু 'বন্দে মাতরম গাওয়ার ঐতিহ্য: মন্ত্রী রতন লাল নাথ

আগরতলা, ৭ নভেম্বর: ত্রিপুরা বিধানসভায় ২০১৮ সালের আগে পর্যন্ত রাজনৈতিক কারণে 'বন্দে মাতরম কখনও গাওয়া হয়নি। ২০১৮ সাল থেকে প্রতিটি অধিবেশনের শুরুতেই এই গান গাওয়া হচ্ছে এবং প্রতিটি সদস্য শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন। এটি প্রকৃত জাতীয় চেতনার পুনর্জাগরণের প্রতিফলন। মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে 'বন্দে মাতরম-এর ১৫০ বছর উদ্‌যাপন উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী রতন লাল নাথ একথা বলেন। বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথ আজ বলেন, প্রায় ১৫০ বছর আগে রচিত দেশপ্রেমের পবিত্র স্তোত্র 'বন্দে মাতরম আজও কোটি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়ে একই আবেগ ও ছন্দে অনুরণিত হয়ে চলেছে। তাঁর কথায়, "বন্দে মাতরমকেবল একটি কবিতা বা গান নয়এটি ভারতের জাতীয় চেতনা, ঐক্য ও আত্মত্যাগের প্রতীকস্বরূপ এক মন্ত্র।"

মন্ত্রী জানান, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভক্তিমূলক মন্ত্র 'বন্দে মাতরম ১৮৭৫ সালে মাতৃভূমির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও প্রেম থেকে রচনা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যা পরে ১৮৮২ সালে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস আনন্দমঠ-এ অন্তর্ভুক্ত হয়। তিনি বলেন তার পর থেকেই এটি হয়ে উঠেছে দেশপ্রেমের আহ্বানএকটি মন্ত্র যা আমাদের এক জাতি হিসেবে আবদ্ধ রাখে। প্রযুক্তি, বিশ্বায়ন ও সামাজিক পরিবর্তনের এই যুগেও এই বাক্যাংশ আমাদের জাতির প্রতি অঙ্গীকার ও দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

মন্ত্রী জানান , ২০২৫ সালের ৭ নভেম্বর থেকে সারা দেশে 'বন্দে মাতরম-এর ১৫০তম বর্ষ পালন শুরু হবে। বছরব্যাপী এই উদ্‌যাপনে সামাজিক উদ্যোগ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও শিক্ষামূলক কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যার উদ্দেশ্য দেশপ্রেমের চেতনা পুনরুজ্জীবিত করা এবং জাতীয় ঐক্যকে আরও সুদৃঢ় করা।

তিনি আরও জানান, আজাদ হিন্দ সরকারের ঘোষণার সময় 'বন্দে মাতরম গানটি গাওয়া হয়েছিল এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিটি পর্বে এটি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

যুবসমাজকে উদ্দেশ করে মন্ত্রী বলেন আজ যখন ভাষা, ধর্ম ও আঞ্চলিক বিভাজন আমাদের সমাজে রয়ে গেছে, তখন 'বন্দে মাতরম আমাদের মনে করিয়ে দেয়আমরা সবাই এক। ১৫০তম বর্ষ উদ্‌যাপন এই ঐক্যের বার্তা দেশের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে দেবে।

বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত বন্দে মাতরম গানের ১৫০ তম বর্ষ উদযাপন করা হয় বিলোনীয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৭নভেম্বর: বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত বন্দে মাতরম গানের ১৫০ তম বর্ষ উদযাপন করা হয় বিলোনীয়ায়। শুক্রবার সকাল ৯"৪৫ মিনিটে বিলোনীয়া আর্য্য কলোনি শচীন দেববর্মন অডিটোরিয়াম মুক্ত মঞ্চের সামনে দাড়িয়ে উপস্থিত ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে অতিথিগন বন্দে মাতরম গান পরিবেশন করে, এরপর আর্য্য কলোনি শচীন দেববর্মন অডিটোরিয়াম মঞ্চে প্রদীপ প্রজ্বলন, ভারত মাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে অনুষ্টানের সূচনা করেন মঞ্চে উপস্থিত অতিথিগন।

অনুষ্ঠানে আলোচনা রাখতে গিয়ে বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাত দিয়ে বন্দে মাতরম গান কবে রচিত হয়েছে সে সব বিষয় সহ আরো অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন মন্ত্রী শুক্লা চরন নোয়াতিয়া। আলোচনার পর প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়ালি আলোচনা শোনেন উপস্থিত অতিথি ও ছাত্র ছাত্রীরা দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শুক্লা চরন নোয়াতিয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক মোহম্মদ সাজ্জাদ পি, বিলোনীয়া পুরপরিষদের শিক্ষা বিষয়ক সায়ী কমিটির সভাপতি অনুপম চক্রবর্তী ,সহ সভাধিপতি তপন দেবনাথ সহ জেলা প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকগন।

বন্দেমাতরম আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা: সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ নভেম্বর: বন্দেমাতরম আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা, জাতীয় চেতনার প্রতীক এবং দেশের প্রতি ভালোবাসার শপথ। কৈলাসহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে আজ জেলাভিত্তিক বন্দেমাতরম-এর ১৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিঙ্কু রায় একথা বলেন।

রাজ্যের জনগনের উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা ঃ প্রদ্যোৎ কিশোর

আগরতলা, ৭ নভেম্বরঃ রাজনীতির ঊর্ধে ত্রিপুরার জনগণের উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা শেষে একথা জানিয়েছেন তিপ্রা মথা সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন।

বৈঠক শেষে তিনি বলেন, রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। এদিনের আলোচনা ইতিবাচক ছিল বলেই জানিয়েছেন মথা সুপ্রিমো।

বৈঠক শেষে প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন সাংবাদিকদের বলেন, "আজকের বৈঠক ফলপ্রসূ হয়েছে। আমি আমার মতামত পেশ করেছি, তিনিও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি জানিয়েছেন। আমরা দু'জনেই ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নয়ন ও মানুষের কল্যাণের জন্য গঠনমূলকভাবে এগিয়ে যেতে চাই।" তিনি আরও জানান, "আমরা সামনে এগোতে চাই, পিছনে নয়। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে, যা ত্রিপুরার ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।"

তিনি আরো জানান, এই বৈঠকে কোনোভাবেই নির্বাচনী বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়নি। তাঁর কথায়, "আমরা নির্বাচনের কথা বলিনি। আলোচনা ছিল সম্পূর্ণ ইতিবাচক। আমরা একটি স্থায়ী সমাধান চাই। তিপ্রাসা চুক্তি প্রক্রিয়া নিয়ে কথাবার্তা এখনো চলমান।" যদিও এদিন বৈঠকের আগে প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হবে ত্রিপুরার মানুষের কল্যাণ ও জাতি - জনজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখা। তাঁর কথায়, "সবকিছু রাজনীতির প্রসঙ্গ নয়। আমরা চাই রাজ্যের মানুষ ও রাজ্যের উন্নয়নের জন্য একসাথে কাজ করতে।"

উল্লেখ্য, সম্প্রতি দিল্লিতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের চার রাজ্যের শীর্ষ নেতৃত্বদের নতুন রাজনৈতিক মঞ্চ 'ওয়ান নর্থ ইস্ট' গঠনের ঘোষণা দেওয়ার পর এই প্রথম মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করলেন প্রদ্যোত। এটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

জিবিপি হাসপাতালের গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি ডিপার্টমেন্টের

বিনামূল্যে অস্ত্রোপচারের পরিষেবা লাভ করে সম্পূর্ণ সুস্থ মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ নভেম্বর: জিবিপি হাসপাতালের গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের বিনামূল্যে অস্ত্রোপচারের পরিষেবা লাভ করে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল মহিলা।

রাজ্যের আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতাল গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি ডিপার্টমেন্টে জটিল রোগ চিকিৎসা পরিষেবা অব্যাহত রয়েছে। এই ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ প্রতাপগড়ের সুভাষ নগরের জগৎপল্লী এলাকার ৩২ বৎসর বয়সী এক মহিলা জিবিপি হাসপাতালের গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি ডিপার্টমেন্টের বহির্বিভাগে আসেন। তিনি বিগত তিন বৎসর যাবৎ পেটের ব্যথা, গলা-জ্বলা, পেট ফুলে যাওয়া সহ একাধিক উপসর্গে ভুগছিলেন। মহিলার কখনো কখনো খাবার আটকে বমি বমি ভাব হতো এবং রাতের দিকে শ্বাসকষ্ট হতো। এই সমস্যাগুলির সমাধানে তিনি অনেক চিকিৎসককে দেখিয়েছেন এবং প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিলেন। কিন্তু মহিলার সমস্যার কোনও লাঘব হয়নি। তখন আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে ব. গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ গ্যাস্ট্রোএন্টোলজিস্ট ডাঃ শুভদীপ পাল গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ রোগীর সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পান যে মহিলার পাকস্থলী ও গলার সংযোগস্থলে অর্থাৎ জিই জংশনে একটি পলিপ রয়েছে। জিই জংশনে পলিপ বলতে একটি অস্বাভাবিক টিস্যুর বৃদ্ধিকে বোঝায়, যা সাধারণত খাদ্যনালীর নিচের দিকে এবং পাকস্থলীর উপরিভাগের সংযোগস্থলে হয়। যার দৈর্ঘ্য ছিল ১০১ সেমি। গ্যাস্ট্রোএন্টোলজিস্ট ডাঃ পাল মহিলার এন্ডোস্কোপি করেন এবং লোকাল অ্যানেস্থেসিয়ার মাধ্যমে এই পলিপ অস্ত্রোপচার করেন। উক্ত অস্ত্রোপচারে কোনও ধরনের ছুরি-কাঁচির দরকার হয় না। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে এসএস ব্লকে রাজ্যে সদ্য চালু হওয়া সিভি ১৯০ এন্ডোস্কপি মেশিনের সাহায্যে এই অস্ত্রোপচার করা হয়। এক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারের পর রোগীকে এদিনই ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। বর্তমানে মহিলা সুস্থ আছে এবং খাওয়া-দাওয়া করতে উনার কোন অসুবিধা হয় না এবং বমি ও শ্বাসকষ্টের মতো এখন আর কোন উপসর্গও নেই। গ্যাস্ট্রোএন্টোলজিস্ট ডাঃ পাল জানান এই ধরনের অস্ত্রোপচারে অন্য যে কোন বেসরকারি হাসপাতালে এক থেকে দেড় লক্ষ টাকার প্রয়োজন হয়। কিন্তু আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার অধীনে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে মহিলার এই অস্ত্রোপচার করা হয়। রোগীর কোন টাকা পয়সা খরচ হয়নি। তবে মহিলার দ্রুত এই সমস্যার চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার না করালে তা ক্যান্সারে পরিণত হবার সম্ভাবনা ছিল। মহিলার পরিবার পরিজনেরা আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে বিনামূল্যে এই অস্ত্রোপচারের সুবিধা লাভ করে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠায় গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ গ্যাস্ট্রোএন্টোলজিস্ট ডাঃ শুভদীপ পাল সহ সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

জিবিপি হাসপাতালের নিউরোলজি ডিপার্টমেন্টে অ্যানিউরিজম কয়েলিং-এ রোগীর জীবনযুদ্ধে জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ নভেম্বর: জিবিপি হাসপাতালের নিউরোলজি ডিপার্টমেন্টে অ্যানিউরিজম কয়েলিং-এ রোগীর জীবনযুদ্ধে জয় করল।

রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার আন্তরিক প্রচেষ্টায় ও আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর (ডাঃ)অনুপ সাহা এবং জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ শঙ্কর চক্রবর্তী-এর সম্মিলিত সহযোগিতায় রাজ্যে নিউরোলজি চিকিৎসা পরিষেবায় এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে জিবিপি হাসপাতালের নিউরোলজি ডিপার্টমেন্ট।

আগরতলার বনমালীপুর এলাকার ৫৪ বৎসর বয়সী এক বাসিন্দার জীবন যখন এক কঠিন মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছিল, ঠিক তখনই ত্রাতা হয়ে এগিয়ে এলেন আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসকরা। গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তিনি স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে জিবিপি হাসপাতালে আসেন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর রোগীর অভিভাবকরা সাময়িকভাবে তাঁকে বাড়িতে নিয়ে যান। গত ২২ অক্টোবর ২০২৫ জিবিপি হাসপাতালে রোগীর এমআরআই (ব্রেইন) এবং এমআরআই (এনজিওগ্রাফি) করা হয়।

এরপর গত ৩ নভেম্বর, ২০২৫ রোগীকে আবার জিবিপি হাসপাতালের এসএস ব্লকে নিউরোলজি ডিপার্টমেন্টে ভর্তি করা হয়। এই ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ রোগীর রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ করে দেখেন রোগী অ্যানিউরিজম-এ ভুগছেন। যার ফলে মস্তিষ্কের রক্তনালীতে এমন একটি ফোলা, যা ফেটে গেলে মারাত্মক বিপদ হতে পারে। এই সঙ্কটময় মুহূর্তে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ নিউরোলজিস্ট, নিউরো-ইন্টারভেনশনিস্ট ও স্ট্রোক স্পেশালিস্ট ডাঃ আবীর লাল নাথ রোগীর অভিভাবকদেরকে রোগীর অবস্থা সম্পর্কে অবগত করেন। ডাঃ নাথ রোগীর অভিভাবকদেরকে জানান, ডিএসএ এবং কয়েলিং পদ্ধতির মাধ্যমেই রোগীকে বাঁচানো সম্ভব। এছাড়াও তিনি রোগীর অভিভাবকদের আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার অধীনে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই কয়েলিং প্রক্রিয়া করে দেবার আশ্বাস দেন। রোগীর অভিভাবকরা চিকিৎসকের উপর আস্থা ও ভরসা রেখে সঙ্গে সঙ্গেই চিকিৎসার শুরু করার সম্মতি দেন। এরপর শুরু হল জীবন যুদ্ধ। তখন গত ৫ নভেম্বর, ২০২৫ প্রায় দীর্ঘ তিন ঘণ্টা ব্যাপী অ্যানিউরিজম কয়েলিং পদ্ধতিতে অস্ত্রোপচার করেন বিশেষজ্ঞ নিউরোলজিস্ট ডাঃ আবীর লাল নাথ। এই কঠিন লড়াইয়ে ডাঃ আবীর লাল নাথের সাথে উক্ত অস্ত্রোপচার ছিলেন নিউরোলজি ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ নিউরোলজিস্ট ডাঃ অর্পণ মিত্র এবং অ্যানেসথেটিস্ট ডাঃ মণিময় দেববর্মা। এই অস্ত্রোপচার অন্যান্যদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন নার্সিং অফিসার হিসেবে প্রাণকৃষ্ণ দেব, তিতিক্ষা মজুমদার, দেবব্রত দেবনাথ এবং মানস দত্ত। এছাড়াও, ক্যাথল্যাব টেকনিশিয়ান হিসেবে ছিলেন সঞ্জয় ঘোষ ও অরিজিত পাল। দীর্ঘ তিন ঘণ্টার যুদ্ধ শেষে, সফলভাবে সম্পন্ন হলো রোগীর অ্যানিউরিজম কয়েলিং। জিবিপি হাসপাতালের নিউরোলজি ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের ফলশ্রুতিতেই রোগী প্রাণ ফিরে পেলন। রোগীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখতে এবং অসম্ভবকে সম্ভব করতে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ডাঃ আবীর লাল নাথের সঙ্গে অংশগ্রহণকারী চিকিৎসকদের উক্ত টিমে ছিলেন ডাঃ অভিজিৎ আচারা, ডাঃ সুপ্রতিম সাহা, ডাঃ শুভ্রজিৎ দাস, ডাঃ পৌলমী নাগ, ডাঃ অর্কপ্রভ রায় চৌধুরী এবং নার্সিং অফিসার সেবিকা দত্ত, রোজি চক্রবর্তী, সুরজিৎ সূত্রধর, আর্ণিকা সিনহা, আবুল হোসেন প্রমুখ। সকলের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির প্রয়োগে রোগী নতুন জীবন লাভ করল। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে বিনামূল্যে এই অস্ত্রোপচারের সুবিধা লাভে ও সুস্থ হবার সাফল্যে রোগীর অভিভাবকগণ বিশেষজ্ঞ নিউরোলজিস্ট ডাঃ আবীর লাল নাথ সহ অন্যান্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ও ধন্যবাদ জানান।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas